কাজী আনোয়ার হোসেন

ছদ্মবেশী

মাসুদ রানা



সেবা প্রকাশনী

ছদ্মবেশী

মোহামেডানের খেলা দেখতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল রানা প্রতিহিংসাপরায়ণ রোমাঞ্চপ্রিয় ধুরন্ধর এক স্মাগলারের জালে। চরম সর্বনাশটা ঘটেই যাচ্ছিল, শুধু ভাগ্য ভাল, সময়মত গিলটি মিয়া দেখে ফেলল জাপানী ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় লেন্স নেই। মায়ামি থেকে প্লেনে উঠল রানা—না, আসলে বাধ্য করা হলো ওকে প্লেনে উঠতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

ছদ্মবেশী

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ছদ্মবেশী

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৮

এক

মায়ামি স্টেডিয়াম লোকে লোকারণ্য। মাঠে তুমুল উত্তেজনা, এইমাত্র একটা গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেও, ধাক্কাটা সামলে নিয়ে প্রাণপণ লড়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে সিটি বয়েজ ক্লাব।

মার্কিন মুল্লুকে ফুটবল এখনও জনপ্রিয় খেলা নয়, তবে আজকের ঘটনাটা ব্যতিক্রম। দেড় মাস ধরে প্রতিটি দৈনিকে ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে, টিভির স্পোর্টস প্রোগ্রামে নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে দু'দলের আস্ফালন। সিটি বয়েজের কর্মকর্তারা তো গতকালের সাক্ষাৎকারেও বলেছেন, ম্যারাডোনা তাঁদের হয়ে খেলতে আসতে পারবেন না, এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলার সময় এখনও আসেনি। ব্যাপারটা নিয়ে ভারি দুশ্চিন্তায় ছিল মায়ামি মোহামেডান, কারণ সবাই জানে ম্যারাডোনার মত সুপারস্টারকে প্রতি মিনিটের জন্যে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে খেলাবার সামর্থ্য সিটি বয়েজের আছে—ওদের বেশিরভাগ পৃষ্ঠপোষক আর সমর্থক প্রবাসী সৌদি শেখ আর কুয়েতী আমির, তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ক্লাবটার জন্ম। মায়ামি মোহামেডানও নতুন ক্লাব—প্রবাসী ইরাকী, ভারতীয় ও বাংলাদেশীদের পরিশ্রমের ফসল। সিটি বয়েজ কোচ আনিয়েছে পশ্চিম জার্মান থেকে, মোহামেডান আনিয়েছে ব্রাজিল থেকে, খেলোয়াড়রা অবশ্য প্রায় সবাই স্থানীয়, সাদা কালো উভয় রঙই আছে।

গোলের এমন ছড়াছড়ি, বলা যায় প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। শেষ গোল হওয়ার পর দেড় মিনিটও পেরোয়নি, দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শেষ হতে আর এগারো মিনিট বাকি, আবার একটা গোল হলো। দলীয় গোল সংখ্যা উনিশ, এক গোলে এগিয়ে গেল মোহামেডান স্পোর্টিং। সত্তর হাজার দর্শকের সাথে উল্লাসে ফেটে পড়ল মাসুদ রানা, সবার সাথে একযোগে দাঁড়িয়ে পড়ে হাততালি দিচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

ওর ঠিক পিছনের সারিতেই সীটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে উদ্বাহু নৃত্য করছিল ছোটখাট এক হালকা-পাতলা লোক। হ্যাট-কোট আর সানগ্লাসের আড়ালে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে আছে, বাংলাদেশী বলে চেনার উপায় নেই। 'মাইরি বলচি, জানতুম মুক রক্কে হবেই। মুহম্মেডান জিন্দাবাদ! খুলে নে ভাই, খুলে নে, পাতলুন খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দে, হাগিয়ে ছেড়ে দে শালাদের···!' হঠাৎ সামনের দীর্ঘদেহী যুবককে চিনতে পেরে আঁতকে উঠল সে, কোঁক্ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে যেন তলপেটে লাথি খেয়েছে। এমনভাবে কুঁকড়ে ছোট হয়ে

গেল সে, যেন জ্বলন্ত কুশপুত্তলিকায় পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে। বসে পড়ল টুপ করে।

শান্ত হয়ে এল গ্যালারি, আর সবার সাথে বসে পড়ল রানা। তুমুল শোরগোলের মধ্যেও গিলটি মিয়ার গলা চিনতে পেরেছে ও। কোন কারণ নেই, তবু একটু যেন লজ্জা পেয়েছে, সেজন্যে চেহারায় গম্ভীর একটা ভাব টেনে আনল। কাছাকাছিই বসেছে ওরা, কোন সন্দেহ নেই কাকতালীয় একটা ঘটনা।

বাংলা তো নয়ই, অন্য কোন ভাষাও ভাল লিখতে, পড়তে বা বলতে জানে না গিলটি মিয়া। তবে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ইত্যাদি শব্দ সহযোগে অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি ভাষা বানিয়ে নিয়েছে সে, ভাব প্রকাশের জন্যে বেশ সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে সেটা, অঙ্গভঙ্গিও কিছুটা অবদান রাখে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত, বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটা ইংরেজী পত্রিকায় অনেকদিন ধরে চাকরি করছে সে। পত্রিকাটি আসলে বি. সি. আই. ও রানা এজেন্সির একটা ফ্রন্ট, কাজের সুবিধের জন্যে দেশী এজেন্ট আর অপারেটররা এখানে নামকাওয়াস্তে চাকরি করে। মায়ামিতে রানা এজেন্সির নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে গত হপ্তায়, শাখা অফিসের বাইরে থেকে সাহায্য করবার বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে গিলটি মিয়াকে। মায়ামি শাখায় প্রকাশ্যে বসবে না সে।

'রাকে আল্লা মারে কে!' রানার পিছন থেকে বিড়বিড় করে উঠল গিলটি মিয়া। 'মনে হচ্চে শেক সায়েবকে দু'হাজার ডলার হারতেই হলো!'

সিটি বয়েজের একজন পৃষ্ঠপোষক সৌদি এক শেখ রানার বন্ধু, দু'হাজার ডলার বাজি ধরেছে ওরা।

একটা নেট ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের দুটো কাপ বের করল গিলটি মিয়া, ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল কাপে। 'কফি, সার—চলবে তো?'

'মাসুদ রানা, রাইট?' বেসুরো গলা, কিন্তু সবিনয়ে করা হলো প্রশ্নটা। মায়ামি মোহামেডানের পৃষ্ঠপোষকদের একজন হিসেবে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছে রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, ক্লাব কর্মকর্তাদের সাথে ওরও ছবি ছাপা হয়েছে পত্র-পত্রিকায়।

পশ্চিম গ্যালারির চার নম্বর ধাপে বসেছে রানা, পাশেই লোক চলাচলের সিঁড়ি। মুখ তুলে তাকাল ও।

শক্ত-সমর্থ চেহারার একজন জাপানী, পরনে লাল-নীল ডোরা কাটা শার্ট, হাতে ক্যামেরা। ভদ্র চেহারা, রানার দিকে তাকিয়ে সমীহের সাথে হাসছে।

'হ্যাঁ, চিনতে ভুল করেননি,' বলল রানা, পিছন থেকে বাড়ানো গিলটি মিয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিল।

'গ্রেট প্রাইভেট আই, মায়ামি মোহামেডানের ওয়ান অভ দ্য গ্রেট প্যাট্রনস্—স্যার, জাপানী পাঠকরা আপনার সম্পর্কে জানতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবে। ছবি তুলতে পারি তো?' অনুমতি চাইল, কিন্তু পাবার অপেক্ষায় থাকল না—স্থির, সবিনয় হাসিটা ঠোঁট ধরে রেখে সিঁড়ির একটা ধাপ বেয়ে নেমে গেল জাপানী লোকটা, ক্যামেরা তুলল চোখের সামনে।

চেঁচিয়ে উঠল গিলটি মিয়া, 'সা-আ-আ-র! সাবধান!'

ফটোগ্রাফারের হাসি টান টান হলো।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে বাম হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গিলটি মিয়া, আঙুলগুলো ছড়ানো। রানার বুক আর গলা জড়িয়ে ধরে পিছন দিকে টান দিল সে, শুইয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, গিলটি মিয়ার আলিঙ্গন থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে পড়ল ও। সিঁড়িতে শরীরটা বাড়ি খাওয়ার আগেই মৃদু আওয়াজটা কানে ঢুকল—পুপ! মাথা না ঘামিয়েই বুঝতে পারল, সাইলেন্সার লাগানো মিডিয়াম-ক্যালিবারের একটা পিস্তল থেকে ওর দু'চোখের মাঝখানে করা হয়েছিল গুলিটা। রানা ডাইভ দেয়ায় ওর কাঁধের সাথে গিলটি মিয়ার ডান কনুই ঠুকে গেল, কাপ থেকে ওপর দিকে খাড়া হলো কফি, অনুসরণ করল রানাকে। সিঁড়ির ধাপের ওপর পড়েই গুটানো স্প্রিঙের মত হয়ে গেল ও, ঠিক তখনই বৃষ্টির মত চোখে মুখে ঝরে পড়ল গরম কফি। ওর পিছনে কিশোরী দুটো মেয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

টার্গেটকে দ্রুতবেগে স্থান বদল করতে দেখে মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করল ফটোগ্রাফার, আরও এক ধাপ নেমে গিয়ে আবার ক্যামেরা তুলল চোখের সামনে। গুটানো স্প্রিঙ খুলে গেল, চার ধাপ ওপর থেকে ফটোগ্রাফারের বুকে যেন বজ্রপাত ঘটল। রানার জোড়া পায়ের কিক খেয়ে নিচের চওড়া প্যাসেজ পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর পড়ল জাপানী লোকটা, ধাপগুলোর ওপর দিয়ে পিছলে প্যাসেজে তার সামনে এসে থামল রানা। সিধে হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে, লোহার মত কঠিন একজোড়া হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল ফটোগ্রাফার।

'সার, ইদিকে আরেক নাক-চ্যাপ্টা!'

রানার কোমর আর পেট জড়িয়ে ধরেছে লোকটা, পাঁজরে মাথা ঠেকিয়ে রানাকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে। গিলটি মিয়ার কথা শুনে ঝট্ করে গ্যালারির দিকে তাকাল রানা, আরও একজন জাপানী ফটোগ্রাফার, ওর মতই লম্বা, সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে উবু হয়ে বসে রয়েছে, চোখে ক্যামেরা—যেন মারপিটের ছবি তুলতে চায়। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রথম লোকটার তলপেটে গুঁতো মারল রানা, ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে লাল-নীল ডোরা কাটা শার্টটা বুকের কাছে খামচে ধরল, হ্যাঁচকা টানে কাছে এনে একটা পা বাধাল ওর তলপেটে, তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে পায়ের ধাক্কায় মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় লোকটার দিকে। গোটা স্টেডিয়াম বিস্ফোরিত হলো, আরেকটা গোল দিয়েছে মায়ামি মোহামেডান।

কাঁটাতারের নিচু বেড়া টপকে সবুজ ঘাসে লাফিয়ে পড়ল রানা, সাদা রেখা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল খেলার মাঠে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার, ইতোমধ্যে লম্বা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ওপর থেকে রানার দিকে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে সে। এক মুহূর্ত পর মোহামেডান স্পোর্টিঙের পৃষ্ঠপোষক সাহেব খেলোয়াড়দের সাথে মিশে গেল। সে-ও দৌড়াচ্ছে, তবে বলের পিছনে নয়।

কাঁটাতারের বেড়া টপকে ঘাসে নামল দ্বিতীয় আততায়ী। মাঠের কিনারা ধরে

ছুটে আসছে সে।

বল এখন মধ্য মাঠে, মোহামেডানের লিঙ্কম্যান সেটাকে পায়ে নিয়ে রানার মতই হিসেব করছে। কোনাকুনি মাঠ পেরিয়ে সিটি বয়েজ কর্মকর্তাদের মাঝখানে ঢুকে যেতে পারে রানা, ধরে নিতে পারে লুকানো পিস্তলটার রেঞ্জ খুব বেশি নয়। কর্মকর্তাদের সাথে সিটি বয়েজের অতিরিক্ত খেলোয়াড়রাও বসে আছে, ওদের সাহায্য নিয়ে জাপানী আততায়ীকে ভয় পাইয়ে ভাগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ঠিক তা চাইছে না রানা। ওকে জানতে হবে কেন, কার হুকুমে গুলি করা হচ্ছে।

ভুল পাস, বল চলে গেল সিটি বয়েজের একজন খেলোয়াড়ের পায়ে।

মারমুখো হয়ে রানার দিকে ছুটে আসছে রেফারি।

মোহামেডানের একজন খেলোয়াড়ও ছুটে আসছিল, রানাকে চিনতে পেরে হাঁ করে গেল সে। 'মাসুদ ভাই, আপনি…'

মাঠের কিনারায় বসা সিটি বয়েজের কর্মকর্তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, দু'দিক থেকে ছুটে আসছে ইউনিফর্ম পরা পুলিস। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। সিটি বয়েজের দু'জন খেলোয়াড় ওর পথরোধ করে দাঁড়াল। ডান দিকে যাবার ভান করে বাঁ দিকে গিয়ে তাদের এড়াল ও। পুলিসের হুইসেল বাজছে। সিটি বয়েজের কর্মকর্তারা নিরেট পাঁচিল তৈরি করার আগেই তাদের ভেতর দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে এল রানা। বুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে। দৃশ্যটা দেখে সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল একজন প্রেস ফটোগ্রাফার। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানে একটা ফাঁক দিয়ে ঢুকে লকার রুমগুলোর দিকে ছুটল রানা। গ্যালারির দর্শকরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু কেউ বাধা দিল না। সিঁড়ির পঁচিশ ধাপ ছয়-সাত লাফে টপকে গ্যালারির মাথায় উঠে এল ও। ইউনিফর্ম পরা একজন স্টেডিয়াম কর্মী দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে বাধা দিল, কিন্তু রানার চেহারা লক্ষ করে স্যাৎ করে সরে গেল একপাশে। খেলা আবার শুরু হয়েছে।

সামনে একজন পুলিসকে দেখে টয়লেটে ঢুকে পড়ল রানা। একজন স্টেডিয়াম কর্মী ছাড়া অন্য কোন লোক নেই ভেতরে। ঝট্ করে তাকে পরিচয়-পত্রটা দেখাল। 'ব্লেজারটা ভাড়া দাও, পাঁচ মিনিটে পঞ্চাশ ডলার রোজগার করো, রাজি?' স্বাস্থ্যবান যুবকের দিকে দশ ডলারের পাঁচখানা নোট বাড়িয়ে দিল। 'একজন ব্যাংক ডাকাতকে ফলো করছি, ভাই। ব্যাটার পাশে গিয়ে চুপটি করে বসতে চাই।'

প্রথমে টাকা নিল যুবক, তারপর ব্লেজার আর স্ট্র হ্যাট খুলল। ব্লেজারটা ফিট করলেও, হ্যাটটা বড় হলো একটু। পাঁচ মিনিট পর এক নম্বর গেটে দেখা করতে বলে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল রানা। পুলিসটাকে আবার দেখল, এদিকেই হেঁটে আসছে, তবে ওর দিকে ভাল করে তাকালই না। গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে এসে একজন টিকেট চেকারকে পাশ কাটাল রানা, সে-ও ওর মত উজ্জ্বল ইউনিফর্ম পড়ে আছে। 'খেলাটা মিস করছ,' তাকে বলল ও।

'টিভিতে দেখে নেব।'

স্টেডিয়াম আর পার্ক করা হাজার হাজার গাড়ির মাঝখানে কংক্রিটের মস্ত

চাতাল। হন হন করে চাতালটা পার হচ্ছে রানা। সত্তর হাজার দর্শক একযোগে গুঙিয়ে উঠল, সম্ভবত কড়া একটা কিক ধরে ফেলেছে গোলকীপার। পার্কিং এরিয়া রেলিং দিয়ে ঘেরা, গেটের সামনে চাতালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা একটা বাস, সম্ভবত এটাতে চড়েই হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে এসেছে খেলোয়াড়রা।

বাসটা খালি, ড্রাইভারও সম্ভবত খেলা দেখছে। দরজা খোলা রেখেই ড্রাইভিং সীটে বসে পড়ল রানা, ইগনিশন সুইচ অন করল। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে জ্বলে উঠল লাল আলো।

সাফল্যের অনেকগুলো চাবিকাঠির একটা, অপরাধীর চিন্তাধারা নির্ভুল আন্দাজ করতে পারে রানা। ওকে মাঠ পেরোতে দেখে জাপানী আততায়ীরা ধরে নেবে, গাড়ি থেকে নিজের পিস্তল আনতে গেছে ও। ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের এজেন্টরা সাধারণত গাড়িতেই অস্ত্র রাখে। রানাও রেখেছে বটে, কিন্তু গাড়িটা পার্কিং এরিয়ার একেবারে শেষ মাথায়, খালি হাতে অতটা দূরত্ব পেরোবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও। আর দু'এক মুহূর্ত পর, ওর আন্দাজ যদি ঠিক হয়, সামনের একটা বাঁক থেকে বেরিয়ে আসবে জাপানী আততায়ীদের একজন, হাতে রেডি থাকবে ক্যামেরা, চোখ থাকবে গেটগুলোর দিকে।

অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ভরল রানা, পেল না। ধস্তাধস্তির সময় পড়ে গেছে। ব্লেজারের পকেটে চ্যাপ্টা একটা প্যাকেট রয়েছে, সস্তাদরের সিগারেট। ধরাতে যাবে, একটা গেট দিয়ে ছোটখাট জাপানী লোকটা চওড়া চাতালে বেরিয়ে এল। চাতালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্টেডিয়ামের দিকে ফিরল সে, গেটগুলোর দিকে সতর্ক নজর রাখছে।

মাঝখানের দূরত্বটুকু বিবেচনা করল রানা। ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলা যায়, শব্দ পেয়ে ওর দিকে ক্যামেরা তাক করার চেষ্টা করবে, ততক্ষণে তার গায়ে গিয়ে পড়বে ও।

রিয়্যার ভিউ মিররে তাকাল রানা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক তখনই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল লোকটা। মাথা নিচু করে নিল রানা, হ্যাটের কার্নিসে মুখের ওপরের অংশ ঢাকল। ঘাড় সোজা করল লোকটা, পরমুহূর্তে আবার বাঁকা করল।

স্টেডিয়ামের দিকে পিছন ফিরল জাপানী। বাসের দিকে এক পা এগোল।

স্টার্টারে হাত-ঝাপটা মারল রানা, একই সাথে চাপ দিল গ্যাস পেডালে। গর্জে উঠল মটর। গেট পেরিয়ে স্যাৎ করে বেরিয়ে এল বাহান্ন সীটের বাস, ইতোমধ্যে চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে ফেলেছে আততায়ী।

কোমর থেকে ওপরের অংশ ডান দিকে কাত করল রানা। উইন্ডস্ক্রীন ফুটো করে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, ঝাপসা হয়ে গেল কাঁচ। আবার একবার গুঙিয়ে উঠল সত্তর হাজার দর্শক। গাড়ির মেঝের সাথে গ্যাস পেডাল চেপে ধরল রানা, স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে বাঁ হাতে। আবার গুলি করল আততায়ী। কিন্তু রানাকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

দুর্জয় সাহস লোকটার। বাসের তুলনায় অনেক কম গতিতে পিছু হটছে সে, দু'হাতে ধরা ক্যামেরা মাথার ওপর তুলে আরেকটা গুলি করল। পরমুহূর্তে তাকে ধাক্কা দিল বাসটা, চাতাল থেকে তুলে দূরে ছুঁড়ে দিল, তারপর পিষে চ্যাপ্টা করে দিল কংক্রিটের সাথে।

দুই

দু'হাতের আঙুল মটকাচ্ছে মরিস ওয়েস্ট, তাকিয়ে আছে ডেস্কের ওধারে বসা স্নেহভাজন যুবকের দিকে। সৎ অথচ নির্বোধ নয় এমন পুলিস অফিসার খুব কমই দেখা যায়, মরিস ওয়েস্ট তাদের একজন। সবাই জানে, মায়ামি পুলিস প্রধান প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে; তার সাহসেরও কোন অভাব নেই।

রানা এজেন্সির কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে তার, মায়ামিতে বদলি হওয়ার আগে নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে ওদের সাহায্য সহযোগিতা প্রচুর পেয়েছে সে। হাসল না, শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'বেশ। কিছু জানাতে না চাও জানিয়ো না।'

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, মি. ওয়েস্ট,' শান্তভাবে বলল রানা। 'ওদের সত্যিই আমি চিনি না।'

'দু'জন আততায়ী তোমাকে খুন করার চেষ্টা করল, অথচ কারণটা তোমার জানা নেই? আন্দাজ করতে পারছ না এখানে, মায়ামিতে, কে বা কারা তোমার প্রাণের শত্রু হতে পারে?'

'তেমন কারও কথা, কই, আমার মাথায় আসছে না। তবে আমেরিকায় অনেক লোকেরই পা মাড়িয়েছি, তাদের কেউ মায়ামিতে আস্তানা গেড়ে থাকতে পারে।'

'আমি তাহলে ধরে নেব, পুলিসের সাহায্য তুমি চাইছ না?'

'আমি রিপোর্ট করেছি, তাই না? এরপর আপনারা কি করবেন না করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমার প্রোটেকশনের কথা যদি বলেন...।'

একটা হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল পুলিস প্রধান। 'জানি, প্রোটেকশন দিয়ে বেড়াও তোমরা, চেয়ে বেড়াও না।'

'আর যদি রহস্যের কিনারা করতে চান, আমার ওপর নজর রাখার জন্যে একজন লোককে লাগাতে পারেন,' বলল রানা।

'এটা ধরে নিয়ে যে আবার তোমার ওপর হামলা হবে, তখন আততায়ীকে আটক করতে পারব? কিন্তু তোমাকে চিনি, আমার লোকের চোখে ধুলো দিয়ে...।'

হেসে ফেলল রানা। 'হাবভাবেই ধরা পড়ে যায় ওরা পুলিস। সেজন্যেই তো বলছি, এত সব ঝামেলার মধ্যে নাই বা গেলেন। একটা কথা পরিষ্কার জানুন—কে

গুলি করেছে, কার হুকুমে, কেন—সব আমাকে জানতে হবে। আমি জানলে আপনিও জানবেন।' হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজল রানা।

'আর এক মিনিট, রানা। গোটা ব্যাপারটা আরেকবার স্মরণ করো। একজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে চাওয়ায় তুমি না বলতে পারোনি। ব্যাপারটা তুমি পছন্দ না করলেও, যে-কেউ ছবি তুলতে চাইতে পারে। কেউ চাইলে, ক্যামেরার দিকে সন্দেহের চোখে তাকানোরও কথা নয়। কিন্তু রিপোর্টার ভদ্রলোক, গিলটি মিয়া—কি অদ্ভুত নাম, তাই না? কথাতেই তো আছে এক দেশের বুলি, আরেক দেশের গালি—একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করে তোমার মুখের সামনে হাত নিয়ে আসে, বত্রিশ ক্যালিবারের গুলি লেগে বেচারার কব্জি ভেঙে গেছে। গুলিটা তোমার দু'চোখের মাঝখানে লাগতে পারত!'

'কি ঘটেছে আমার মনে আছে।'

'বেশ, ওদের একজনকে বাস চাপা দিয়েছ তুমি। হাতের কাছে আর কিছু পাওনি, বাহান্ন সীটের বাস দিয়ে মেরেছ। আত্মরক্ষার জন্যে সে অধিকার তোমার আছে। বেশ ভাল। কিন্তু দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বা চতুর্থবার এই একই ঘটনা ঘটবে তার নিশ্চয়তা কি? একবার যদি ওরা জিতে যায়?'

'মানে আমি যদি মারা পড়ি?'

'পড়তে পারো, তাই না? অমর তো আর নও।'

'জরুরী একটা কাজের কথা তুলেছে, মি. ওয়েস্ট। মৃত্যুর কথা সত্যি কিছু বলা যায় না। ঘটনাটা আপনার এলাকায় ঘটলে দয়া করে ঢাকায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন লাশটা···।'

'তুমি খুব হালকাভাবে নিচ্ছ ব্যাপারটাকে, রানা। ক্যামেরাটা দেখেও কি তুমি বুঝতে পারছ না, সিরিয়াস লোক লেগেছে তোমার পিছনে?' ডেস্ক থেকে অদ্ভুত দর্শন ক্যামেরাটা হাতে নিল সে, লুকানো একটা বোতামে চাপ দিতেই লাফ দিয়ে খুলে গেল কেস, বেরিয়ে পড়ল ছোট ব্যারেলের একটা রিভলভার। সাধারণ ক্যামেরায় যেখানে লেন্স থাকে, সেখানে ফিট করা হয়েছে মাজ্‌ল্‌। 'খোলটা ক্যামেরার, ভেতরে কারিগরি ফলানো হয়েছে—অবশ্যই কোন অ্যামেচার লোকের কাজ নয়। কাছ থেকে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো বা বসা কোন লোককে মারতে হলে এরচেয়ে ভাল অস্ত্র হতে পারে না।'

'সম্পূর্ণ একমত।'

'দু'জন জাপানী লোক, এ-ও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যাকে মেরেছ তার পকেটে খেলার টিকেট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন কমপিউটরে তার আঙুলের ছাপও নেই। আর যে পালিয়েছে, পুলিস রেকর্ড থাকলে ধরা পড়বেই। তবে আমার সন্দেহ আছে। এরা বিদেশ থেকে আমদানী করা লোক।'

'জানি।' অধৈর্য ভাবটুকু চেপে রাখল রানা। 'মনে হচ্ছে আরও কিছু বলতে চান আপনি।'

'গোটা ব্যাপারটা থেকে টাকার-গন্ধ বেরুচ্ছে, রানা। এই ঘটনার পিছনে বড় একটা নেপথ্যকাহিনী আছে— আন্তর্জাতিক মানের। কাজেই তুমি কিছু জানো না,

এ ঠিক বিশ্বাস্য নয়। নিউ ইয়র্কের সেই নারকোটিক চুরির কেসটার কথা আমি ভুলিনি। বিভিন্ন সরকারী ওয়্যার হাউস থেকে প্রতি মাসে কোটি কোটি ডলারের ড্রাগস চুরি যাচ্ছিল, রহস্যের কিনারা করতে না পেরে খাবি খাচ্ছিল পুলিস। কি যেন নাম লোকটার? ব্র্যাডম্যান কি যেন···।'

'ব্র্যাডম্যান তার নামের শেষ অংশ,' নির্লিপ্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু তাকে ধরা তো দূরের কথা, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারিনি আমি।'

'হাতেনাতে চোরদের ধরতে পারতে, তা না ধরে ওদের তুমি ফলো করো। অপরাধীরা গ্যাস ব্যবহার করে, গার্ডরা সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়। তুমিও গার্ডের ছদ্মবেশে ছিলে ওয়্যার হাউসে, কিন্তু সাথে গ্যাস মাস্ক ছিল। ট্রাকে ড্রাগস ভরে ওরা, তারপর চলে যায়—ওদের চোখে দুলো দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠে পড়ো তুমি। তারপর···।'

'একটু সংক্ষেপ করলে হয় না?'

ট্রাক ব্র্যাডম্যানের ওয়্যার হাউসে পৌঁছুল···।'

'ওয়্যার হাউসটা কে ভাড়া করেছিল জানা যায়নি,' বলল রানা। 'চোররাও জানত না কে তাদের মনিব, কিংবা জানলেও স্বীকার করেনি।'

'কিন্তু তখন ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে অস্থির থাকতে দেখা গেছে তোমাকে। এ-থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, ওয়্যার হাউসটা ব্র্যাডম্যানের ছিল বলেই তুমি বিশ্বাস করতে।'

রানা চুপ করে থাকল।

'তোমার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিস পৌঁছুল, ব্র্যাডম্যানের ওয়্যার হাউস থেকে শুধু ড্রাগস নয়, তিন টন সোনাও উদ্ধার করল তারা। অর্থাৎ লোকটার সর্বনাশ করলে তুমি। কিন্তু সে তোমাকে কিছু বলল না, একটা ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়ল না। আশ্চর্য নয়?'

'আপনি বলতে চাইছেন প্রায় এক বছর পর লোকটার হঠাৎ মনে হয়েছে, প্রতিশোধ নেয়া দরকার?'

'মনে আগেই হয়েছে, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ব্র্যাডম্যান হয়তো মায়ামিতে কাজ করছে এখন, এখানে রানা এজেন্সির শাখা খোলা হয়েছে দেখে ভাবছে আর দেরি করা উচিত নয়।'

কথা না বলে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'মৃত্যুটা কিন্তু খুব জাঁকাল হত তোমার, রানা। সত্তর হাজার সাক্ষীর সামনে।'

'ধন্যবাদ, মি. ওয়েস্ট,' শান্তভাবে বলল রানা।

'লোকটা গভীর জলের মাছ, রানা। আন্তর্জাতিক চরিত্র। তাকে আমি বিপজ্জনক বলি এই জন্যে যে লোকটা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বলেই অপরাধ জগতে আছে। শুধু যে বিপুল ধন-সম্পদের মালিক তাই নয়, প্রভাব আর যোগাযোগও ব্যাপক।'

'হ্যাঁ, অপরাধ করে মজা পায় লোকটা,' বিড়বিড় করে বলল রানা। মুখ তুলে পুলিস চীফের দিকে তাকাল। 'আমাকে তাহলে কি করতে হবে?'

'এসো লোকটাকে আমরা একসাথে কাবু করার চেষ্টা করি,' প্রস্তাব দিল মরিস ওয়েস্ট। 'অন্তত এই কেসটা তুমি একা সামলাতে গেলে ভুল করবে।'

'এমন একটা কথাও নেই যা জানি অথচ বলিনি আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি একটা সম্ভাবনার কথা বলছেন। কিন্তু দেখুন, লোকটার পুরো নাম পর্যন্ত জানি না আমি। কোন্ দেশের নাগরিক তাও আমার জানা নেই। অর্থাৎ সে খুব নিশ্চিন্ত মনে আছে—আমি তার কাছে যেতে পারব না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করতে পারি আমি? চিন্তা করবেন না, সাবধানেই আছি। প্রোটেকশন যদি দিতেই চান, বেচারা রিপোর্টার হাসপাতালে রয়েছে, তার ওপর নজর রাখার জন্যে লোক পাঠান। ভাল কথা, খেলাটায় জিতল কারা?'

'এক গোলে জিতেছে মোহামেডান, তেইশটা দিয়ে। রানা, ওয়াশিংটনের কারও সাথে কথা বলতে চাও, ব্র্যাডম্যানের ব্যাপারে? ট্রেজারির ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে আমার জানাশোনা লোক আছে⋯।'

'জানাশোনা লোক তো আমারও আছে, মি. ওয়েস্ট,' একটু গম্ভীর হলো রানা। 'কিন্তু কেউ তারা মুখ খুলতে রাজি নয়। ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে কোন তথ্য যদি ওয়াশিংটনে থাকেও, নিশ্চয়ই ক্লাসিফায়েড। প্রপার ক্লীয়ার‍্যান্স আমার নেই।'

'বলো কি! কারও সাহায্য ছাড়া পঞ্চাশ কোটি ডলারের চোরাই মাল উদ্ধার করে দিলে, তারপরও ওরা তোমাকে⋯।'

'আপনি কালো, এ-ধরনের অসহযোগিতার সাথে আপনারও পরিচয় আছে।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি শুধু কালো নই, বিদেশীও—ঠেকায় পড়লে হাত কচলায়, অন্য সময় এমন ভাব করে যেন চেনে না।'

'হুম। থাক, এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই না। ভাল কথা, ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে তোমার-আমার চেয়ে বেশি জানে এমন এক লোক মায়ামিতে এসেছে, আলাপ করতে চাও?'

স্থির হয়ে গেল রানা। 'কে?'

'একজন ফরাসী, জাঁ পল বুভেরাঁ। ফ্রেঞ্চ পুলিসের একজন অফিসার, ইন্টারপোল থেকে দায়িত্ব নিয়ে মায়ামিতে এসেছে।'

'আর কি জানেন তার সম্পর্কে?'

'অবাক করছ! তাকে তো আমি বলেই দিয়েছি, মাসুদ রানা একা কাজ করতে পছন্দ করে⋯।'

'তার সম্পর্কে আর কি জানেন?' একই প্রশ্ন, শান্তভাবে করল রানা।

'আজই তাকে প্রথম দেখলাম আমি। কিন্তু তুমি খোঁচাতে পারো ভেবে প্যারিসের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। ঠিক পরিচয় দিয়েছে। নিয়ম মতই উপস্থিতি রিপোর্ট করতে এসেছিল আমার কাছে, কিন্তু মায়ামিতে আসার কারণটা পরিষ্কার জানায়নি। মায়ামি বীচ-এ, হোটেল অ্যাডামস ইন-এ উঠেছে। কেন এসেছে জানতে পারলে আমাকে জানিয়ো।' ইতস্তত করল পুলিস চীফ, তারপর বলল, 'যদি যাও, খালি হাতে যেয়ো না।'

'মানে?'

'হয়তো ভুল হচ্ছে আমার,' ধীরে ধীরে বলল মরিস ওয়েস্ট। 'কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো, মোটেও সিরিয়াস টাইপের লোক নয়। একজন পুলিস অফিসার অথচ সিরিয়াস নয়—এরচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি হতে পারে? দায়িত্বটাকে যেন সে খেলা হিসেবে ধরে নিয়েছে। এ-ধরনের লোকেরা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফেলে। জানি, সাথে অস্ত্র রাখতে অস্বস্তিবোধ করবে তুমি···।'

'বিশেষ করে মায়ামি বীচে যাবার সময়।'

'তবে আজ খালি হাতে যেয়ো না ওদিকে···।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি যখন বলছেন···।'

জাঁ পল বুভেরাঁর হাত মাত্র একটা। কোটের শূন্য আস্তিন কাঁধের কাছে পিন দিয়ে আটকানো। সে বাঁ হাত বাড়াতে, রানাও বাঁ হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। হাতটা টেনে রানাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল সে।

'আপনার কথা অনেক শুনেছি, সারভাইভারদের একজন। এবারও আপনার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।' কথার সুরে এবং বলার ভঙ্গিতে কৌতুকের ভাব রয়েছে, কিন্তু নিন্দা করছে নাকি প্রশংসা ঠিক বোঝা গেল না। 'বিশ্বাস করুন, মশিয়েঁ, ঘটনাটা শোনার সাথে সাথে আমার হার্ট লাফিয়ে উঠেছিল। বলুন কি দেব—স্কচ, কনিয়্যাক আছে—অন্য কিছু হলে হোটেলের বার থেকে অর্ডার দেব।'

'কনিয়্যাক।'

একটা হলেও, দ্রুত ও সাবলীলভাবে হাতটাকে ব্যবহার করতে পারে জাঁ পল বুভেরাঁ। চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করল রানা। বয়স হবে পঞ্চাশ কি বাহান্ন, তীক্ষ্ণ শিল্পীসুলভ চেহারা, সরু গোঁফের ডগায় মোম লাগানো। স্যুটটা খুব কড়া ইস্ত্রি করা, জ্যাকেটের বোতাম-ঘরে নকশা। পায়ে ছুঁচালো ডগা জুতো, কাপড় থেকে হালকা মিষ্টি সেন্টের গন্ধ ছড়াচ্ছে। রানার হাতে আধ গ্লাস তরল সোনা ধরিয়ে দিয়ে হাসল, সকৌতুকে কথা বলে চলেছে।

'বোঝাই যায়, ক্যামেরার আইডিয়াটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে। ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া, অলসো ডেফিনিটলি পারভারটেড। এমন একজন আততায়ীকে পাঠাতে পারত যে অন্ধকার গলিতে অপেক্ষা করবে, আপনাকে দেখামাত্র গুলি করে ফেলে দেবে ফুটপাথের ওপর, তারপর এগিয়ে এসে মাথায় গুলি করবে। কিন্তু না, ব্যাডম্যান সব কাজই নিজস্ব স্টাইলে করতে পছন্দ করে। তার চাতুরী আর বিকৃতি দেখে লোকজনকে বিস্মিত হবার একটা সুযোগ দিতে চায় সে। দেখুন কি ধুরন্ধর লোক, আজ বিকেলের ব্যর্থতাও তার জন্যে এক ধরনের সাফল্য বয়ে এনেছে। লোকে ভাববে, আপনি শুধু ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন। আমার নিজেরও তাই ধারণা। ভাল কথা, মশিয়েঁ মাসুদ রানা—আপনি তাকে একহাত দেখে নিতে চান, তাই নয় কি?'

'মি. ওয়েস্ট বললেন, আপনার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।'

নিজের গ্লাসে স্কচ নিয়েছে পল বুভেরাঁ, লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'চমৎকার একটা আইডিয়া আছে মাথায়। আচ্ছা বলুন তো, আজ কেন

হামলাটা করা হলো—আজ থেকে এক হপ্তা পর বা এক মাস পর কেন করা হলো না? তার হাতে জরুরী একটা অপারেশন রয়েছে, মায়ামির ভেতর দিয়ে কিছু চালান দিতে হবে। চুরমার খুলি নিয়ে আপনি মর্গে থাকলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারত সে।'

'কি ধরনের অপারেশন?'

'সোনা। গোল্ড স্মাগলিং। আর যেহেতু পাত্র ব্র্যাডম্যান, ব্যাপারটা জটিল আর অভূতপূর্ব হতে বাধ্য। বেআইনী সোনা চালান সম্পর্কে কতটুকু কি জানেন আপনি, মশিয়েঁ মাসুদ রানা?'

'তেমন কিছু না।'

'এ-ব্যাপারে আমাকে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ বলতে পারেন। আরেকজন বিশেষজ্ঞ ব্র্যাডম্যান। আমি অবশ্য ব্র্যাডম্যান সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ। সোনা এবং ব্র্যাডম্যান, দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটার সাথে আরেকটাকে আলাদা করা যাবে না। বেআইনী সোনা নিয়ে অবৈধ যত ব্যবসা গত পাঁচ বছরে করা হয়েছে সারা দুনিয়ায় তার তিন ভাগের এক ভাগ করেছে আমার এই প্রিয় সাবজেক্ট। টাকার মুখ ঘুরে গেছে, বুঝলেন মশিয়েঁ, নদীর স্রোতের মত পাচ্ছে আর পাচ্ছে।'

সিগারেট ধরাল রানা। পল বুভেরা নিজেই বক বক করে চলেছে, কোন প্রশ্ন করার দরকার হচ্ছে না।

আরও একবার স্কচের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল ফরাসী পুলিস অফিসার। 'সোনা আর টাকার কথা তুলে বিপদেই পড়লাম দেখছি, বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। আমার লেকচার শেষ হলে, মশিয়েঁ মাসুদ রানা, আপনি সম্ভবত আমাকে রাতের মায়ামি বীচ দেখতে সাহায্য করবেন। সভ্যতার মান বুঝতে হলে একটা শহরের স্ট্রিপটীজ দেখতে হবে, আমার একটা ধারণা আর কি। জানি সমাজবিদরা ভিন্ন কথা বলবে। কিন্তু আপনি কি বলবেন আমার জানা নেই। ডিনার পর্ব সমাধা করেছেন, নাকি?'

'দেরি আছে।'

'তাহলে সম্ভবত আমার সাথে ডিনার খাবেন আপনি। তার আগে, যদি আপত্তি না থাকে, একটু কেভিয়ার খেতে পারি আমরা।'

'পরে দেখা যাবে।'

'তাহলে কাজের কথা হোক আগে।' আঙুল দিয়ে গোঁফের কিনারা মোচড়াল সে। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ পাবলিক চাইলেই সোনা কিনতে পারবে না। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে, এই ধরুন সুইজারল্যান্ডে, ওখানে ব্যাংক ব্যালেন্স গোপন রাখা সম্ভব—আপনার কাছে যদি নগদ নব্বুই হাজার ডলার থাকে, আপনি চারশো আউন্সের একটা সোনার বার কিনতে পারবেন। এই বারটা এশিয়ার কোন কোন দেশে, ধরুন আপনার দেশেই, এক লাখ আশি হাজার ডলারে বিক্রি করা সম্ভব। শুধু জায়গা বদল হওয়ার কারণে সোনার দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তাই দুঃসাহসী ব্যবসায়ীরা লোভটা সামলাতে পারে না। এশিয়ায়, আপনাদের দেশে, যৌতুক প্রথা চালু রয়েছে, ওখানে কারেন্সি খুব দুর্বল; অফিসারদের অনেককেই কেনা যায়—কাজেই অবৈধ সোনার ব্যবসা সব সময় তুঙ্গে উঠে

আছে।'

উঠে গিয়ে দু'প্লেট কেভিয়ার আর মচমচে বিস্কিট নিয়ে এল পল বুভেরাঁ।

'এবার, রুট প্রসঙ্গ। সাধারণ রুট হলো ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যায় লোহিত সাগরের তীরে প্রাচীন জেলে পাড়াগুলোয়, গালফ অভ ইডেনে, পারস্য উপকূলে—এই যাওয়াটা সম্পূর্ণ বৈধ। পারস্য উপসাগরের শেখেরা বছরে শত শত টন সোনা আমদানী করে, আইনের ভেতর থেকেই। গোটা মধ্যপ্রাচ্য আমদানী করে আরও পাঁচশো গুণ, ধরে নিতে পারি। যত টাকাই ওদের থাকুক, কেউ যদি বলে ওরা সোনা খায়, আমি বিশ্বাস করব না—সোনা বলে কথা, গলায় আটকে যাবে যে! তাহলে অত সোনা করে কি? যদি কখনও যান তো দেখতে পাবেন পারস্য উপসাগরের তীরে জেলে পাড়াগুলোয় অনেক মটর লাগানো লঞ্চ রয়েছে, রাতের অন্ধকারে ওগুলোর খোলে সোনা ভরা হয়, লঞ্চ রওনা হয়ে যায় এশিয়া উপকূলের দিকে। ওখানে পৌঁছে অল্প পানিতে ফেলে দেয়া হয় বারগুলো, ব্যবসায়ীরা পরে উদ্ধার করে নেয়। পানির মত সহজ। ভারি লাভজনক। এই যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে গেল টনকে টন সোনা, এই কাজে ব্র্যাডম্যানের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুনেছি, তার নাকি পুঁজি খাটে। ট্রেজারির লোকেরা তার বেশি কিছু বলতে পারেনি বা বলেনি।'

'ইন্টারপোলে আমরা কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে ভোগ করি, চাইলে যে-কোন লোক সম্পর্কে সম্ভাব্য সব জানতে পারি। ব্র্যাডম্যানের সবচেয়ে বড় না হলেও, একটা পরিচয় হলো—সে একজন ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাংকার। তবে বৈধের চেয়ে অবৈধ ব্যবসাতেই তার আগ্রহ বেশি। ভুলেও ভাববেন না লোকটা টাকার ভুখা। এই একটা জিনিসেরই কোন অভাব নেই তার।'

'আপনি তার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কি জানেন বলুন,' অনুরোধ করল রানা।

'হা-হা, ওখানেই তো মজা। ব্র্যাডম্যানের কোন অর্গানাইজেশনই নেই, বিলিভ ইট অর নট। এমনকি তার কোন অফিস পর্যন্ত নেই কোথাও। সেজন্যেই তো পুলিস হালে পানি পাচ্ছে না। গত দু'বছর ধরে ব্র্যাডম্যানের পিছনে লেগে থাকা ছাড়া অন্য কোন কাজ করিনি আমি। কারও যদি তার বিরুদ্ধে কিছু করার থাকে তো বড়জোর ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করা, খরচ বাড়িয়ে দেয়া, শিষ্যদের হয়রানি করা। তাকে ধরে কয়েদ করবেন, সে আশা বাদ দেয়াই ভাল। কত অভিযোগই তো তোলা হলো, আজ পর্যন্ত না তার টিকিটির সন্ধান পাওয়া গেছে, না তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা গেছে। ইন্টারপোলে আমরা তাকে গ্রেফতার করার আশা ছেড়ে দিয়েছি। তবে ইদানীং জানা গেছে, লন্ডনের প্রাসাদতুল্য মেফেয়ার হাউসে থাকে সে। তবে তাকে ছুঁতে যাওয়া নেহাতই বোকামি হবে।'

'আপনি কি সত্যিই তাকে ছুঁতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা। সৌখিন লোকটার প্রতি বিরক্ত বোধ করছে ও।

'চাই না মানে, অবশ্যই চাই! কিন্তু ওই যে বললাম, তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মশিয়েঁ, লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবু তাকে

জেলে ঢুকতে দেখলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করুন, কিভাবে এই সোনা চোরাচালানের সাথে তাকে আপনি জড়াবেন? আরব উপকূলের প্রতিটি ফিশিংবোট সার্চ করা সম্ভব নয়। করাচীতে একজন ব্যবসায়ী সোনা সহ ধরা পড়ল, তার সাথে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের সম্পর্ক আপনি দেখাবেন কিভাবে?'

'স্যার ডোনাল্ড?'

'সম্প্রতি তাকে নাইট খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। আরে, বুঝতে পারছেন না কেন, অভিজাতদেরই তো একজন সে। এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাতদের কথা এসে যায়। শেখ আর আমিররা সোনার ব্যবসা থেকে মোটা টাকা কামাচ্ছে। কাজেই তাদের সাথেও আমাদের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হিরোর গোপন আঁতাত রয়েছে। কিন্তু স্যার ডোনাল্ডের ব্যাংক ব্যালেন্স সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি প্রশ্ন করে সুইস ব্যাংকগুলো থেকে কোন উত্তর পাইনি।'

'মায়ামির সাথে এ-সবের সম্পর্ক কি?'

'বলছি, তার আগে আরেকটু কেভিয়ার নিন,' বলে দু'জনের গ্লাস আর প্লেট ভরল পল বুভেরাঁ, 'খান, খান। খুব ভাল কেভিয়ার। আমার ধারণা, লন্ডনে স্যার ব্র্যাডম্যানকে আপনি ছুঁতে পারবেন না। সে চতুর ব্যবসায়ী, প্রতিভাবান সাইকোলজিস্ট, অবিশ্বাস্য ভাগ্যবান। আইনের বাইরে না গিয়েও ব্যবসা করে বিস্তর টাকা কামাবার যোগ্যতা তার আছে। তাহলে বেআইনী ব্যবসা সে করে কেন?'

'আপনিই বলুন।'

'বিপদ তার কাছে ড্রাগসের মত, লোকটা রোমাঞ্চের কাঙাল। পাট আমদানী করলেন, রফতানী করলেন সুঁই—একঘেয়ে। ছ'টাকা সুদে টাকা ধার করলেন, আরেকজনকে ধার দিলেন সাড়ে ছ'টাকা সুদে—একঘেয়ে। স্টার্লিং কিনলেন দুই ডলার আটত্রিশ সেন্টে, ফ্রাঙ্কের সাথে বিনিময় করলেন, তারপর লিরা-র সাথে, সবশেষে আমার স্টার্লিং কিনলেন দুই ডলার উনত্রিশ সেন্টে—সহজ, একঘেয়ে। তার বদলে আরবী লঞ্চের ফলস্ বটমে ভরে এশিয়া উপকূলে সোনা পাঠানো অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, এবং বিপজ্জনক।'

'মায়ামি,' কঠিন সুরে স্মরণ করিয়ে দিল রানা, কেভিয়ার খাওয়া বন্ধ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

ঢক ঢক করে স্কচ খেল পল বুভেরাঁ। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্টেডিয়ামে সশরীরে উপস্থিত ছিল সে। সম্ভবত পশ্চিম গ্যালারিতেই।'

মুখের কাছে গ্লাস তুলেও নামিয়ে নিল রানা। 'কেন মনে হচ্ছে কথাটা?'

'এতদিনে যেন তাকে আমি চিনতে পারছি। তার জীবনী লেখার মত জ্ঞান এখনও হয়তো হয়নি আমার, তবে যে-কোন ঘটনা, ছোট হোক আর বড়, কোথাও ঘটলেই আমি তা টুকে রাখি ফাইলে। কিছুদিন পর, টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো একটা আকৃতি পেতে শুরু করে, একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে।'

'ওটা একবার দেখতে পারি?'

'ডোশিয়েটা? কেন দেখতে পারবেন না? লোককে দেখাব বলেই তো সাথে করে এনেছি। হোটেলের সেফে আছে। স্ট্রিপটীজ দেখে ফেরার পর দেব, কেমন?'

'মায়ামি।'

'ঠিক এই মুহূর্তে সোনার বাজারে চলছে মহা বিশৃঙ্খলা। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে উঠে যাওয়ায় রুটটাকে নিরাপদ বলে মনে করা হচ্ছে না। মাস তিনেক আগে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছে ব্যাডম্যান, ঝড়ের মধ্যে পড়ে তার একটা লঞ্চ ডুবে গেছে সাগরে। শোনা কথা, তিন টনের মত সোনা ছিল লঞ্চে। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের যৌতুকপ্রিয় লোকজন হায় হায় করছে, কারণ সরবরাহ কমে যাওয়ায় অনেক বেড়ে গেছে সোনার দাম। আরও ঘটনা ঘটেছে—মার্কিন এয়ারপোর্টগুলোয় লাগাতার সোনা চুরি হয়েছে…।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'ওগুলোয় ব্যাডম্যানের হাত ছিল?'

'আমরা তা মনে করি না। তবে ঘটনাগুলো ঘটেছে। চুরি যাওয়া সোনার বার, ধরুন দাম হবে পঁয়তাল্লিশ কোটি ডলারের কিছু বেশি বা কম। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, ব্যাডম্যানের প্রতিনিধিরা ওই সোনা প্রতিটি বার পঞ্চাশ হাজার ডলারে কিনছে। ইন্ডিয়ায় ওটা বিক্রি করা যেতে পারে এক লাখ আশি হাজার ডলারে। বলার দরকার করে না, মোটা অঙ্কের লাভ। বাধা একটাই, সোনাগুলো জায়গামত নিয়ে যাওয়া। সে ব্যবস্থা অবশ্যই করেছে ব্যাডম্যান। ইন্টারপোলের ধারণা, তার কেনা প্রায় তিন টন চোরাই সোনা এই মুহূর্তে এই শহরেই রয়েছে।'

এক চামচ কেভিয়ার মুখে দিয়ে এক ঢোক কনিয়্যাক খেল রানা।

'সেপ্টেম্বর মাস,' চেহারায় উত্তেজনা আর নাটকীয় ভাব ফুটিয়ে বলল পল বুভেরাঁ, 'একটা ডামি করপোরেশনের এজেন্টদের মাধ্যমে ব্যাডম্যান কিনেছে—কি কিনেছে জানেন—মায়ামির একটা ট্রাভেল এজেন্সি, ফরচুন ট্রাভেল। নিখুঁত একটা কাভার, দুনিয়ার সব বড় বড় শহরে প্রতিনিধি আর অফিস আছে। ফরচুন ট্রাভেল দক্ষিণ আমেরিকায় একটা জেট ট্যুরের ব্যবস্থা করেছে, মায়ামি ইন্টারন্যাশনাল থেকে কাল সকাল আটটায় রওনা হবে ডিসি-এইট ফ্যান জেট, এবং আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, ওই প্লেনে ব্যাডম্যানের সদ্য কেনা সোনা থাকবে।'

'পঁয়তাল্লিশ কোটি ডলার, সে তো অনেক সোনা!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা।

'প্লেনে সব সোনা থাকবে তা কি বলেছি আমি? আবার থাকতেও পারে, ডিসি-এইটের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ট্রাভেল এজেন্সির লোকজন কাস্টমস চেকিঙের ঝামেলা সামলাবে, শোনা যায় ওদের সাথে নাকি অফিসারদের চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক। তাছাড়া, মালিকানা আছে এমন সুটকেসের সাথে ডামি সুটকেস মিশিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'খবরটা কি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে পাওয়া?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ-ধরনের ক্ষেত্রে যতটা বিশ্বস্ত হতে পারে।'

'তাহলে মায়ামি পুলিসকে ব্যাপারটা জানাচ্ছেন না কেন?'

'আপনি সৎ, নাকি উচ্চাভিলাষী নন, ঠিক বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত দেখাল

পল বুভেরাঁকে। 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যে-লোক উচ্চাভিলাষী নয় সে নির্ঘাত বোকা। এটা একটা মওকা, বুঝতে পারছেন না?'

'একটু বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়,' বিনয়ের অবতার সাজল রানা।

'মাঝপথে ডিসি-এইট অনেক জায়গায় থামবে; এবং কোন এক জায়গায় ঘটবে ঘটনাটা। আমার ধারণা ব্রাজিলই হচ্ছে সেই জায়গা। এশিয়ানদের মত ওখানকার অফিসাররাও গরীব, টাকা-পয়সা গিলে খাবার জন্যে সব সময় হাঁ করে আছে। ওখানেই প্লেন থেকে নামিয়ে কোন জাহাজ বা ইয়টে তোলা হবে সোনা।' দু'চামচ কেভিয়ার মুখে দিয়ে চিবাতে লাগল পল বুভেরাঁ। 'সোজা এশিয়ার পথে রওনা হয়ে যাবে। আপনি চাইলে আপনাকে আমি ওই ট্যুরিস্ট গ্রুপের সাথে প্লেনে তুলে দিতে পারি।'

'তারপর?'

'চোখ খোলা রেখে কমনসেন্স যা বলে তাই করে যাবেন।'

ভুরু কুঁচকে রানা বলল, 'আরও অনেক কিছু জানতে হবে আমাকে।'

'সবই বলব আপনাকে, কিন্তু জানি খুব কম। বুঝতে চেয়েছিলেন, মনে আছে? নিন, বুঝুন। সোনার চালানটা আমরা, আমি আর আপনি, আটক করতে পারি। আপনার সাহায্য ছাড়া ইন্টারপোলও কাজটা করতে পারে। কিন্তু ইন্টারপোল মাঠে নামলে আমার আলাদা কোন লাভ নেই।'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল রানার। 'আলাদা কি লাভ চান আপনি?'

'সেটা শুধু টাকা নয়, আর টাকাটা অবৈধও নয়। সবটা আগে শুনুন, মশিয়েঁ। লাভ আসলে দু'ধরনের, আমরা দু'জন ভাগ করে নিতে পারি। ব্যাডম্যান সম্পর্কে যতটুকু জানি আমি তা মনে রেখে আন্দাজ করতে পারছি, সোনা ট্র্যান্সফার হবার সময় সশরীরে উপস্থিত থাকবে সে। মওকাটা কি সুন্দর, ভেবে দেখুন! আপনি আর আমি তাকে হাতেনাতে ধরতে পারব। দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হব আমরা। এবার দ্বিতীয় লাভের কথা বলি।' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল পল বুভেরাঁ।

'আমাদের ইনফরমার আটক সোনা থেকে তিন পার্সেন্ট দাবি করছে। মার্কিন ট্রেজারি বলছে, যে-কোন অবৈধ সোনা উদ্ধার করে দিতে পারলে দশ পার্সেন্ট পুরস্কার দেয়া হবে। বাকি সাত পার্সেন্ট, আপনি আর আমি ভাগাভাগি করে নিতে পারি। কিন্তু ইন্টারপোলের তরফ থেকে কাজটা যদি করি, কপালে বছর শেষে অতিরিক্ত একটা বোনাস ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। সাত পার্সেন্ট থেকে আপনি যদি আড়াই পার্সেন্ট দাবি করেন, আমি হয়তো দর কষাকষি করে দু'পার্সেন্ট দিতে রাজি হব। দু'পার্সেন্টও মেলা টাকা।'

রাগ চেপে রানা বলল, 'কিন্তু আমি যদি পুরো সাত পার্সেন্টই চাই?'

'আপনি পল বুভেরাঁ নন, কাজেই তা চাইবেন না,' লোকটা সরু সরু দাঁত বের করে হাসল। 'আমি উচ্চাভিলাষী এবং খরুচে লোক। কিন্তু আপনি ভদ্র। ভাগটা বড় কথা নয়, সে একটা হবেই'খন। বড় কথা হলো, নীতিগতভাবে আমরা একমত কিনা?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে রানা জানতে চাইল, 'প্লেনে আপনার লোক থাকবে?'

'অত্যন্ত যোগ্য একটা মেয়ে—স-ব দিক থেকে,' বলে চোখ টিপল পল বুভেরাঁ। 'রিয়েল ডিশ, আমাদের এই হিলডা বেকার। পশ্চিম জার্মানীর মহিলা পুলিস, ইন্টারপোলের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। শুধু যে সেক্সি তাই নয়, পিস্তলেও হাত খুব ভাল। এবং তার সম্পর্কে শত্রুপক্ষ কিছু জানে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি?'

'মাত্র কাল সকালে গোটা ব্যাপারটা অবয়ব পেয়েছে, ভাগ্য গুণে কালই লিসবন থেকে এখানে এসেছে হিলডা—অন্য এক কাজে,' বলল পল বুভেরাঁ, তারপরই অবাক করে দিল রানাকে, 'এই নিন আপনার পাসপোর্ট।' দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা আমেরিকান পাসপোর্ট রাখল সে। 'ওটায় ফটো নেই, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। অনেক টিকেট এখনও বিক্রি করা যায়নি, কাজেই প্লেনে জায়গা পাওয়াটাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। এখন শুধু হিলডাকে ডেকে আনিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করা উচিত, আপনার কাভার স্টোরি তৈরি করা দরকার। এই মুহূর্তে বিমানবন্দরে রয়েছে সে, লাগেজ হ্যান্ডলিং করার সিস্টেমটা বুঝতে গেছে।' শেষ চুমুক দিয়ে হুইস্কির গ্লাসটা রেখে দিল সে, পনেরো মিনিটে চার আউন্স গিলে ফেলেছে।

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। পল বুভেরাঁ যা যা বলেছে সব একবার স্মরণ করল।

'আপনার সম্পর্কে সব জানি, এ-দাবি আমি করি না, মশিয়েঁ মাসুদ রানা,' আবার তার মুখে খই ফুটতে শুরু করল। 'যতটুকু জানি ব্র্যাডম্যানের ডোশিয়ে থেকে। বেশ কিছু দিন থেকে ভাবছিলাম, ব্র্যাডম্যান আমাদের দু'জনের কমন শত্রু, তাকে আমরা দু'জন একসাথে কাবু করার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। দেখুন কি ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত দু'জনের দেখা হয়েই গেল।'

মনের ভেতরে খুব শক্তিশালী সংকেত পাচ্ছে রানা। পল বুভেরাঁর গল্পে মারাত্মক গোলমাল আছে। ফরাসী পুলিস অফিসার হাসছে বটে, ভাব-ভঙ্গিতে কৌতুকের ভাবও আছে, কিন্তু সে যে ভীষণ উদ্বিগ্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিসের ভয় তার, কিসের উদ্বেগ?

'কেন মনে হচ্ছে আপনার, ব্র্যাডম্যান উপস্থিত থাকবে?'

'তাকে আমি দু'বছর ধরে স্টাডি করছি।' গপ গপ করে কেভিয়ার খাচ্ছিল পল বুভেরাঁ, মুখ তুলে তাকাল। 'তার কাজের ধারা আমি বুঝি। লোকটার প্রকৃতি হলো, উত্তেজক একটা কাজে এক লাখ ডলার হারাতেও রাজি আছে, একঘেয়ে কাজে দশ লাখ জিততে উৎসাহী নয়। তার ধরন হলো, যে-কোন একটা কাজে অনেকগুলো চমকপ্রদ চাতুরীর আশ্রয় নেয়া।' হাত বাড়িয়ে বোতল তুলল সে, গ্লাসে হুইস্কি ঢালল আবার। 'নিজের সম্পর্কে সে যতটুকু জানে আমি তারচেয়ে বেশি জানি।'

হঠাৎ করেই তার চেহারা ম্লান হয়ে গেল, এমনভাবে হাত রাখল কপালে যেন অসুস্থ বোধ করছে।

'আমি ধরে নিয়েছি, আপনি যাচ্ছেন।'

'না,' বলল রানা। 'আর কাউকে দেখুন।'

হাঁ হয়ে গেল পল বুভেরাঁর মুখ। 'আপনি তাকে আগে খুন করতে না পারলে সে আপনাকে খুন করবে। এরকম সুযোগ জীবনে আর পাবেন না, মশিয়েঁ মাসুদ রানা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'বুঝলাম না। আজ বিকেলে আপনি ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন।'

'ঠিক তা নয়,' বলল রানা। 'মায়ামি স্টেডিয়ামে কোথায় কি আছে আমার জানা ছিল, আততায়ীদের ছিল না। তাছাড়া, ওটা যে সাধারণ ক্যামেরা নয়, এক সেকেন্ড আগে হলেও লক্ষ করেছিলাম আমি।'

'কিন্তু খুন হয়ে যেতে পারতেন, তাই না?' ছটফট করে উঠল পল বুভেরাঁ। 'লোকটা আপনার প্রাণের শত্রু, কাবু করার এমন সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেবেন কেন?'

'আমি তো কোন সুযোগই দেখছি না,' বলল রানা। 'দক্ষিণ আমেরিকায় সোনার জন্যে ব্যাডম্যান অপেক্ষা করবে, আমার তা মনে হলো না। তার উপস্থিতিই বরং জটিলতা সৃষ্টি করবে। আপনার সাথে একটা ব্যাপারে একমত আমি, আমি প্লেনে থাকব জানলে সে-ও প্লেনে থাকতে চাইতে পারে। স্মাগলার ব্যাডম্যানকে ধরার জন্যে আপনি আমাকে প্লেনে দেখতে চাইছেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসলে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চান।'

'তা তো বটেই,' কোন দ্বিধা ছাড়াই স্বীকার করল পল বুভেরাঁ।

'নিউ ইয়র্কে আমি যে শুধু তার আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছিলাম তাই নয়,' বলল রানা, 'তার প্রেমিকা নিভিয়া পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। ওরা একসাথে বসবাস করছিল, ব্যাডম্যান সত্যি-সত্যি তাকে ভালবাসত। ডোশিয়ে পড়া থাকলে এ-সবই আপনি জানেন। নিভিয়ার মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী বলে ভাবে সে। স্বভাবতই প্রতিশোধ নিতে চায়, এবং আপনি তাকে সুযোগটা করে দিতে চান। দলবল নিয়ে থাকবেন, অপেক্ষা করবেন কখন ব্যাডম্যানের পিস্তল খালি হয়। তারপর তাকে খুনের অপরাধে গ্রেফতার করবেন। ইন্টারপোলের সবাই হাততালি দেবে।'

'আগেও কি আপনি নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেননি...?'

'অবশ্যই, অবশ্যই—তবে ফিফটি ফিফটি চান্স থাকলে, তবে। তাছাড়া, আপনাকে আমার ঠিক পছন্দ হয়নি, এই পেশায় আপনার মত লোক বেশি দিন টেকে না।'

রানার কথা গায়ে মাখল না পল বুভেরাঁ। 'আমার ধারণা ছিল প্রস্তাবটা আপনি লুফে নেবেন। সম্ভবত হিলডা...'

'কথাটা ঠিক, আমার সম্পর্কে ভাল জানা নেই আপনার। আমি নারী সঙ্গ পছন্দ করি, কিন্তু ওদের কথায় নাচি না।'

জিভের ডগা বের করে ঠোঁট চাটল পল বুভেরাঁ। তারপর হঠাৎ অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল তার চেহারায়। মুখের সমস্ত রেখা আর ভাঁজ সমান হতে হতে

প্রায় মিলিয়ে গেল, নিষ্প্রভ হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

'বেশ,' বলল সে, হেলান দিল চেয়ারে। 'বুঝলাম আপনি উচ্চাভিলাষী নন। কিন্তু পল বুভেরাঁ টাকার ভুখা। টাকা দিয়ে আমি আমার একটা হাতের অভাব ভুলতে আর পূরণ করতে চাই। টাকা দিয়ে আমি মেয়েমানুষ ভোগ করি···।' টেবিল থেকে গ্লাস তুলল সে, কিন্তু মুখের কাছে তোলার আগেই হাত থেকে ফেলে দিল সেটা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল শরীরটা, ঢলে পড়ল টেবিলের ওপর, ঠকাস করে টেবিলের কিনারায় ঠুকে গেল মাথা।

আশ্চর্য, রানার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল ও, টেবিল ঘুরে পল বুভেরাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে ধরে চেয়ারে সিধে করে বসাল ও। বিস্ফারিত হয়ে আছে পল বুভেরাঁর চোখ জোড়া, মাত্র একটা চোখের পাতা বন্ধ করে দিল রানা। তারপর টেবিলে কাত হয়ে পড়া গ্লাসটা খাড়া করল, ভেতরে তখনও কিছুটা হুইস্কি রয়েছে। তাতে আঙুল ভিজিয়ে, আঙুলটা জিভে ঠেকাল। গন্ধ এবং স্বাদ সাধারণ হুইস্কির মতই।

ফরাসী পুলিস অফিসারের কোটের পকেটে হাত ভরল রানা। মানিব্যাগে কয়েকশো ডলার রয়েছে। রয়েছে অশ্লীল একটা ফটোগ্রাফ—দু'জন লোকের সাথে উলঙ্গ একটা মেয়ে। ওই মানিব্যাগের ভেতরই পাওয়া গেল তিন প্যাকেট কনট্রাসেপটিভ।

কামরাটা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। চোখের পিছনে কুয়াশা জমা হচ্ছে। বুঝতে পারল, খুব বেশি সময় পাবে না। ওয়েস্ট বাস্কেটে একটা অ্যাশট্রে খালি করা হয়েছে, সিগারেটের কয়েকটা অবশিষ্টাংশে লিপস্টিকের দাগ। এ-সবের যদি কিছু তাৎপর্য থাকে, বেঁচে থাকলে পরে হয়তো জানতে পারবে ও।

ওর মনে হলো দরজাটা আরেক মেরুতে। দু'হাত দূরে ফোন, নাগালের মধ্যে পেতে যেন কয়েক যুগ পেরিয়ে গেল। কিন্তু রিসিভার তোলার পর ভুলে গেল কেন দরকার হয়েছিল ওটা। উপলব্ধি করল, অকারণ একটা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে যেন কোন কিছুর কোন গুরুত্ব নেই, কিছুই আর জরুরী নয়। রিসিভারটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিল ও। ঘরের আলো কোমল হয়ে এল।

বিছানায় যাবার আগেই ঘুম এসে গেল রানার।

তিন

লম্বা হয়ে পড়ে আছে রানা, মুখ ঠেকে রয়েছে কার্পেটে। অনেকটা সময় বয়ে গেছে, তবে ওর কোন ধারণা নেই। এক সময় স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ওকে ঘিরে চক্কর দিল আলোর মিছিল। হোঁচট খেতে খেতে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পল বুভেরাঁ, বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার একটা মেয়েমানুষ চাই।' কলিংবেলের আওয়াজ শুনল রানা। দরজা খোলার শব্দ হলো। আবার কথা বলল পল বুভেরাঁ, 'বাহ্, ভারি

সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

পরে রানার মনে হয়েছে, কেউ ওর কাপড়চোপড় ধরে টানাটানি করছিল। অশ্লীল, ঘৃণ্য শব্দ পেয়েছিল, ঝগড়াটে কণ্ঠস্বর। চেঁচামেচি বন্ধ করার জন্যে কিছু একটা করা দরকার বলে মনে হলেও কিছুই করতে পারেনি ও, কার্পেটে যেন আঠা লাগানো ছিল, নড়তে পারেনি।

তারপর আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল।

কতক্ষণ পর জানে না, আলোর মিছিল ফিরে এল। আবার কেউ তাকে ধরে নাড়া দিল। জোর করে চোখ মেলল রানা। ঝাপসা একটা মূর্তি, ঠিক চিনতে পারল না। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বিড়বিড় করছে, হাত বুলাচ্ছে মাথায়, গলায়, বুকে।

'গা ঝাড়া দিন, সার, তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়ান। দুব্বল মানুষ, আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সার, ও সার,—সার গো!'

খোলা চোখে দৃষ্টি ফিরে আসছে, গিলটি মিয়াকে চিনতে পারল রানা। কিন্তু আপনা থেকেই আবার বন্ধ হয়ে গেল চোখ।

গিলটি মিয়ার চেহারা থেকে উদ্বেগ আর অস্থিরতা নিমেষে মিলিয়ে গেল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভদ্রোচিত দূরত্বে সরে গেল সে, একটু গম্ভীর গলায় বলল, 'যদি ভুলে যাই, ঢাকায় গিয়ে মনে করিয়ে দেবেন, সার—মীরপুর মাজার, দশ টাকা!'

মানত-টানতে বিশ্বাস নেই রানার, তবু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলো ও—মাত্র দশ টাকা!

'ঠোলা বাবাজিরা এসে পড়বে,—তাড়াতাড়ি উঠুন দেকি। একহাতে আমি আপনার কোন উব্‌গারে আসচি না।'

চোখ মেলল রানা, গিলটি মিয়ার ডান হাত আঙুল থেকে কব্জি পর্যন্ত ব্যান্ডেজে ঢাকা। চোখে দৃষ্টি ফিরে এলেও, মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না রানার, নড়াচড়ার শক্তিও পাচ্ছে না। একটু পর গ্লাসে করে খানিকটা কনিয়্যাক নিয়ে এল গিলটি মিয়া। গ্লাসটার দিকে ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আপন মনে মাথা নাড়ল সে, টেবিলের ওপর রেখে দিল গ্লাসটা। বিড়বিড় করে বলল, 'উঁহুঁ, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' বেসিন থেকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে এসে রানার চোখে-মুখে ছিটাল সে।

নড়তে গেলেই রানার মাথার ভেতর প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে, আগুন জ্বলে উঠছে চোখের পিছনে। তবে প্রতিটি ব্যথার ঢেউ খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে খুলির ভেতর চিন্তাশক্তিকে। গলা আর মুখের ভেতর অদ্ভুত শুকনো একটা ভাব, যেন নিউজপ্রিন্ট দিয়ে তৈরি। হাত বা পায়ের ওপর কোন দখল নেই। একটা একটা করে নাড়তে চেষ্টা করল রানা—প্রথমে একটা হাত, তারপর একটা পা।

গিলটি মিয়ার চেহারায় আবার উদ্বেগ আর অস্থিরতা দেখা দিল। 'ঘেবড়ে যাচ্চি, সার। মায়াবি বিচির কত্তাকে মনে আচে তো? একোন যদি বিচ্ছু বিল ঢুঁকে পড়ে?'

বিল, বিলসন, পল বিলসন—মায়ামি বীচের গোয়েন্দা প্রধান, তার সাথে রানার অনেকদিনের গোলমাল। সেই নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু। লোকটার কথা মনে পড়তে

গায়ে শক্তি পেল রানা, সমস্ত ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে বসতে পারল। 'দেখো তো একটু ব্রান্ডি আছে কিনা।'

'কলের পানি খান, সার। হতে পারে ওই হারাম খেয়েই···মানে ওটার সাতে বোধায় কিচু মেশানো ছিল···।' রানার মুখের সামনে এক গ্লাস পানি ধরল গিলটি মিয়া।

'ক'টা বাজে?'

'আড়াইটা, সার—রাত। কেন তাড়াতাড়ি করতে বলচি বুজতে পারচেন তো? ওদিকে একটু তাকান না!'

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল রানা। তিনটে চেয়ার উল্টে পড়ে আছে। ছিপি খোলা একটা জনি ওয়াকারের বোতল কাত হয়ে রয়েছে মেঝেতে। তারপর চোখ পড়ল জুতো পরা একজোড়া পায়ের ওপর। জাঁ পল বুভেরাঁ, এক হাতওয়ালা ফরাসী পুলিস, বিছানা আর উল্টে থাকা একটা চেয়ারের মাঝখানে চিৎ হয়ে রয়েছে। অদ্ভুতভাবে বাঁকাচোরা, মোচড়ানো ভঙ্গিতে পড়ে আছে শরীরটা। মাথার একটা দিক রক্তাক্ত। মুখ তুলে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল রানা, চোখে প্রশ্ন।

'ইন্নালিল্লাহে···'

নড়ে উঠল রানা, মনে হলো হামাগুড়ি দিতে চাইছে, আসলে দাঁড়াবার কসরৎ। বিপদের ধরন টের পেয়ে গেছে, হাত-পা এখন মস্তিষ্কের কিছু কিছু নির্দেশ শুনছে। দাঁড়াতে পারল বটে, কিন্তু পা টলছে। ব্যারেলে রক্ত মাখা একটা থারটি এইট ক্যালিবারের রিভলভার পড়ে রয়েছে লাশের মাথার কাছে। চোখ পিট পিট করে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'কেভিয়ার।'

মাথা চুলকাল গিলটি মিয়া। 'বুজিয়ে বলুন, সার।'

হোটেল কামরা দুলছে, তাড়াতাড়ি খাটের একটা স্ট্যান্ড ধরে ফেলল রানা। 'আমরা কেভিয়ার খাচ্ছিলাম। একটা ডিশে বরফের সাথে ছিল। কোথায় সেটা?'

'দেকচি।'

দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমে ঢুকল রানা, মুখ ধুলো ঠাণ্ডা পানিতে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার সময় আয়নায় তাকাল, দৃষ্টি এখনও কিছুটা ঝাপসা।

বেডরুম থেকে গিলটি মিয়া জানাল, 'খাবারদাবার কিচুই পাচ্চি না, সার। চলুন কেটে পড়া যাক···।'

'কনিয়্যাকের গ্লাসটা দাও আমাকে,' বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা।

'কিন্তু, সার···'

মাথা নাড়ল রানা, ব্যথায় চিন্ করে উঠল খুলির ভেতরটা। 'ওষুধ বা বিষ যাই থাক, খাবারে ছিল। ক'টা যেন বাজে বললে?'

'দুটো পঁইত্রিশ।'

গিলটি মিয়ার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে ব্রান্ডিটুকু এক চুমুকে শেষ করল রানা।

'দেকবেন, আবার যেন বেহুঁশ হবেন না। একোন কেমন বোদ করচেন?'

'ভাল। আন্দাজ করতে পারো কতক্ষণ হলো মরেছে লোকটা?'

উত্তর না দিয়ে গিলটি মিয়া বলল, 'আপনার হোলস্টার যে খালি সেটা আমি

আগেই দেকে লিয়েচি। কার্পেটে ওটা তো আপনারই থারটি-এইট। এই অবস্তায় কেউ আমাদের দেকলে…।'

'গোটা ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে…।' পেটে ব্রান্ডি পড়ায় শরীরে বল পাচ্ছে রানা।

'জ্বী। সেজন্যেই তো আরো ভয় করচি। ধরা পড়লে বেকায়দা হয়ে যাবে।' নিহত লোকটার পাশে উবু হয়ে বসল গিলটি মিয়া। 'গুলি করা হয়নি, ব্যারেল দিয়ে বাড়ি মেরে খুলি ভেতরে ডেবিয়ে দেয়া হয়েচে।' চুল সরিয়ে শুকনো রক্ত আর ক্ষতটা পরীক্ষা করল সে। 'দু'ঘন্টার বেশি হবে মারা গেচে।'

'তুমি এখানে এসেছ, ক'জন জানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিস চীফ মি. ওয়েস্ট।'

'কিভাবে আসা হলো?'

'হাসপাতাল থেকে ওরা ছেড়ে দিল আমাকে, ভাবলুম দেকি তো সার কেমন আচে। কিন্তু কেউ কিচু বলতে পারে না। মি. ওয়েস্ট বললেন, ফেরেঞ্চ পুলিস অপিসারের সাতে দেকা করতে এয়েচেন হোটেল আদম ইনে। কিন্তু টেলিফোন করে সাড়া পেলুম না। পাবো কি করে, ফোনটা তো ঐ ময়লার বাস্কেটে ছিল। বারবার রিঙ করেও যখন কোন ফায়দা হলো না, ভাবলুম যাই নিজেই একবার দেকি। কিন্তু, সার, আসলে ঘটেচে কি বলুন তো?'

'দেখে মনে হচ্ছে বটে মার্ডার ফ্রেম, তবে আরও কোনও তাৎপর্য আছে। জানি না কেন, ওরা চাইছে আমি যেন দক্ষিণ আমেরিকা ট্যুর করতে যাই।'

'ওরা কারা, সার?'

'এখনও জানি না। একটু চিন্তা করতে দাও, লোকটা কি বলেছিল মনে করি।'

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে হাত কচলাতে শুরু করল গিলটি মিয়া।

কনিয়্যাকের গ্লাসে চুমুক দিল রানা, মাথা খাটাবার চেষ্টা করছে। এখনও হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে ওর চিন্তা-ভাবনা, গতিসীমার শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ তুলতে পারল। 'রিভলভার থেকে রক্ত মুছে ফেলো,' গিলটি মিয়াকে বলল ও। 'তোয়ালে ব্যবহার করবে না, ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে সাবধান।'

'জো হুকুম।' কাজে লেগে গেল গিলটি মিয়া।

টেবিলের ওপর এখনও পড়ে রয়েছে পল বুভেরাঁর তৈরি করা রানার পাসপোর্টটা, সেটা পকেটে ভরল রানা। দ্বিতীয়বার ফরাসী লোকটার মানিব্যাগ চেক করল ও, একটা জিনিস পেল যেটা প্রথমবার দেখেছে বলে মনে পড়ল না—চৌকো একটা ছোট ব্লটিং পেপার, গ্রে রঙের। জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করল ও।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া।

'তোমার কিছু কাজ আছে,' তাকে বলল রানা।

'হুকুম করুন, সার।'

'জাপানী লোকগুলো সত্যিই কি খুন করার চেষ্টা করছিল আমাকে?' ধীরে ধীরে বলল রানা।

'বলেন কি, সার! সীসার তৈরি আসল বুলেট, আমাকে রাখতে দিয়েছে ওরা!'

মুখ তুলল রানা। 'শান্ত হও। একটা জিনিস আমার চেয়ে ভাল জানো তুমি। এল.এস.ডি. বা ওই ধরনের ড্রাগস, ডিলাররা আজকাল কিভাবে রাখে? সুগার কিউবের ভেতর ভরে, তাই না?'

'সে নিয়ম বাসি হয়ে গেচে, সার। আজকাল চিনির কিউব দেকলেই সেটা ভেঙে ফেলে পুলিস। এখন ছেলেমেয়েরা তরল ড্রাগসের ফোঁটা দিয়ে নিউজপ্রিন্ট আর ব্লটিং পেপার ভিজিয়ে নেয়, তারপর শুকিয়ে…।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-ধরনের কথা আমিও শুনেছি বটে। পল বুভেরাঁর মানিব্যাগে চৌকো একটা ব্লটিং পেপার রয়েছে, জ্ঞান হারাবার আগে, প্রথমবার ওটা দেখিনি।' এরপর রানা পল বুভেরাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল গিলটি মিয়াকে। 'আমাকে ট্যুরে পাঠাবার জন্যে তার আগ্রহ দেখে আমার সন্দেহ হয়। প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান করি। এখন তাহলে ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখব বলে আশা করছে ওরা? ওরা চাইছে আমি ভাবব, বুভেরাঁ সোনা রহস্য আমার কাছে ফাঁস করে দেবে এই ভয়ে কেউ তাকে খুন করেছে? হয়তো একটা সম্ভাবনা, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সার, বোজাবুজির কাজটা নিজেদের ডেরায় ফিরে গিয়ে করলে হোত না?'

'একটা কথা তুমি ঠিক বলেছ, পল বিলসন এখানে আমাদের দেখলে খুশিতে বগল বাজাবে।'

'চলুন, সার, কেটে পড়ি,' আবার দরজার দিকে তাকাল গিলটি মিয়া।

'কিন্তু এটা যদি আমাকে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র হত, এতক্ষণে হাজির হয়ে যেত পুলিস, তাই না? তারমানে ওরা আমাকে অন্য কিছুর সাথে জড়াতে চাইছে।'

'অন্যকিছুর সাতে, সার?'

'ওরা চাইছে প্লেনটায় থাকি আমি, আমাকে দিয়ে ভাবাতে চাইছে তা না হলে খুনের কিনারা আমি করতে পারব না,' আপনমনে কথা বলে চলেছে রানা। 'ওরা ধরে নিয়েছে, আমি যাব।'

'কিন্তু আপনি যাবেন না, সার। কারণ ওদের চেয়ে এক পা এগিয়ে আচেন আপনি।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক দিল রানা। 'অবশ্যই যাব আমি। চলো দেখি কোন ফটোগ্রাফার জেগে আছে কিনা। পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো দরকার।'

লোডিং পোর্টে রানা যখন পৌছুল, তার আগেই আরোহীরা সবাই প্লেনে উঠে পড়েছে। গলায় টাই নেই, দাড়ি কামানো হয়নি, চোখে গাঢ় কাঁচের চশমা, হাতে একটা ব্রীফকেস।

রাস্তা থেকে গিলটি মিয়াকে বিদায় দেয়ার পর নিজের হোটেল রূমে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছে রানা। এখনও ধরে আছে মাথাটা, হাঁটাচলায় আড়ষ্ট একটা ভাব।

গেটে দাঁড়িয়ে থাকা স্টুয়ার্ডেস ওর নামের পাশে একটা টিক চিহ্ন দিল, কেমন

অদ্ভুত চোখে তাকাল ওর দিকে।

'জানি,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'প্রায় ভূতের মত দেখাচ্ছে। রেজার এনে থাকলে প্লেনেই দাড়ি কামাব।'

কমনীয় চেহারা মেয়েটার, ঘন কালো চুল, ফিগারটা ভারি সুন্দর, চোখে কৌতূহলের সাথে প্রত্যাশা। 'আমি রিটা গলব্রেথ। বিশেষ কোথাও বসতে চান, মি. রানা?'

রানা কিছু বলার আগে লম্বা, স্বর্ণকেশী একটা মেয়ে লাউঞ্জ থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে সামনে চলে এল। হাত দুটো ছুঁড়ে রানার গলা জড়িয়ে ধরল সে, সশব্দে চুমো খেল ঠোঁটে। গোটা ব্যাপারটা প্রথমশ্রেণীর অভিনয়, এই মেয়েকে জীবনে কখনও দেখেনি রানা। নিজের অজান্তেই মেয়েটার কোমর আর পিঠে ওর হাত উঠে এল, তালুতে মেয়েটার পেশী নড়াচড়া করছে। ওর বুকের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সেঁটে এল সে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। 'চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম, বুঝলে!' কথার সুরে ক্ষীণ জার্মান টান। নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা—হিলডা বেকার। তিরস্কারের ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলল সে, 'জানো, ডার্লিং, আর পাঁচ মিনিট পর প্লেন ছাড়বে?'

'দুঃখিত। ট্রাফিক জ্যামে পড়েছিলাম।' স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকাল রানা। 'মিস রিটা, আমরা দু'জন একসাথে বসছি।'

'অবভিয়াসলি!' হেসে উঠল স্টুয়ার্ডেস।

রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে কেবিনে ঢুকল হিলডা, ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেউ যাতে দেখতে বাদ না পড়ে। ত্রিশ জোড়া চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিজের বুকে রানার হাত চেপে রেখেছিল হিলডা, একটু লজ্জা পাবার ভান করে সেটা নামিয়ে দিল। স্টুয়ার্ডেসের পিছু পিছু চলে এল নিজেদের সীটের কাছে।

'তুমি, ডার্লিং, জানালার ধারে বসো। নিচের দিকে তাকালে আমার ভয় করবে।'

বসার পরপরই আবার রানাকে চুমো খেল হিলডা, আবেগ ও দক্ষতার সাথে। ব্যাপারটা অভিনয় হলেও রানা আবিষ্কার করল, সাড়া দিচ্ছে সে। চুমো এবং পাল্টা চুমোর পালা শেষ হবার পর রানার কানের কাছে রাঙা ঠোঁট নামিয়ে হিলডা ফিসফিস করল, 'তুমি জানো আমি কে?'

'পুলিস।' মাথা ঘোরাল রানা, প্যাসেজের ওদিকে বসা একজন নিগ্রোর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। নিগ্রো, কিন্তু গ্রীক দেবতার মত মুখের আদল। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরনে কালো ঢোলা যাজকের পোশাক, ওল্টানো কলার সহ। লোকটা ক্ষীণ একটু হাসল।

ফিসফিস করল হিলডা, 'দু'হাত দিয়ে জড়াও আমাকে। ওকে জানতে দাও আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা। এই গল্পটাই ভেবেচিন্তে বের করেছি। কয়েক হপ্তা দেখা হয়নি আমাদের।' রানার চোখ দেখার জন্যে কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে নিল মুখ। 'তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের!'

'তাহলে চুমো খাচ্ছ না কেন?'

হিলডার নাকে নাক ঘষল রানা। ওর গায়ে ঢলে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হিলডা। 'বুঝেছি, তোমার আড়ষ্ট ভাব কাটতে আরও সময় লাগবে।'

সীট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ এল, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হিলডা। শক্তিশালী জেটের গুঞ্জন শোনা গেল। সীটের হাতল শক্ত করে ধরে নাক বরাবর সোজা তাকাল সে। 'মাফ করতে হবে, নিরাপদ যাত্রার জন্যে একটু প্রার্থনা করব আমি।' যান্ত্রিক গুঞ্জন প্রতি মুহূর্তে বাড়ার সাথে প্লেন ঘুরে যাচ্ছে। তারপর মৃদু ঝাঁকির সাথে সম্মুখগতি পেল ডিসি-এইট।

মেয়েটাকে ভাল করে লক্ষ করল রানা। অস্বাভাবিক লম্বা চুল, মাঝখানে সিঁথি, একদিকের কপাল প্রায় ভুরুর কাছ থেকে ঢেকে রেখেছে। চোখের পাতায় হালকা বেগুনি রঙ। ঠোঁট, ঠোঁটের কোণ, নাক, চিবুক, সব নিখুঁত। সুন্দরভাবে কাটা লাল একটা স্যুট পরে আছে, বুকের অনেকটাই অনাবৃত। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া তামাটে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের চৌকো বিল্ডিং ওদের নিচে পিছিয়ে পড়ছে। 'আকাশে উঠে পড়েছি,' হিলডাকে জানাল ও।

চোখ মেলল হিলডা, দু'জোড়া চোখ এক হলো। নরম গলায় বলল সে, 'তিন হপ্তা আলাদা থাকা কি যে কষ্টকর!' সীট বেল্ট খুলে ফেলল। 'প্রেম-ভালবাসা পরে হবে, আগে কাজের কথা। শুনতে পাচ্ছ, নাকি আরও জোরে কথা বলব?'

'কোন রকমে পাচ্ছি।'

'তারমানে আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না। পল একটা ইয়ে, বুঝলে! নিশ্চয় কোন মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে আছে, তাই না? ওকে নিয়ে এই একটা অসুবিধে। নতুন একটা দেখলে হয়, যতই বাজুক ফোন ধরবে না।

'কাভার নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছি, শেষ পর্যন্ত সহজ গল্পটাই পছন্দ করলাম। লোকে যা জানবে তা তো জানবেই, চেপে রাখা যাবে না। কাল যে ফুটবল স্টেডিয়ামে তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, সকালের কাগজে খবরটা থাকবে। একজন ইনভেস্টিগেটরের জন্যেও ঘটনাটা আতঙ্কজনক। প্রেস ঝামেলা করবে, পুলিস তো আছেই। তুমি সিদ্ধান্ত নিলে শহর থেকে সরে যাবে। দু'হপ্তার জন্যে। একা? মাসুদ রানা? তা হয় না। কাজেই আমাকে তুমি ডাকলে, ব্যাগ গুছিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এলাম আমি।' রিনরিনে গলায় হাসল হিলডা। 'ঠিক আছে? পছন্দ হলো গল্পটা?'

'এখন আর বদলাবার সময় কোথায়।'

রানার কাঁধে মাথা রেখে, ওর একটা হাত নিজের কোলের ওপর নিয়ে এল হিলডা। 'আমার কাছে ব্যাপারটা জুয়া খেলার মত লাগছিল, তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত। যদি দেখতাম তুমি একটা ভুঁড়িওয়ালা বেঢপ প্রাণী···অ্যাই, তোমাকে একটা ফাইল দেখতে দিয়েছিল পল? একজন লোকের ডোশিয়ে?'

'বলেছিল আছে, কিন্তু দেখা হয়নি।'

'আমিও দেখিনি। অলস আর দায়িত্বহীন, বুঝলে। ওর সাথে কাজ করা বিড়ম্বনা

মাত্র।'

'লাগেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে কি জানতে পারলে তুমি?'

'হ্যাচ তিনটে। আরোহীরা এক একজন পঁচিশ পাউন্ড করে মালপত্তর নিতে পারবে, কেউ বেশি নিতে চাইলে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। প্লেনটা ভাড়া করা। যেন জানা ছিল অনেক টিকেট বিক্রি হবে না, তাই প্যাসেঞ্জার কেবিনের প্রচুর জায়গা মালপত্তর রাখার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'মালপত্তর তোলার সময় তুমি আশপাশে ছিলে?'

'ছিলাম। সাধারণ সুটকেস, ট্রাংক, ইত্যাদি। তবে সংখ্যায় অনেক। কার্গোর সাথেই প্লেনে চড়ল পাইলট আর কো-পাইলট। তিনজনের মধ্যে শুধু ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারই মায়ামির লোক। ট্যুর সহ গোটা ব্যাপারটার উদ্যোক্তা একটা দম্পতি। হ্যারি ব্রাউন আর পামেলা ব্রাউন। কার্গো, হোটেল, বাস, এ-সব স্বামীটার দায়িত্ব। কাল সন্ধ্যায় আমাকে কফি খাওয়াবার সুযোগ দেই। একটু বেশি কথা বলে, গায়ে ঢলে পড়া ভাব। স্ত্রীটিকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। মেয়েমানুষ তো, বুঝতে পারি, এই উদ্বেগের কারণ শুধু সোনা চোরাচালান নয়। যখন শুনল আমিও ট্যুরে আছি, এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি একটা দুশ্চরিত্রা কিশোরী, রিয়ো-র হোটেল কামরায় অ্যাডভেঞ্চারের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি।'

'ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এ-ব্যাপারে কতটুকু জানে, বুভেরাঁ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'আমার ধারণা জানলেও খুব কম জানে। পল তো একা কাজ করতে পছন্দ করে, বাধ্য না হলে কাউকে কিছু জানায় না। ইন্টারপোলের ওপর শ্রদ্ধা আছে তার, কিন্তু ফ্রেঞ্চ পুলিসের গৌরব বাড়াবার তালে থাকে সে।'

'তাহলে তো আরও কঠিন হয়ে গেল ব্যাপারটা,' বলল রানা। 'কারও সাহায্য বা পরামর্শ পাব না। প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলো দেখি। প্রথমে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আজ, সেন্ট আলবান্‌স্‌। ক্যারাকাস, কাল সকালে। তারপর পুব উপকূল ধরে, ব্রাজিলিয়ার দিকে। এরপর একে একে রিয়ো, স্যাও পাওলো, মন্টিভিডিয়ো। সবখানে একদিন করে থাকা। পলের ধারণা, প্লেন স্যাও পাওলো পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা, কিন্তু তার সাথে আমি একমত নই। আমার ধারণা, আরও আগে ঘটবে ঘটনাটা।'

'তোমার ধারণার পিছনে কারণ…?'

'এই অ্যারেঞ্জমেন্টের উদ্দেশ্য, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোনাটা বের করা। সেটা এরইমধ্যে সম্ভব হয়েছে। এরপর যত দেরি করা হবে ততই বিপদের মাত্রা বাড়বে।' কেবিনের সামনের দিকে তাকাল সে, চাপ দিল রানার হাতে। 'পামেলা ব্রাউন।'

দু'পাশে সারি সারি সীট, মাঝখানে প্যাসেজে ক্লিপবোর্ড আর মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। লম্বা পা, পানপাতা আকৃতির মুখ। নিজের পরিচয় দিল সে, বিপুল উৎসাহের সাথে আশা প্রকাশ করল পনেরো দিনের বেড়ানোটা ভারি উত্তেজনাকর আর আনন্দঘন হবে। এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে ওরা, আর কতক্ষণ পর সেন্ট অ্যালবানসে পৌঁছবে, তাও জানাল। সেন্ট অ্যালবানস

ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা দ্বীপ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটা অংশ ছিল। ওখানে পৌঁছে ট্যুরিস্টরা কি করবে, তারও একটা লোভনীয় ফিরিস্তি দেয়া হলো।

মেয়েটার বয়স হবে বাইশ কি তেইশ, অসহায় বা সরল একটা ভাব আছে চেহারায়। রানার মনে হলো, এ ধরনের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা বা ঠকানো খুব সহজ, সরলমনে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। অবশ্য চেহারা দেখে সব সময় ভেতরের মানুষটাকে চেনা যায় না। পনেরো দিনের জন্যে এতগুলো ট্যুরিস্টকে বিশটা দেশে বেড়িয়ে আনার আয়োজন করেছে, তারমানে ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধির তেমন অভাব নেই। অন্তত ব্যবসার দিকগুলো ভালই বোঝে বলে ধরে নিতে হয়।

ক্লিপবোর্ড চেক করল পামেলা ব্রাউন, সরু ফ্রেমের চশমা পরল চোখে, তারপর সরাসরি রানার দিকে হেঁটে এল। 'কামনা করি,' বলল সে, 'আপনার বেড়ানো আনন্দদায়ক হোক, মি. রানা।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল রানা। 'হোটেলের আয়োজন কি করা হয়েছে বলো তো? আমি আর হিলডা যদি এক কামরায় থাকি, সবার কি চোখ টাটাবে, কিংবা বিস্ময়ের ধাক্কায় জ্ঞান হারাবে কেউ?'

মিসেস ব্রাউন সরাসরি তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। 'অসম্ভব নয়। তবে আপনি কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। আপনাদের অবশ্য আলাদাভাবে বুক করা হয়েছে, তবে আপনারা চাইলে ব্যবস্থা করা যাবে...।' চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, চলে গেল।

'আমার সুনাম আর সুখ্যাতি, সতীত্ব আর ইজ্জত,' বিড়বিড় করে বলল হিলডা, 'এভাবে যদি নষ্ট হতে দিই...।'

'ও-সব যদি এখনও তোমার থেকে থাকে, হারাবার এখনই সময়। আমি বলতে চাইছি কখন ওগুলো হারাচ্ছ সেটা বড় কথা নয়, কার মাধ্যমে হারাচ্ছ সেটা আসল কথা। পাত্রটি কে দেখতে হবে তো, গর্ব করার মত একটা বিষয় নয় কি—মাসুদ রানা! কিছু মনে কোরো না, তোমাকে একটু চাঙ্গা করার জন্যে আত্মপ্রশংসাটুকু না করে পারলাম না। ভাল কথা, পামেলা ব্রাউন সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'বেশি কিছু না। ট্রাভেল এজেন্সির সাথে চার বছর হলো আছে। গত গ্রীষ্মে বিয়ে হয়েছে ওদের, ওই সময় এজেন্সির মালিকানা বদলে যায়।'

পকেটে হাত ভরল রানা। 'সিগারেটের ধোঁয়া তুমি সহ্য করতে পারো?'

'তোমার ভাল ও মন্দ, দুটোই আমার কাছে প্রিয়, তা না হলে ভালবাসতে পারলাম কিভাবে। এই, শোনো, আমরা শুধু লাগেজের ওপর নজর রাখব না, হ্যারি আর পামেলা ব্রাউনের ওপরও কড়া দৃষ্টি রাখব। তবে এমন ভান করতে হবে আমরা যেন আর সবার মত সাধারণ ট্যুরিস্ট—যেখানে যেখানে যাবার সবখানে যাব। তারপর মাঝখানের বিরতিগুলোয়, তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে আমি তো আছিই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সুযোগ আর সময় খুব একটা পাব বলে মনে হয় না।'

'পল তাহলে ভুল বলেনি।' মুখ হাঁড়ি করল হিলডা।

'কি বলেছিল সে?'

'তুমি তেমন ফুর্তিবাজ নও।'

'পল বুভেরা আমার সম্পর্কে কিছু জানত না। আচ্ছা, তোমার সাথে আড়িপাতার জন্যে কিছু আছে?'

'কথাবার্তা শোনার জন্যে?' হাসল হিলডা। 'আছে। বোতাম আকৃতির একটা মাইক, আর ছোট একটা রিসিভার। কিন্তু রেঞ্জ খুব কম। সম্ভবত এক কিলোমিটার।'

'চলবে।'

চাকা লাগানো কফি ট্রে নিয়ে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে স্টুয়ার্ডেস। নিগ্রো যাজককে পরিবেশন করল সে, তারপর রানা আর হিলডার দিকে ফিরে হাসল। 'কফি?'

'আমার জন্যে কনিয়্যাক হলে ভাল হয়,' বলল রানা।

'আমাদের এই ফ্লাইটে ও-সব নেই, স্যার—দুঃখিত,' সবিনয়ে বলল মেয়েটা। 'আর বিশ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করব সেন্ট অ্যালবানসে।'

'ও-সব নেই, না? কেন নেই? নেই বলতে তোমার লজ্জা করল না?' রীতিমত চিৎকার জুড়ে দিল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে অনেকেই তাকাল। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে স্টুয়ার্ডেসের নীল ইউনিফর্ম ধরে টান দিল ও, স্কার্টের ভেতর থেকে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এল ব্লাউজ। মেয়েটা কাঁপতে শুরু করল। নিঃশ্বাসের সাথে দ্রুত ওঠা-নামা করছে বুক। 'ভাল চাও তো এখুনি এনে দাও কনিয়্যাক, তা না হলে অনাসৃষ্টি করব আমি।'

'কিন্তু, স্যার···।'

'আবার কথা বলে। আমি কনিয়্যাক চেয়েছি, বদলে যদি কিছু দিতে হয় তো সেটা কফি হলে চলবে না,' স্টুয়ার্ডেসের আপাদমস্তক দৃষ্টি দিয়ে লেহন করল রানা, 'আরও উত্তেজক কিছু হতে হবে।'

'ঠিক আছে, মি. রানা, আনছি কনিয়্যাক,' এমন সুরে কথাটা বলল স্টুয়ার্ডেস, যেন কনিয়্যাকে বিষ মিশিয়ে আনবে। ট্রে নিয়ে চলে গেল সে।

'ব্যাপারটা কি বলো তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল হিলডা। 'কি প্রমাণ করতে চাও তুমি?'

'দায়িত্বজ্ঞানহীন, তরল, নেশাখোর একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তাছাড়া, প্লেনের ভেতর কি গরম দেখছ না?' জ্যাকেট খুলে ফেলে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে খানিকটা উঁচু হলো রানা, জ্যাকেটটা লাগেজ র‍্যাকে রাখল, পরমুহূর্তে সাইড পকেট থেকে খসে পড়ল থারটি এইট রিভলভারটা, সীটের হাতলে বাড়ি খেয়ে প্যাসেজের দিকে ছিটকে গেল। 'ধুস শালা!' প্যাসেজ থেকে তুলল সেটা, প্লেনের অর্ধেক আরোহী ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

নিগ্রো যাজক লোকটা নিচু গলায় বলল, 'দেখো দেখি কাণ্ড!'

রাগের সাথে ব্রীফকেসে রিভলভার ভরল রানা, সশব্দে বন্ধ করল ঢাকনিটা। স্টুয়ার্ডেস কনিয়্যাক পরিবেশন করে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোন মন্তব্য করল না হিলডা। মেয়েটা কনিয়্যাক পরিবেশন করার সময় রানার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে

সরে থাকল। মুচকি হাসল রানা। 'চিনে ফেলেছ তাহলে? ভয় পাচ্ছ?' ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল মেয়েটা।

'বোধহয় ধরতে পারছি ব্যাপারটা,' বলল হিলডা। 'নিজেদের লুকিয়ে রাখা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই উল্টোটা করাই ভাল মনে করছ। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছ তুমি। খোলা জায়গায় থেকে ওদের ফায়ার ড্র করতে চাইছ, তাই না?'

'অনেকটা তাই।'

'রানা, তুমি কিন্তু বড় ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছ। এর পরের বার ওরা ব্যর্থ না-ও হতে পারে। তোমার নির্দিষ্ট কোন প্ল্যান আছে কি? হঠাৎ নাটকীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করলে আমি নিজেকে অ্যাড়জাস্ট করতে পারব না।'

'প্ল্যান করার মত যথেষ্ট তথ্য নেই আমার,' নিচু গলায় বলল রানা। 'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করলে ভাল ফল ফলতে পারে। একসাথে যদি অনেক লোককে খেপিয়ে দিতে পারি, তাদের মধ্যে থেকে আসল শত্রু হঠাৎ সামনে এসে সুযোগ নিতে চাইতে পারে।'

'তারচেয়ে তাকেই প্রথম চাল চালতে দিলে হত না?'

'প্রথম চাল ওরা চেলেছে, হিলডা। পল বুভেরাঁ মারা গেছে।'

হিলডার কাপ থেকে ছিটকে পড়ল কফি। ছুটে এসে তার কাপড় থেকে তোয়ালে দিয়ে কফি মুছল স্টুয়ার্ডেস। আবার ওরা একা হতে ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে হিলডা জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে?'

সব বলল রানা।

'গড! গড!'

'রিসেপশনে ঢুকে আমি রূম নাম্বার জানতে চাই, কর্মচারীরা প্রায় সবাই আমাকে চিনতে পারে। সম্ভবত এয়ারপোর্টেও আমাকে চেনা গেছে। এ-সবের মানে হলো, পুলিস আমাকে খুঁজবে। বিশেষ করে একজন পুলিস। বদরাগী এক অফিসার, আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। ভাগ্য যদি সহায় হয়, মাত্র চব্বিশ ঘন্টা তোমার সাথে আছি আমি, তার আগেও গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। কাজেই একটু তাড়া আছে, ঘটনাগুলো তাড়াতাড়ি ঘটে গেলে আমার জন্যে খুব-ভাল হয়।'

'বুঝতে পারছি, রানা, ঠিক বলেছ।' কয়েক মুহূর্ত চেষ্টা করার পর পেশী শিথিল করতে পারল হিলডা। 'ভারি দুঃখজনক ব্যাপার, রানা। তুমি জানো, ওর প্ল্যান ছিল দু'মাস পর অবসর নেবে? কাজের সময় লোকটা সিরিয়াস হতে জানত না। বোকার মত ঝুঁকি নিত। সত্যি ওর জন্যে দুঃখ হয় আমার। বেচারা এভাবে...।'

কিছুক্ষণ ওরা আর কোন কথা বলল না। খানিক পর একজন লোক প্যাসেজ ধরে হেঁটে গেল। হিলডার ম্লান চেহারা বদলাল না, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হ্যারি ব্রাউন, স্বামী।'

এক চুমুকে গ্লাসের বাকি কনিয়্যাক শেষ করে সীট ছাড়ল রানা। 'দেখি ওকে

খানিকটা খেপানো যায় কিনা।'

প্যাসেজ ধরে এগোল রানা, নির্দয় মাস্তানদের মত হাবভাব। কেবিনের সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ আন্দাজ করতে পারছে না এরপর কি বিদঘুটে কাণ্ড ঘটাবে বেয়াড়া লোকটা।

চার

ঠোঁটের কোণে সিগারেটের সাথে ঝুলছে ক্রূর ব্যঙ্গভরা হাসি, প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় দু'দিকে বসা ট্যুরিস্টদের খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা।

মেয়েদের চেয়ে সংখ্যায় পুরুষ কম। সাদামাঠা পোশাক পরা প্রৌঢ়া কয়েকটা দম্পতি দেখা গেল, তবে বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট নিঃসঙ্গ, বয়স্কা মহিলা। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় স্কুল শিক্ষয়িত্রী কিংবা লাইব্রেরিয়ান।

ট্রাভেল গাইড থেকে মুখ তুলে তাকাল এক লোক। রানার মনে হলো, ওর মতই জরুরী কোন কারণ ছাড়া এ-লোক ট্যুরে বেরুবার বান্দা নয়। শরীরে মেদ নেই, চুপচাপ ধরনের, নীল চোখ আধবোজা।

গ্যালির সামনে শেষ সারির একজোড়া পাশাপাশি সীটে বসে আছে ব্রাউন দম্পতি। হ্যারি সুদর্শন, চোখ জোড়া সতর্ক। স্ত্রীর চেয়ে বেশি তো নয়ই, কম হতে পারে বয়স। মাথায় লম্বা চুল, সোনালি, অল্প একটু ঢেউ খেলানো। দু'হাতে বড় আকারের দুটো আংটি পরেছে সে, সোনার। হাতঘড়িটা প্ল্যাটিনামের।

কোমরে হাত দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল রানা। ব্যঙ্গ মেশানো কৌতুকের সুরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই হ্যারি ব্রাউন। আমি রানা।'

'আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা খুশি।'

'তেল মারতে হবে না,' ধমক দিল রানা। 'আগে শোনো কেন এসেছি। তোমার বউয়ের সাথে কথা বলতে চাই।'

'বেশ তো, বলুন।'

'আড়ালে, চুপিচুপি,' বলল রানা। 'ও আমাকে বলেছে, সঙ্কোচ না করে যে-কোন প্রশ্ন করতে পারব। আমার মত লোকের মনে প্রশ্ন কিছু থাকেই। বেশ খানিক সময় লাগতে পারে, ঠিক আছে?'

স্ত্রীর দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল হ্যারি। ক্ষীণ একটু মাথা ঝাঁকাল পামেলা, প্রায় ধরা যায় না। উঠে দাঁড়িয়ে কেবিনের সামনের দিকে চলে গেল হ্যারি।

খালি সীটে বসল রানা, সিগারেটটা এখনও ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। 'সুস্থ একজন মানুষ, এবং সুন্দর, এ-ধরনের চাকরি কেন করবে?'

'আপনি জানেন না, কাজটা কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং,' দ্রুত, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল পামেলা। 'লোকজনের সাথে থাকতে পছন্দ করি, ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।

আমার স্বামীর ব্যাপারটাও তাই। কাজেই, এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। কি প্রশ্ন, মি. রানা? কি জানতে চান আপনি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোন উত্তর চাই না। চাই টাকা।'

'টাকা?'

খকখক করে কর্কশ শব্দে হাসল রানা, যথেষ্ট কর্কশ শোনাল না বলে মনে মনে তিরস্কার করল নিজেকে। পামেলার উরুতে একটা হাত রাখল সে, চাপ দিল একটু। 'অমন আঁতকে উঠলে যে? মানি—চার অক্ষরের কোন শব্দ নয়। তোমাকে পামেলা বললে কিছু মনে করবে না তো? আমি চাই তুমি আমাকে বন্ধু বলে মেনে নাও।'

আড়ষ্টভাবে কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পামেলা, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যা বলতে চান খুলে বলুন।'

'তুমি হয়তো জানো, অন্যায় কিছু হতে দেখলে তা থেকে ফায়দা লোটা আমার পেশা। তুমি হয়তো এ-ও জানো যে আমি লোকটা কখন যে নিষ্ঠুর চণ্ডাল হয়ে উঠব কেউ তা বলতে পারে না।'

'কি যা তা বলছেন, মি. রানা! আপনি কে তা-ই আমি জানি না! ঠিক করে বলুন তো কি চান আপনি?'

'না বোঝার ভান করে লাভ নেই, পামেলা,' সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল রানা। 'আমাকে যুক্তিসঙ্গত পার্সেন্টেজ দিলে আমি কোন ঝামেলা পাকাব না।'

পামেলার স্বামী ক্যাপটেনকে সাথে নিয়ে ফিরে এল। ক্যাপটেন লোকটা প্রৌঢ়, বয়সের ভাঁজ পড়েছে মুখে, চোখের নিচে কালচে পুঁটুলি। ঠিকমত ঘুমায় না, কিংবা অতিরিক্ত মদ খায়। লোকটাকে একটু যেন চেনা চেনা লাগল রানার।

'মি. মাসুদ রানা!' সবিস্ময়ে বলল সে। 'এদের সাথে এখানে আপনি কি করছেন!' আরও কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে, রানার পাশে বসা পামেলাকে এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে। 'আমাকে আপনার মনে নেই? নিউ ইয়র্কে আপনাদের অফিসে যাওয়া-আসা ছিল, প্যান অ্যামে কাজ করতাম তখন।'

'ডিক নিক্সন।'

'সেবার বিপদ থেকে কি বাঁচানোটাই না বাঁচিয়েছিলেন আমাকে! অথচ একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। প্লেন থেকে নেমেই আপনাকে আমি হুইস্কি খাওয়াব…।'

'বেশ, বেশ।'

'বলুন, আপনার জন্যে আর কি করতে পারি আমি।'

'ফুর্তি করতে বেরিয়েছি,' বলল রানা। 'প্যাসেজের মাঝামাঝি বসা সোনালি চুল মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'দেখতে পাব না মানে? লাইসেন্স রিনিউ করার জন্যে প্রতি বছর চোখ পরীক্ষা করাতে হয়। কিন্তু, মি. রানা, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, মেয়েটা একা নয়।' হ্যারি ব্রাউনের দিকে ফিরল পাইলট। 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, মি. রানা প্লেন

হাইজ্যাকের প্ল্যান করছেন না। আবার দেখা হবে, মি. রানা!' ককপিটের দিকে চলে গেল সে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যারি, কি করবে বুঝতে পারছে না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রানা তাকে বলল, 'এখন যাও! পরে তো সব শুনতেই পাবে।'

হ্যারি চলে যাবার পর পামেলা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি একজন পুলিস অফিসার?'

'তারচেয়েও খারাপ, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। কিছু অতিরিক্ত সুবিধে ভোগ করি।'

'মাসুদ রানা, ওহ্ হো! কাগজে আপনার ছবি দেখেছি, কিন্তু সে তো ফুটবল টীম সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারে যেন। যাকগে। পার্সেন্টেজের কথা কি যেন বলছিলেন? কিসের পার্সেন্টেজ, মি. রানা?'

'যা তোমরা বহন করছ,' বলল রানা। 'কি জানো, স্মাগলিং বড় ধরনের ক্রাইম তা আমি মনে করি না। ইনফর্মারকে ফি দিতে হয়, দেয়া উচিতও। পনেরো পার্সেন্ট চাইতাম, কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছি বেশি হয়ে যায়, তাই দশ পার্সেন্টই সই—কিন্তু মনে রেখো, এর কমে কিন্তু আমি রাজি হব না। হ্যাঁ, দশ পার্সেন্ট পেলে তোমাদের কাজে আসতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমাদের কাজে আসবেন—মানে?'

'বুঝতে পারছ না, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। কেউ নিশ্চয়ই মুখ খুলেছে, তাই না? প্রমাণ তোমার পাশে বসে রয়েছে। জোর করে বলতে পারো, একা শুধু আমি জানি? কাজেই, ডেলিভারি দেয়ার সময় বিপদে পড়তে পারো তোমরা। তবে আমার স্বার্থ থাকলে আমি দেখব তোমরা যাতে বিপদে না পড়ো।'

'আপনার অনেক দয়া।'

'বিনিময়ে নগদ ডলার দেবে আমাকে।'

চোখ থেকে চশমা নামাল পামেলা, সাথে সাথে চেহারায় রমণীসুলভ কমনীয়তা ফুটে উঠল। তার দেহ-সৌষ্ঠবে চোখ আটকে গেল রানার, নর্তকীর মত কাঠামো। ক্লিপবোর্ডের ওপর চশমার রিম দিয়ে টোকা মারছে সে। 'আপনি ঠিক কি ধরনের বিপদের আশঙ্কা করছেন, মি. রানা?'

'গোলাগুলি।'

রানার চোখে তাকাল পামেলা, পরমুহূর্তে নামিয়ে নিল দৃষ্টি। 'ভাবছেন না, আপনার ইনফর্মার প্রলাপ বকে থাকতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সেক্ষেত্রে শুধু বেড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কাস্টমসকে দিয়ে অবশ্যই একবার প্লেনটা চেক করাব।'

লাউডস্পীকার থেকে পাইলটের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সেন্ট আলবানসের ল্যান্ডিং ফিল্ডে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা। নিরাপদ আবহাওয়া। সীট-বেল্ট আর নো-স্মোকিং লাইট জ্বলে উঠল।

নাকের ডগায় চশমা তুলল পামেলা। 'মি. রানা, এই ট্যুরের দায়-দায়িত্ব সব

আমার, আমি চাই সব খুব ভালভাবে সম্পন্ন হোক। এরইমধ্যে রিভলভার ফেলে দিয়ে সবাইকে আপনি চমকে দিয়েছেন। সাথে রেখেছেন যখন, নিশ্চয় লাইসেন্সও আছে। তবে দয়া করে ওটা আড়ালে রাখুন।'

'আমি বখরা চাই, মনে আছে?'

'ইউ ক্যান গো টু হেল। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, সোনা কেন, তামা-কাঁসা বা জিঙ্ক-দস্তাও আমাদের প্লেনে এক আধসেরের বেশি পাবেন না। আপনি সম্ভবত কারও প্র্যাকটিক্যাল জোকের শিকার হয়েছেন।'

'যদি ভেবে থাকো না জানার ভান করে পার পাবে, ভুল করছ,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'হ্যারির সাথে আলাপ করে দেখো সে কি বলে। আমার প্রস্তাবটা ভ্যালিড থাকবে কাল সকাল পর্যন্ত।'

ল্যান্ড করার পর রানওয়ে ধরে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে এগোচ্ছে প্লেন। সীট-বেল্ট খুলে আবার প্যাসেজ ধরে হাঁটছে রানা। পামেলার ক্লিপবোর্ডে চোখ বুলিয়ে আগেই একহারা, চুপচাপ প্রকৃতির লোকটার নাম জেনে নিয়েছে ও। টেডি ফস্টার।

'সম্ভবত আপনাকে আমি চিনি,' তার সীটের পাশে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'আপনি টেডি ফস্টার না?'

'আপাদমস্তক,' শান্তভাবে বলল লোকটা, চেহারায় হাসি বা কৌতুকের কোন ভাব নেই। 'কিন্তু আপনাকে তো আমি...?'

'মাসুদ রানা, মায়ামি থেকে। দেখুন না কি ঝামেলা, আমার ফিয়াঁসে সাইটসিইংয়ে যেতে চায়, আর আমি চাই এক ছুটে কোন বার-এ ঢুকতে। আমি কি আপনার সঙ্গ আশা করতে পারি? যদি বলেন আপনি নিয়মিত চার্চে যান, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর আমার আস্থা কমে যাবে। শুনেছি সেন্ট আলবানসের রাম নাকি দারুণ...।'

'বলছেন যখন, পরে এক সময় যাওয়া যাবে,' ফস্টার বলল। 'আমার কোম্পানী কাজের এমন তালিকা দিয়ে পাঠিয়েছে, দম ফেলার সময়ও পাব না। গোটা দক্ষিণ আমেরিকার সেল আমার ওপর নির্ভর করছে। বলে দিয়েছে, মহাদেশটাকে আগে বুঝতে হবে...।'

'কি বিক্রি করেন আপনি?'

'ভ্যাকিউম ক্লীনারস,' সাথে সাথে জবাব দিল ফস্টার, এমন ভঙ্গিতে যেন কেউ বিশ্বাস করল কি না করল তাতে তার কিছু আসে যায় না। 'আমাদের মডেলের দাম সবচেয়ে কম, কিন্তু কার বাপের সাধ্যি কোম্পানীকে বোঝায় ল্যাটিন আমেরিকায় ভ্যাকিউম ক্লীনার কেনার লোক খুঁজতে হলে হ্যারিকেন নিয়ে বেরুতে হবে।'

রানার চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠছে দেখে হো হো করে হেসে উঠল ফস্টার। 'না, আপনাকে বোকা বানানো গেল না। কেউ জিজ্ঞেস করলে এই উত্তরটাই দিতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে। আসল ব্যাপার, আমি যে ব্যাংকে কাজ করি সেখান থেকে ট্রাভেল এজেন্সি কিছু টাকা ধার করতে চায়, আমি ওদের

অপারেশন দেখতে এসেছি। গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলা হয়েছে, এজেন্সির সুনাম ইত্যাদি আরও কি কি যেন সব জড়িত।' আবার হাসল সে।

কথা বেশ ভালই বলতে পারে লোকটা, তবে একা বলে চুপ চাপ থাকে। সিধে হয়ে আবার এগোল রানা, ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে ওর সামনের প্যাসেজে বেরিয়ে এল এক মহিলা, এক পায়ে লাফাতে লাগল, বলা উচিত নাচতে লাগল।

'ক্র্যাম্প,' গুঙিয়ে উঠল সে, যন্ত্রণায় নীল আর বিকৃত হয়ে উঠেছে মুখ।

চারদিক থেকে সহানুভূতিসূচক আহা-উহু শব্দ আসছে। ঘন ঘন ওঠ-বস করছে মহিলা, ছলছল করছে চোখ জোড়া। খানিক পর প্যাসেজে বসল সে, পায়ের গোছ হাত দিয়ে ডলতে শুরু করল। পরমুহূর্তে আবার শুরু হলো ক্র্যাম্পের আক্রমণ, সেই সাথে বিনা পয়সায় নাচ দেখার সুযোগ পেল আরোহীরা।

'আপনি বুঝতে পারছেন না?' রানার সামনে ছটফট করতে করতে বলল মহিলা। 'নাগাল পেতে চেষ্টা করলেই আবার শুরু হয়। আপনি যদি, প্লীজ, আপনি যদি···।'

সামনে থেকে, রানা দেখল, চেহারায় 'কেমন জব্দ' ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে হিলডা।

মহিলার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। প্লেনে অন্যান্য নিঃসঙ্গ মহিলাদের একজন সে। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, কটা রঙের চুল একটা গিট দিয়ে মাথার পিছনে আটকানো। সাদামাঠা চেহারা, সাদামাঠা কাপড়। মুখটা বড়, চোয়ালটা ভারী। গলায় একটা ক্যামেরা ঝুলছে।

'পায়ের ওপর শক্ত করে ভর দিন,' পরামর্শ দিল রানা।

কাঁদো কাঁদো গলায় মহিলা বলল, 'দিচ্ছি তো, কাজ হচ্ছে না···।'

প্যাসেজে উবু হয়ে বসল রানা, মহিলার পা ধরে গোড়ালি সিধে করল, তারপর পায়ের তলা চেপে ধরল ডেকের সাথে। একটা জিনিস লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল ও। মহিলা কালো নেটের মোজা পরে রয়েছে। আরও অবাক হলো তার পায়ের চামড়া মসৃণ দেখে। আঙুলগুলো চাঁপা কলার মত, চামড়া কোথাও একটু ফাটেনি বা কোঁচকায়নি পর্যন্ত।

দু'হাতে রানার কাঁধ খামচে ধরে আছে মহিলা, নরম বুক রানার মাথায় ঘষা খাচ্ছে। উত্তেজিত, ফিসফিসে গলা পেল রানা কানের পাশে, 'জরুরী কথা আছে! খুব জরুরী!'

রানার মাথার পিছনে ক্যামেরাটা ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে। সবাইকে শুনিয়ে মহিলা বলল, 'আহ্, কি আরাম! আরও কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকুন, প্লীজ। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে!'

রানা সিধে হতে মহিলা দু'পা আগু-পিছু হেঁটে পা-টা পরখ করল, বলল, 'জাদু! আপনার হাতের ছোঁয়ায় জাদু আছে!'

'আবার যদি দরকার হয় ডাকতে সঙ্কোচ করবেন না।'

'সাবধান—মিথ্যে অজুহাতেও ডাকতে পারি কিন্তু! না, ঠাট্টা নয়, একভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে থাকলে ক্র্যাম্প হবেই। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমি জুলি

হপার।'

নিজের পরিচয় জানিয়ে চলে এল রানা। চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে হিলডা বলল, 'এই যে ডাক্তার সাহেব, আমার পা কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে। আপনি একটু দেখবেন নাকি?'

'লোকজনের সামনে?'

'না,' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপল হিলডা। 'থাক। আমি অপেক্ষা করব।'

নিজের সীটে বসে নিচু গলায় জানতে চাইল রানা, 'মহিলাকে চেনো?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল হিলডা। 'প্লেনের নাকের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে, এই ভঙ্গিতে ওর একটা ফটো তুলে দেয়ার অনুরোধ রাখতে হয়েছে আমাকে। কেউ না, যতদূর জানি আমি—মাস্টারনী, কিন্ডারগার্টেনে পড়ায়।'

সেন্ট আলবানস শেরাটন নতুন তৈরি হয়েছে। নিজেদের কামরায় পরিস্থিতি নিয়ে দু'চারটে কথা হলো ওদের মধ্যে। রানার সাথে একা হয়ে হিলডা বেকারের আচরণ একেবারে পাল্টে গেছে—গম্ভীর না হলেও, ভদ্রোচিত একটা দূরত্ব বজায় রাখল সে, হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়েও গেল না। লবিতে বেরিয়ে এল রানা, মায়ামিতে ফোন করে গিলটি মিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। পাবলিক বুদ থেকে ফোন করল ও, কলটা হোটেল সুইচবোর্ডের মধ্যে দিয়ে যাবে না।

'একানে আপনি না থাকলে কি হবে, আপনার নামটা, সার পদ্মার ইলিশের মত গোন্দো ছড়াচ্চে,' রানাকে বলল গিলটি মিয়া। 'হারামখোররা এয়ারপোর্টে দেকেচে আপনাকে। তকোনই বলেছিনু, এক ডলার দিয়ে একটা দাড়ি কিনে লাগিয়ে নিন। রঙিন চশমা দিয়ে কি আর অমন সুরৎ ঢাকা যায়!'

'ওরা জানে কোন্ প্লেনে চড়েছি আমি?'

'বিচ্চু বিল আমার গায়ে-মাতায় হাত বুলাচ্চে, বলচে সত্যি কতা না বললে বুটের তলায় পিষে ফেলবে। আমি তাকে, সার, মা-বাপ তুলে গাল দিয়েচি…।'

'কি, তুমি কি পাগল হয়েছ…।'

'হে-হে, কিচু বুজলে তো—নোয়াখালির ভাষা খেড়ে খচ্চরটা ককনো শুনেচে? বলেচি, জরুরী কাজে ভদ্দরলোক ক্যালিফোর্নিয়া গেচেন, কবে ফিরবেন জানি না। একটা হরফও বিশ্বাস করেনি।'

'পল বুভেরাঁর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?'

'মাতায় দশ-বারো বার বাড়ি মারা হয়েচে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে। পেটে ড্রাগস পাওয়া গেচে। বলচে ব্লটিং পেপারে জমাট বাঁদানো হেরোইন ছিল, ওটা খেলে নাকি মতিভ্রম হয়। ওদিকের খবর কি, সার? আপনি বললে পোঁটলা বেঁদে রওনা হতে পারি…।'

'কয়েকটা নাম দিচ্ছি, চেক করো। হ্যারি আর পামেলা ব্রাউন। টেডি ফস্টার। ডিক নিক্সন, পাইলট। টেলিফোন করে জানো আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিসের ফাইলে এদের সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা। তবে সাবধানে যোগাযোগ কোরো, এখনও আমি জানি না কে কার দলে কাজ করছে। সাথে একটা লেজুড়

জুটেছে…।' রানা দেখল, জুলি হপার বেরিয়ে এল এলিভেটর থেকে, ওকে টেলিফোন করতে দেখে হাত নাড়ল।

'একটু বেরুতে হচ্ছে।'

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকজনকে দেখল রানা। প্লেনে, প্যাসেজের ওদিকে, বসেছিল লোকটা—নিগ্রো যাজক।

'আমাদের পরিচয় হয়নি,' এগিয়ে এসে রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ফাদার। সারা মুখে প্রশান্ত হাসি। 'আমি কিংসটন পারকার।'

নিউজস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়াল জুলি হপার, পেপারব্যাক নাড়াচাড়া করছে। নিগ্রোর সাথে করমর্দন করল রানা, তারপর লবি ধরে সিগারেট স্ট্যান্ডের দিকে এগোল ওরা। রানা একাই সিগারেট কিনল। দাবিহীন কয়েকটা ট্রাংক আর সুটকেসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যারি ব্রাউন, ওদেরকে লক্ষ করছে।

'আমাদের সাথে ওল্ড ফোর্টে যাচ্ছেন তো, মি. রানা?' জানতে চাইল নিগ্রো ফাদার। 'ভেরি ইন্টারেস্টিং—এদিকে ওটাই প্রথম স্প্যানিশ স্ট্রাকচার। চাইলে আপনারা দু'জন আমার ক্যারিজে জায়গা পেতে পারেন।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল জুলি হপার, ব্যস্ত ভঙ্গিতে কফি শপের দিকে পা বাড়াল। পামেলা ব্রাউনের হাতে এখনও ক্লিপবোর্ড রয়েছে, জুলির পথরোধ করে দাঁড়াল সে।

'কি জানেন,' বিষণ্ন সুরে বলল ফাদার কিংসটন পারকার, 'আপনাকে আমি দেখেই চিনেছি। রহস্যগল্প মনের খোরাক হিসেবে বেশ উপাদেয় লাগে আমার, ঈশ্বর ক্ষমা করবেন। খবরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্ট না পড়লে আমি ঘুমাতে পারি না। রানা এজেন্সি বা মাসুদ রানা আমার কাছে নতুন কোন সন্দেশ নয়। আপনার কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমি জানি না, জানতে চাইও না, কারণ, হয়তো তা অনুমোদন করতে পারব না—কিন্তু রেজাল্ট যে পাওয়া যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।' হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাদে নামাল ফাদার। 'একটা গোপন কথা ফাঁস করছি। আমি বা আমার মত পুরোহিতরা মানুষের যতটুকু উপকার করতে পারছি, আপনি বা আপনার এজেন্সি তারচেয়ে শতগুণ বেশি উপকার করছেন। ব্যাপারটা এক সেন্সে দুঃখজনক, আবার আরেক সেন্সে…।'

শব্দ করে নাক টানল রানা।

'না-না, আমি সিরিয়াস,' ঘোষণা করল ফাদার। 'বয়স হয়েছে, ব্যর্থতাগুলো বড় বেশি চোখে পড়ে। মাঝে মধ্যে বোকার মত ভাবি, আপনাদের পেশায় থাকলে আরও বোধহয় ভাল করতাম, অন্তত কিছু মানুষকে দুর্দশা থেকে রেহাই দিতে পারতাম।' রানাকে অন্যমনস্ক দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফাদার। 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। গোপন কিছু জানতে চাইছি না। যদি কেস নিয়েই এসে থাকেন, আমি আপনার কোন সাহায্যে আসব না। তবে একটা কাজ বোধহয় করতে পারি।'

'মাত্র একটা?'

'মিস হিলডা আর আপনাকে নিয়ে তুমুল কানাঘুষা চলছে। নেই কাজ তো খই

ভাজ, বুঝি। কিন্তু চার্চ কি বলে সেটাও বিবেচনা করতে হবে। বিয়ে না করে দৈহিক মিলন অবৈধ এবং কুৎসিত। তবে আধুনিক বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চার্চকেও বুঝতে হবে যে কোন-কোন ব্যাপারে চোখ-কান বুজে থাকা সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে মঙ্গলজনক।'

পামেলা আর জুলি রাস্তার দিকে হাঁটছে। লবি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে রানার দিকে একবার তাকাল জুলি, অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

'আমি কিছু অভদ্র, অশ্লীল, অখ্রিস্টানসুলভ মন্তব্য শুনেছি,' বলে চলেছে ফাদার। 'কিন্তু ওরা আমার চার্চে আসা-যাওয়া করে না, তাই সরাসরি ওদেরকে বাস্তবজ্ঞান দেয়ার দায়িত্ব আমার নয়। তবে মজা হলো, উল্টো কলারের বদৌলতে আমি কিছু ক্ষমতা ভোগ করি। লোকে যদি দেখে আপনারা আমার ক্যারিজে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, ওদের দৃষ্টিতে আপনাদের পাপকর্ম অর্ধেক হালকা হয়ে যাবে। পরিবেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে এটুকু আমি অনায়াসে করতে পারি।'

'হিলডা চেয়েছিল আমাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরুবে,' বলল রানা। 'এদিকে আরও অনেকবার এসেছি আমি, তবে ফোর্ট দেখার ইচ্ছে হয়নি কখনও। আজ নাহয় নিজেকে অবাক করে দিয়ে আসব একবার ঘুরে।'

পলি জমে নাব্যতা হারিয়েছে হারবার সেই ষোলোশো শতাব্দীতেই। এখন শুধু অগভীর খোলের ফিশিং বোট চলাচল করে। প্রাচীন স্প্যানিশ দুর্গটা মূল ভূখণ্ডের কিনারায় এখনও সবচেয়ে উঁচু কাঠামো, যেন সব কিছু এখনও নিয়ন্ত্রণ করছে। গভর্নরের প্রাসাদ আংশিক মেরামত করা হয়েছে, মিউজিয়াম হিসেবে সংরক্ষিত।

হিলডার মত অনেকেই নয়ন সার্থক করার লোভনীয় সুযোগ পায়ে ঠেলে মার্কেটিং করতে শহরের দিকে গেছে। বাকিরা দুর্গ দেখতে এল ভাড়া করা ক্যারিজে চড়ে। ধুলোময়, গরম দিন। হোটেল ছাড়ার আগে ফ্লাস্কে খানিকটা কনিয়্যাক ভরে নিয়েছে রানা, মেঠো পথে বিশ মিনিট কাটার পর ফাদারকে এক ঢোক অফার করল ও।

'এ প্লেজার,' ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে বলল ফাদার। 'ধন্যবাদ।' বেশ বড় একটা চুমুক দিল সে, ছোট করে দিলে সংখ্যায় চারটে হত। 'পাদরি মদ খাচ্ছে, লোকে দেখলে বলবে কি—এসব ভাবছেন না তো? দেখুন, শিকাগোর অত্যন্ত নামকরা পাদরি আমি, শুধু যে মদ্য পান করি তাই নয়, ব্রিজও খেলি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা শরীর মুচড়ে যে নাচটা নাচে তাও শিখে নিয়েছি। আমাকে আপনি বিপথগামী বলবেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যে মহৎ, স্যার? শিকাগো, বুঝতে পারছেন না? ওখানে সবাই বড় বেশি আধুনিক, ধর্ম কথা শুনতেই চায় না। ওদের সাথে ভিড়তে না পারলে, দলে মিশতে না পারলে কিভাবে হেদায়েত করব, আপনিই বলুন? আধুনিক দুনিয়ায় রিলিজিয়ন ভয়ানক প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছে, বুঝলেন ভায়া।'

রানা আবিষ্কার করল, রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার প্রায় প্রতিটি কেসের হিস্ট্রি জানা আছে লোকটার। ওই কাজটা কেন ওভাবে করা হলো, কিংবা অমুক

ঘটনার পিছনে কার হাত ছিল, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো ওকে। সবশেষে ও বলল, 'ক্রিমিনালদের সম্পর্কে একটা রহস্য আজও আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি।'

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ফাদার, 'কি সেটা?'

'বেশিরভাগ ক্রিমিনাল সত্যি সত্যি ধরা পড়তে চায়।'

'আপনি সিরিয়াস নন,' আহত সুরে বলল ফাদার।

'ব্যাপারটা মানসিক, অপরাধবোধ থেকে শাস্তি পেতে চায়, তা বোঝাতে চাইছি না। কাল্পনিক একটা কেসের কথা ধরুন, আপনি পাদরি নন, স্রেফ ভান করছেন। শ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ নিখুঁত ছদ্মবেশ না-ও হতে পারে। সাত সকালে কেউ যদি আপনাকে হুইস্কি অফার করে, গ্লাসটা নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে—কারণ শুধু একজন সত্যিকার পাদরি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারাবার সাহস পাবে, হারিয়ে নিরাপদও বোধ করবে। বোঝেন ঠিক কি বলতে চাইছি আমি। কিন্তু গ্লাসটা আপনি নিলেও ব্যাপারটা সন্তোষজনক হবে কি যদি না আমাদের বাকি সবাই জানতে পারে আপনি কতটা চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন? এখানেই আমার ভূমিকা। সব সময় স্বীকার করি, অপরাধী আমার চেয়ে চালাক-চতুর, অন্তত টেপ-রেকর্ডারে এ-কথা বলতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

রানার দিকে বিষণ্ন চোখে তাকাল ফাদার। 'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, সত্যি আমি একজন ইপিস্‌কোপাল ক্লারজির সদস্য। তবে ঈশ্বর প্রদত্ত কিছু "উইটস" এখনও অবশিষ্ট রয়েছে আমার মধ্যে। পাহাড়ে চড়ে, টেনিস খেলে শরীরটাকে ফিট রেখেছি। আপনার যদি শক্তিশালী একটা ডান হাত দরকার হয়, মি. রানা, আমাকে আশপাশেই পাবেন।'

মুচকি একটু হাসল রানা।

'জানি কি বলবেন। ল্যাটিন আমেরিকার রাজধানীগুলো দেখতে বেরিয়েছেন আপনারা। সাথে রিভলভার—অভ্যেস। এখন যদি জিজ্ঞেস করি ফ্লাস্কটা আরেকবার হাতে পাব কিনা, তাতে কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারাব?'

মিউজিয়ামের সিঁড়িতে সবাই জড়ো হলো ওরা। গাইড হিসেবে পামেলা দক্ষ, সমস্ত তথ্য মুখস্থ, উৎসাহেরও কোন কমতি নেই। সে যখন কথা বলছে, তার একটা বদভ্যাস লক্ষ করল রানা। কখনও নাকের ডগায় নামিয়ে আনছে চশমাটা, কখনও ঠেলে যতটা পারা যায় ওপরে তুলে দিচ্ছে, কিংবা হয়তো চোখ থেকে নামাবার সময় কানের দুলে জড়িয়ে ফেলছে একটা ডাঁটি। এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে একের পর এক ফটো তুলল জুলি হপার। ধ্বংসাবশেষের বাইরে বেরিয়ে এসে রানাকে পোজ দেয়ার অনুরোধ করল সে। এক গাদা বোল্ডারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল রানা, ক্লিক করে উঠল ক্যামেরা। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কয়েকটা ছবি তোলার পর রানাকে বলল, 'এবার পিছিয়ে গিয়ে ওই বড় পাথরটার পাশে দাঁড়ান, প্লীজ। আমার দিকে তাকান, হাসবেন না।'

সামনে এগোল স্কুল শিক্ষয়িত্রী, আঙুল দিয়ে ভিউ ফাইন্ডার নাড়াচাড়া করছে। অন্যান্য ট্যুরিস্টরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশে কেউ আছে কিনা ভাল

করে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল সে, 'কথা বলার জন্যে একটু আড়াল দরকার, মি. রানা। রুমমেট সব সময় আঠার মত সেঁটে থাকে। এ-সব ব্যাপারে যতটা সম্ভব সাবধানে থাকা উচিত, তাই না?'

'ঠিক।'

ক্লিক করে উঠল ক্যামেরা। 'মাথাটা সামান্য একটু ঘোরান, প্লীজ। মি. রানা, আপনার দোহাই লাগে, আমার কথায় গুরুত্ব দিন। গোপনীয় একটা ব্যাপার জেনে ফেলেছি আমি। আমার বিপদ হতে পারে।'

'বিপদের মধ্যে নাক না গলানোই ভাল,' পরামর্শ দিল রানা।

'কিন্তু কি দেখেছি আপনি জানেন না,' চোরের মত আবার নিজের চারদিকে তাকাল জুলি হপার। 'কেউ জানে না, চুপিচুপি হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম একবার। হাই স্ট্রীটে একটা আইসক্রীম বুদ আছে, চিনতে পারবেন?' চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে আরেকটা ছবি তুলল সে। 'একসাথে যাওয়া চলবে না। ঠিক দুটোর সময়, সবাই তখন সাঁতার কাটতে যাবে। মনে থাকবে?

ক্যারিজের দিকে ফিরছে রানা, ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল পামেলা ব্রাউন। 'আমার মনে হয়, আবার আমরা একটু ফিসফাস করতে পারি, মি. রানা,' বলল সে। 'আমি জানি, প্লেনে আপনি ওরকম বিদঘুটে আচরণ করে আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছিলেন। ঠিক?'

কান খাড়া করে থাকার ভঙ্গি করে চুপ করে থাকল রানা।

'আমার প্রতিক্রিয়া দেখে আপনি বুঝে নিয়েছেন, আমি একটা অ্যামেচার। একটা তথ্য দিই, আমার রুম নম্বর একহাজার বারো। হোটেলে ফেরার পর ওখানে আপনাকে আমি আশা করব।'

'তোমার আশা পূরণ হবে,' কথা দিল রানা।

লবিতে বসে লন্ডনের একটা দৈনিক পড়ছিল হিলডা। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে সে, চেহারায় ঠাণ্ডা শান্ত ভাব। পাশের সোফায় ধপ্ করে বসল রানা, কাগজটা ভাঁজ করে মুখ তুলল হিলডা।

'সকালটা কেমন কাটল তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'নিষ্ফল। তোমার?'

'দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। একটা জুলি হপার, মাস্টারনীর সাথে, আইসক্রীম পারলারে। ওর সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারলে?'

'স্কুলে যে পড়ায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও তার সাথে এসেছে। স্যোশালস্টাডিজ না কি যেন পড়ায়। কারিকুলাম মেটেরিয়ালস ডেভেলপ করার জন্যে ত্রিশ দিনের ছুটি পেয়েছে ওরা। তারমানে সম্ভবত গাদা গাদা ছবি তুলে নিয়ে যাবে।'

চিবুক চুলকাতে চুলকাতে রানা বলল, 'মাস্টারনী সমস্যা তৈরি করতে পারে, ওকে নিরুৎসাহিত করা দরকার। জেমস বন্ডের সাথে যে-সব মেয়েরা থাকে, নিজেকে তাদের একজন ভাবছে ও।'

'হেভেনস!' বিড়বিড় করল হিলডা। 'এই বয়সে? এই চেহারায়?'

'হ্যারির কামরায় আড়িপাতা যন্ত্রটা ফিট করতে পেরেছ?'

'না। ফ্লোর ক্লার্ক যেখানে বসে আছে তার সামনেই দরজাটা। কাজটা যদি আমাকেই করতে বলো, ব্যবস্থা করতে হবে ও যাতে নিজে থেকে আমাকে ওর ঘরে ডাকে। কিন্তু সে-সময় ওর বউকে অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকতে হবে। হ্যারি ওর বউকে বোধহয় একটু ভয় করে।'

'ওটা বরং তুমি আমাকে দাও, দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা,' বলল রানা। 'পামেলা কি যেন বলতে চায় আমাকে। যদি দেখো হ্যারি এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে, যে-কোন একটা ছুতো বের করে ওকে এখানে আটকে রাখবে তুমি।'

ভাঁজ করা কাগজটার দিকে তাকাল হিলডা। 'ওটার ভেতর লুকানো আছে। জিনিসটা কিন্তু পুরানো মডেলের। খোলা জায়গায় রাখা না হলে ঘরের আরেক কোণ থেকে আসা গলার আওয়াজ ধরতে পারে না। হ্যারির ব্যাপারে চিন্তা কোরো না, দরকার হলে ওকে আমি ঘরে তুলব। এ নিয়ে তোমার বিন্দুমাত্র ভাবতে হবে না।' আলতোভাবে রানার ঘাড় স্পর্শ করল সে, কাগজটা তুলে নিয়ে সিধে হলো রানা।

এলিভেটরে উঠে মাইক্রোফোন সহ ট্র্যান্সমিটারটা পরীক্ষা করল রানা। ছোট ওষুধের শিশির মত আকৃতি জিনিসটার, মাথায় গ্রিল লাগানো। অন আর অফ করার সুইচ আছে, আর আছে একজোড়া সাকশন কাপ, সমতল কোথাও অনায়াসে ফিট করা যাবে।

একবার নক করতেই দরজা খুলে দিল পামেলা ব্রাউন। খালি পা, পরনে ফুল আঁকা কিমোনো। আবার রানার মনে হলো, মেয়েটার চেহারায় অদ্ভুত একটা সরলতা আছে। কিন্তু কার ভেতর কি আছে কেউ তা বলতে পারে না।

'মাত্র পাঁচ মিনিট সময়,' বলল সে, ইঙ্গিতে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বলে বন্ধ করে দিল দরজা। 'দলটাকে নিয়ে সৈকতে যেতে হবে। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে বিশেষ করে মেয়েরা এমন চেঁচামেচি করে না!'

রানা বুঝল, পামেলা নার্ভাস হয়ে আছে, চেষ্টা করেও অস্থির ভাবটুকু লুকাতে পারছে না চেহারা থেকে চশমাটা পরল সে, খুলল, আবার পরল। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল রানাকে। বলল, 'ঘরে পান করার মত কিছু নেই। সময়ও নেই যে রুমসার্ভিসকে ডাকব।'

হাতের ফ্লাস্কটা দেখাল রানা। 'কনিয়্যাক। গ্লাস পেলেই...।'

'কিন্তু বললাম না, হাতে সময় নেই!'

হাত বাড়িয়ে পামেলার নাক থেকে চশমাটা খুলে নিল রানা। ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ছোঁ মারল পামেলা, তারপর বেসুরো শব্দে হাসল। 'জানি, ঘন ঘন হাত দেই ওটায়, লোকে বিরক্ত হয়। কিন্তু চশমা ছাড়া চোখে ভাল দেখি না যে!' আড়ষ্ট হাসি হেসে বাথরুমে চলে গেল সে, যেন পালিয়ে বাঁচল।

দ্রুত কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সাধারণ শেরাটন হোটেল ফার্নিচারে সাজানো। একটা বিছানার পাশে নিচু একটা টেবিলে রয়েছে ফোনটা।

মাইক্রোফোনের জন্যে আদর্শ জায়গা হতে পারে টেবিলের তলা। কিন্তু কোন ব্যবস্থা করার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল পামেলা, হাতে দুটো গ্লাস। বিড়বিড় করে বলল, 'দিনের এই সময় এ-সব খাওয়া ঠিক নয়।' তবে আধ আউন্স এক চুমুকে গিলে ফেলল। 'তারপর?'

'প্রশ্নটা আমার,' বলল রানা। 'কি নিয়ে ফিসফাস করতে চাও তুমি?'

আঙুলে কিমোনোর ফিতে জড়াচ্ছে পামেলা। 'আপনি কিভাবে জানলেন যে…?'

'জেনে তোমার কোন লাভ নেই, পামেলা।'

'বেশ। আপনাকে আমি দেরি করিয়ে দেব না। আপনার কথামত হ্যারির সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করেছি। তার ধারণা, আমরা এত ভাল পজিশনে আছি যে আপনাকে গ্রাহ্য না করলেও চলে। আমাদের হাতে কিছু কার্ড আছে, ওগুলোর কথা আপনার না-ও জানা থাকতে পারে।'

'যদি শোনাতেই চাও, কথা পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে।'

'আপনি আর মিস হিলডা, মাত্র দু'জন মানুষ। আমি আর হ্যারি মিলেও দু'জন। তার মানে কিন্তু সমান শক্তি নয়। আরও লোকজন আছে, আপনি তাদের চেনেন না। তাছাড়া, মি. রানা, দক্ষিণ আমেরিকায় আগেও বহুবার এসেছি আমি, এখানে আমার বন্ধুরা আছে। ভাষাটাও আমি জানি। আপনি সাবধান করে দেয়ার পর প্ল্যানও কিছুটা বদল করেছি, দরকার হলে আরও বদল করব। ভাববেন না মোমের তৈরি পুতুল আমরা।'

'তারমানে আমার নিয়মে তোমরা খেলবে না?'

'ঠিক তা বলেছি কি? তবে আপনাকে আমরা কোন বখরা দিচ্ছি না। বখরার প্রশ্ন তখনই আসে যখন পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তা কি আমাদের মধ্যে আছে, মি. রানা? তবে, এককালীন কিছু টাকা আপনাকে দিতে আপত্তি নেই আমাদের।'

'বিশ লাখ ডলার।'

টেনে চড় মারলেও এই একই প্রতিক্রিয়া হত পামেলার। তার ঠোঁট থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল।

'পেমেন্ট করবে ডেলিভারির সময়। বুঝলাম না কেন ভাবছ আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। আইনের ভেতর থেকে ব্যবসা করা যে সম্ভব নয়, এটা তো নিশ্চয়ই বোঝো তুমি। কাজেই আমি এখন লোককে জানাতে চাই, আইনের বাইরে গিয়ে যদি ভাল কামাতে পারি, যেতে আপত্তি নেই। আসল সমস্যা হলো, আমি তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি কিনা। তোমরা আমাকে ফাঁকি দেবে না তার নিশ্চয়তা কি? কেউ ভাগ বসাতে চাইলে সাধারণত তাকে গুলি করা হয়।'

'থ্রিলারে ছাড়া সত্যিই কি গোলাগুলির ঘটনা এ-সব ক্ষেত্রে ঘটে?'

'সত্যিই কি তুমি জানো না কিসের সাথে জড়িয়েছ নিজেকে?'

'কাজের কথা বলুন,' হঠাৎ কেন যেন রেগে উঠল পামেলা।

'কাজের কথা একটাই, তোমাদের প্ল্যান আমাকে জানতে দিতে হবে,' বলল

রানা।

'হাসাবেন না। আপনি যা জানেন বলে দাবি করছেন তাও জানেন কিনা সন্দেহ আছে···।'

মুচকি হেসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'চেহারা দেখে মনে হয়, আমি ঠকবাজ?'

'চেহারা দেখে সব বোঝা যায় না।' চট করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল পামেলা। 'ইস, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ব্যস্ত হয়ো না, পামেলা। ওরা নিজেরা সমুদ্র খুঁজে নিতে পারবে। আরেকটু কনিয়্যাক খাও। তারপর এসো চিন্তা করে বের···।'

'শুধু সমুদ্র নয়—ম্যাটস, সানট্যান অয়েল, আমব্রেলা, আর রিফ্রেশমেন্ট দরকার হবে ওদের। বেশ, নাহয় পাঁচ মিনিট দেরি হবে। দিন আরেকটু।'

ফ্লাস্ক খুলে গ্লাসে কনিয়্যাক ঢালল রানা। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পামেলা। ট্র্যান্সমিটারটা রোপণ করার জন্যে একা হতে হবে রানাকে। 'যাও, কাপড় পরে তৈরি হও,' বলল রানা। 'দরজা খোলা রাখো, যাতে কথা বলতে পারি।'

'ভেতরে বেদিং স্যুট পরে তৈরি হয়েই আছি,' নার্ভাস একটু হাসল পামেলা। 'বিশ লাখ ডলার চাইলেন আপনি। অথচ আপনাকে পাগল ভাবতে রাজি নই আমি। আপনি কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না···।'

'বখরা নিয়েছি জানাজানি হয়ে গেলে রানা এজেন্সি লাইসেন্স হারাবে তা জানো? বিশ লাখ তো কমই চেয়েছি। তবে এখুনি দিতে হবে তা বলছি না। এতবড় অঙ্কের টাকা দেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার তোমার আছে বলে মনে হয় না···।'

'সবই দেখছি বোঝেন!'

'আমার প্রস্তাব তো শুনলে,' বলল রানা। 'হ্যারির সাথে পরামর্শ করে দেখো সে কি বলে। সারা দিন তোমার আশপাশেই থাকব আমি, তবে ডেডলাইন কাল সকাল। ভেনিজুয়েলায় পা ফেলার মুহূর্ত থেকে তুমি আমার পাশে থাকবে। এটা ব্যবসা, কাজেই হ্যারি যেন ঈর্ষায় না ভোগে। তুমি যদি বোকার মত কিছু করো, গুলি খাবে।'

'অপেক্ষা করছিলাম আবার কখন মেলোড্রামা শুরু হয়।'

'ঠাট্টা নয়, পামেলা। যদি দেখি তুমি বেঈমানী করছ, সত্যি খুন করব। খুন করে কিভাবে পার পেতে হয় আমার জানা আছে। আর যদি প্রমাণ না পাই, শুধু সন্দেহ হয়, তাহলেও গুলি করব—তবে হাঁটুতে।' পামেলার নগ্ন হাঁটুতে আঙুলের টোকা দিল রানা। 'হাড়ের জোড়াগুলো ওখানে ভারি জটিল, থারটি-এইট ক্যালিবারের একটা বুলেট কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে তুমি জানো না। কাজেই, সাবধান।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, তবে মিথ্যে ভয় নয়।'

দাঁড়াল পামেলা, কিমোনোর ফিতে শক্ত করে বাঁধল কোমরে। 'কি ঠিক হলো পরে আপনি জানতে পারবেন।'

মুখ তুলে তাকাল রানা, ঠোঁটে শব্দহীন হাসি। ট্র্যান্সমিটার এখনও পকেটে

রয়েছে। 'তোমার জানা দরকার, আমি শুধু টাকার লোভী নই। তোমার পাশে থাকার একটা লোভও আমার আছে।.এই ব্যাপারটা বুঝতে এবং মেনে নিতে হবে হ্যারিকে।' হঠাৎ ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পামেলার কোমরে হাত রেখে তাকে নিজের দিকে টানল রানা, চুমো খেল ঠোঁটে। দম আটকে থাকল পামেলার, নিষ্প্রাণ পাথরের মত স্থির হয়ে থাকল সে। আরও কাছে টেনে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে এল রানা, পিঠের মাংস খামচে ধরল। 'ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।'

চোখ তুলে রানার চোখে তাকাল পামেলা, ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে। তার চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার আন্দাজ করতে পারল রানা—লোকটাকে যদি প্রেমের ফাঁদে ফেলা যায়, অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে। নিজেকে হুকুম করল পামেলা, তার হাত জোড়া রানার নগ্ন ঘাড়ে উঠে এল।

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল পামেলা, একটু একটু কাঁপছে তার শরীর। 'হ্যাঁ, রানা। ভেবে দেখতে পারি, আবার নতুন করে শুরু করা যায় কিনা···।'

সিনেমার নায়কদের মত সংলাপ আওড়াল রানা, 'তুমি আমার চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, সে আমি দেখতে পারব না, ফর গডস সেক।' পামেলাকে দু'হাতে ধরে বুকের কাছে তুলে নিল ও, বিছানার দিকে এগোল। মনে মনে ভাবছে, আরে, বাধা দেয় না কেন! কি মুশকিল!

বিছানায় তৎপর হয়ে উঠল পামেলা। ব্যস্ত হাতে কিমানোর ফিতে খুলল সে। ভেতরে ছোট্ট দু'টুকরো লাল কাপড়, বেদিং স্যুটের কাজ করছে। কাপড় ঢাকা অবস্থায় মেয়েটাকে সাধারণ মনে হয়, কাজে ব্যস্ত আর-দশটা মেয়ের মত। কাপড়ের ভেতর সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। একটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল পামেলা, রানার জন্যে অপেক্ষা করছে। কোটের সাইড পকেট থেকে ট্র্যান্সমিটারটা বের করল রানা, সেন্ডিং সুইচ অন করল, তারপর পাশ ফেরার সময় টেবিলের তলায় চেপে আটকে দিল সেটা। এতক্ষণে পামেলাকে চুমো খেল ও। ওর পিঠে হাত রেখে কাছে টানল পামেলা।

খানিক পর মাথা তুলে এই প্রথম নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আসলে তুমি চাও না, তাই না?'

রানার বুকে মুখ ঘষল পামেলা, শরীরটা মোচড় খাচ্ছে, বাঁকা হচ্ছে ধনুকের মত। 'ছোঁও,' ফিসফিস করল সে। 'বুঝতে পারবে কতটা চাই।'

ছুঁলো রানা।

চোখ বুজে পড়ে থাকল পামেলা, হাত দুটো রানার শরীরে খেলা করছে। 'রানা?'

রানা সাড়া দিচ্ছে না দেখে চোখ মেলল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'উচিত হচ্ছে না, বুঝলে। তুমি অভিনয় করছ। কিংবা অন্য কি যেন ভাবছ। তাছাড়া, এখন যদি তোমার স্বামী নক করে দরজায়? কি বলবে তাকে? বলবে, আমাকে কম টাকা নিতে রাজি করানোর জন্যে। এছাড়া কোন উপায় ছিল না?'

গুঙিয়ে উঠল পামেলা। 'সে উদ্দেশ্যেই শুরু করেছিলাম,' বলল সে। 'এখন অন্য রকম হয়ে গেছে।' মাথা একটু তুলে রানার ঠোঁটে চুমো খেল সে। 'যতই ভাব দেখাও, আসলে তুমি মোটেও নিষ্ঠুর নও, রানা। এমনভাবে ছুঁলে আমাকে, আমি যেন সাত রাজার ধন। হ্যারি তো এভাবে কখনও আমাকে ছোঁয় না। ও যদি দেখে ফেলে? কথাটা কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। মেয়েদের পত্রিকায় বিয়ের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়, আমাদের বিয়েটা তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি। তুমি যদি আগে বাড়তে চাও, আমার আপত্তি নেই। শুধু যদি শারীরিক অর্থে ধরি, আমি জানি স্বর্গসুখ পাব। তবে সময়টা বোধহয় অসময়, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে বলল রানা।

দু'হাতে রানার মুখ ধরল পামেলা। 'তোমার মনে হয়, আমরা বন্ধু হতে পারব?'

'তোমার সম্পর্কে কতটুকু আমি জানি বলো!'

'তুমিও তো আমার কাছে একটা রহস্য! এই, এবার আমাকে যেতে হয়। ওরা বোধহয় এতক্ষণে বিদ্রোহ করে বসেছে।'

বিছানা থেকে নামল রানা। পামেলা বিকিনি পরল।

'চলো না, সাঁতার কাটতে যাই। সেক্স আর টাকা ছাড়াও তো আলাপ করার অনেক বিষয় আছে।'

'আমার কাজ আছে,' বলল রানা।

'কাজ মানে কি স্কুল মাস্টারনীর সাথে গল্প করা?'

'একটা। বেচারা এ লাইনে নতুন, এখনও ষড়যন্ত্র পাকাতে পটু নয়। সে আমাকে বলতে চাইবে কারা যেন সোনা স্মাগলিঙের জন্যে ডিসি-এইট ব্যবহার করছে। আমি অবাক হবার ভান করব। সমস্যা কি জানো? জুলি হপার যদি আর কারও সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করে, বিপদ হবে।'

'কি রকম?'

'ধরো এমন একজন লোকের কানে কথাটা গেল যার প্লেনটাকে সার্চ করাবার ক্ষমতা আছে। চিন্তার কিছু নেই, মহিলাকে সামলাতে পারব আমি। তবে, আমাকে জানতে হবে কার্গোটা কতক্ষণ থাকবে প্লেনে।'

গায়ে কিমোনো জড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে পামেলা, মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে। 'একজনের সাথে কথা বলে জেনে নেব, তোমাকে জানানো যায় কিনা। ঠিক আছে? তুমি নিশ্চয় বোঝো, আমার ভূমিকা নেহাতই নগণ্য।'

'তুমি জানো না কে ডেলিভারি নিতে আসবে?'

'সত্যি, ঈশ্বরের দিব্যি, জানি না। হ্যারিকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি জানি কিভাবে কথা বলাতে হয় ওকে। রোজ দুপুরের পর মদ খেতে বসে। হুঁশ থাকে না।' রানার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না পামেলা, তবে বলার ভঙ্গিতে জরুরী একটা ভাব থাকল।

'বেশ, দিলাম তোমার হাতে ছেড়ে,' এক মুহূর্ত পর বলল রানা। 'তোমার সাথে আমার তাহলে একটা চুক্তি থাকল।'

'ঠিক চুক্তি নয়।' রানার ঠোঁটে আবার চুমো খেল পামেলা। 'চুক্তি যদি হয় তো লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে হবে সেটা। বন্ধুত্বের। গড, কি যে দেরি করছি! মেয়েলোকগুলো আমাকে কাঁচা খাবে!'

পাঁচ

আগেই পৌঁচেছে জুলি হপার, অপেক্ষা করছে রানার জন্যে। স্লো কিং আইসক্রীম পারলারের সামনের একটা জানালা দিয়ে তার মাথার খানিকটা দেখতে পেল রানা, পিছন দিকের একটা বুদে বসে আছে। ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, ছোট ছোট কেবিনের মত বুদ ছাড়াও কাউন্টারের সামনে উঁচু টুল রয়েছে অনেকগুলো, বেশিরভাগই খালি। এয়ারকন্ডিশন ইউনিট থাকা সত্ত্বেও মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। টুলে বসা কয়েকজন লোক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাকে।

বুদে ঢুকে একটা সিগারেট ধরাল রানা। চকলেট আইসক্রীম খাচ্ছে জুলি হপার, চেহারায় বিরক্তি নিয়ে হাতঘড়ি দেখল সে। 'পনেরো মিনিট দেরি,' অভিযোগের সুরে বলল মহিলা। 'কাজের মানুষদের সময়জ্ঞান থাকা দরকার।'

'হার্দিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম,' রহস্য করে বলল রানা। 'আইসক্রীম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না এখানে?'

'সফট ড্রিঙ্কস। হট চকলেট। জানি, রাস্তার ওপারে একটা পাবে থাকতে পারলে খুশি হতেন আপনি। কিন্তু এই জায়গাটা নিরাপদ।'

প্লেইন আইসক্রীমের অর্ডার দিয়ে সিগারেটে টান দিল রানা। 'এবার বলুন।'

'আপনার মনে হয়নি, প্লেনের অর্ধেক লোকই আলফ্রেড হিচককের ছবিতে অভিনয় করছে?'

'সবার কথা জানি না, সম্ভবত আপনি...।'

'থামুন,' প্রায় ধমক দিয়ে রানাকে থামিয়ে দিল জুলি হপার। বয়স পঁয়ত্রিশ চল্লিশ যাই হোক, প্রসাধনচর্চিত মুখ দেখে এই মুহূর্তে তাকে অল্প বয়স্ক দেখাচ্ছে। 'এ-ধরনের ট্যুরে আপনি এই প্রথম এসেছেন, ট্যুরিস্টদের ধরন-ধারণ সম্পর্কে আপনি কিছু বুঝবেন না।'

'কি করে জানলেন প্রথম এসেছি?'

'বোঝাই যায়,' হেসে উঠে বলল জুলি হপার। 'বেড়াতে বেরিয়ে সাথে কেউ পিস্তল-রিভলভার রাখে না। সুন্দরী সঙ্গিনীকে নিয়ে এসে তাকে বাদ দিয়ে একাই এখানে সেখানে ঢুঁ মেরে বেড়ায় না।'

মহিলার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। এত দূরে দিনের আলো খুব কমই ঢুকেছে বুদে। সাদা একটা লিনেনের পোশাক পরেছে সে, মসৃণ কাঁধ-জোড়া নগ্ন।

'জানেন, লাঞ্চের সাথে কি খেতে দিয়েছিল ওরা? হুইস্কি। জীবনে এই প্রথম

খেলাম। তিনবারের বার ভাবলাম, আপনার সাথে কথা বলতে হলে মাতাল হওয়া চলে না। তারপর ভাবলাম, ওস্তাদ উপস্থিত থাকলে আমাকে দিয়ে ঠিক কি করাতে চাইতেন···।'

'কোন্ ওস্তাদের কথা বলছেন?'

'কেন, হিচকক। ওর ছবির ভারি ভক্ত আমি। "দ্য লেডি ভ্যানিশেস" চোদ্দ বার দেখেছি। আপনার জানা আছে, গোটা ব্যাপারটা ট্রেনের ওপর? নায়কের কম্পার্টমেন্টে যারা আছে সবাই অদ্ভুত মানুষ। ছোটখাট ভালমানুষ বুড়ি মহিলা, জানা গেল সে কিনা ব্রিটিশ স্পাই। নান-কে দেখা গেল হাইহিল পরে হাঁটাচলা করছে। অবাক হবেন না, মি. রানা, জ্বী-হ্যাঁ বাস্তবেও এ-সব ঘটে। আমাদের নিগ্রো ফাদারের কথাই ধরুন না। ওই লোক ফাদার হলে আমিও ফাদার।'

'সে কি হাইহিল পরে?'

'আপনি আমাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না,' অসন্তুষ্ট হলো জুলি হপার। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, প্যাকেজ ট্যুরের ব্যাপারে আমি একজন এক্সপার্ট। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমাদের এই ট্যুরটা অর্ডিনারি কোন ট্যুর নয়। টেডি ফস্টারের কথা ধরুন। সে একা কেন? তার পেশা কি?'

'ভ্যাকিউম ক্লীনার বিক্রি করে,' বলল রানা। 'না, বদলেছে। আসলে ব্যাংক ইনভেস্টিগেটর।'

'ব্যাংক ইনভেস্টিগেটর না ছাই! পামেলা ব্রাউনকেও আপনি চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন না। সে-ও গভীর জলের মাছ। এই কাজে এত রূপসী মেয়ে, কেন? তার স্বামী হ্যারি সম্পর্কে আমি অবশ্য নিশ্চিত নই। তাকে দু'বার ঘষে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু ফুলকি ছোটে না। এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি ইনভেস্টিগেটর দি গ্রেট মাসুদ রানা সম্পর্কে।'

ওয়েটার আইসক্রীম দিয়ে গেল, কিন্তু রানা উৎসাহিত বোধ করল না।

'বলা হচ্ছে, আপনি একজন ইনভেস্টিগেটর,' আবার শুরু করল জুলি হপার। 'সম্ভবত মার্ডার কেসে এক্সপার্ট। মোটা অঙ্কের ফি নেন। প্রায় ক্ষেত্রেই আইনের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রহস্যের কিনারা করেন। ভুল হচ্ছে কি?'

'স্কুল টীচারদের মত ঘন ঘন না হলেও, ইনভেস্টিগেটররাও ছুটিছাঁটায় বেড়াতে বেরোয়।'

'উঁহুঁ, আমি বেড়াতে বেরোইনি। কারিকুলাম প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ওপর কাজ করছি আমি। আপনিও বেড়াতে বেরিয়েছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ আপনার আচরণ। পামেলার স্কার্ট থেকে ব্লাউজ টেনে বের করেছেন আপনি—এ সিমবোলিক রেপ।'

হেসে উঠল রানা।

'জানেন, দৃশ্যটা দেখে সবাই কিরকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল? তার আগে রিভলভারটা ফেলে দিলেন। অভিনয়, সন্দেহ কি। আরও শুনবেন? টেক-অফ করার আগে ক্যাপটেন দু'আউন্স হুইস্কি গিলল। ফেডারেল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা অনুমোদন করবে? আপনি জানেন, রেভারেন্ড কিংসটন পারকারের ব্যাগ খোলা

হয়নি কাস্টমস চেকিঙের সময়? এবার আপনার হিলডা বেকার প্রসঙ্গ। তার কথায় কোন্ দেশের সুর বাজে? সুইডিশ, তাই না?'

'জার্মান।'

'হতে পারে। এত রূপ নিয়ে কেন সে আপনার সাথে জুটল? কেন সে একা একা থাকে? আমার ধারণা মেয়েটা আসলে লেসবিয়ান।'

'আহ্,' আপত্তির সুরে বলল রানা।

'পুরুষদের বোকা বানানো কঠিন নয়। আমার কথাই ধরুন, কেউ ধরতে পেরেছে ওটা অভিনয় ছিল, আমি ক্র্যাম্পের শিকার হইনি?'

'ভাল।'

'আপনি কি জানতে পেরেছেন, আসলে কি জিনিস স্মাগল করছে ওরা?'

একটা হাত তুলে জুলি হপারকে থামিয়ে দিল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন ফাদার পারকার আর অন্যান্য সবাই…?'

'না বোঝার ভান করবেন না, মি. রানা। আপনি দশ পার্সেন্টের জন্যে লালায়িত, তাই না?'

'কিসের দশ পার্সেন্ট?'

'প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে এখনও তৈরি নই,' সকৌতুকে রানার দিকে তাকাল জুলি হপার, তারপর হাতব্যাগ থেকে এক পাইন্টের চ্যাপ্টা একটা কনিয়্যাকের বোতল বের করল। 'ধারণা ছিল, বিদ্রূপাত্মক একটা ভূমিকা নেবেন আপনি, কাজেই প্রস্তুত হয়েই এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন, জিনিসটা বান্ডি। আপনি যতটুকু ভাবেন তারচেয়ে হয়তো বেশি জানি আপনার সম্পর্কে। আপনার কাছে আবেদন, আমার সাথে সহযোগিতা করুন—শুনেছি কড়া মদ নাকি উদার হতে মানুষকে সাহায্য করে।' নিজের গ্লাসে খানিকটা কনিয়্যাক ঢেলে রানার দিকে ঠেলে দিল সেটা, তারপর সরাসরি বোতল থেকে এক ঢোক খেল নিজে। 'এক্সপেরিমেন্ট না করলে অভিজ্ঞতা বাড়ে না।'

'কিংসটন পারকারকে ফাদার মনে না করার কি কারণ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, ফ্লাইট ব্যাগের চেইন আটকে গেলে, সত্যিকার একজন ফাদার কি এই শব্দটা উচ্চারণ করবে?' টেবিলের ওপর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল জুলি হপার, নিচু গলায় অশ্লীল শব্দটা উচ্চারণ করল। 'করবে কি?'

'ইপিসকোপাল পাদরিদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই আমার।'

রানার হাতে হাত রাখল সে, পরমুহূর্তে স্যাৎ করে টেনে নিল। 'দুঃখিত, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি।'

'দেখুন,' বলল রানা। 'আমার আরও কাজ আছে। সত্যি যদি কিছু বলতে চান…।'

'বলব বৈকি,' আবার বোতলটা মুখের সামনে তুলল জুলি হপার।

সেটা কেড়ে নিল রানা। 'পরে অসুবিধে হবে।'

'তারমানে কি আপনি হিউম্যান?' খিলখিল করে হেসে উঠল জুলি হপার। 'মি.

রানা, আমাকে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা জানে, মাঝেমধ্যে এ-জিনিস গোপনে খাই আমি। সাঁইত্রিশ, বুঝতে পারছেন না, ভয়ঙ্কর একটা বয়স! সঙ্গী নেই, প্রেম নেই, চেহারা নেই, যৌবন নেই—কি নিয়ে বেঁচে থাকি বলুন? মিলওয়াকি স্কুল সিস্টেমের পে-স্কেল আমাকে আর কিছু দিতে পারবে না। পয়সা খুব বেশি নয়, তবে না ওড়ালে খাবে কে?'

'আপনি কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছেন।'

'একটা তথ্য দেব আপনাকে, বেশ দামী তথ্য। তার আগে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন। আপনার ঠোঁটের কোণে লিপস্টিকের দাগ। উচিত ছিল আমার কাছে আসার আগে আয়নায় একবার চেহারাটা দেখে আসা। আপনার সঙ্গিনীকে আমি লক্ষ করেছি, এ লিপস্টিক তার নয়। অনেকটা যেন পামেলার মত। হয়তো বলবেন, বাধ্য হয়ে তাকে আপনার চুমো খেতে হয়েছে। অবশ্য আপনাদের যা পেশা, এ-ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে···।' আবার বোতলের দিকে হাত বাড়াল জুলি হপার, এবার আর রানা বাধা দিল না।

এক ঢোক ব্রান্ডি খেয়ে একটা ঢেকুর তুলল জুলি হপার। 'ট্যুর শুরু হবার একদিন আগে মায়ামিতে আসি আমি, রোদ-টোদ মাখার জন্যে আর কি। সুটকেসটা এয়ারপোর্টেই রেখে আসি। হিচকক কাকতালীয় ঘটনার আশ্রয় খুব একটা নেন না, তবে বাস্তব জীবনে কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। সুটকেস জমা দেয়ার সময় দেখলাম একটা চেকপয়েন্ট কাউন্টারে বড় একটা ব্যাগেজ ওয়াগন রয়েছে। একটা বড় ট্রাংকের লেবেল দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। নাম লেখা রয়েছে জুলি হপার। মনে করিয়ে দেয়ার দরকার আছে কি, ওটা আমার নাম?'

'বলে যান।'

'ট্রাংকটা নতুন, অবশ্যই আমার নয়। ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি, কারণ জুলি হপার নামে আরও মানুষ আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু তারপরই পরিচয় হলো অঙ্কের মাস্টার গ্লেনডা বুচারের সাথে। ইস্ট সেন্ট লুইস থেকে এসেছেন উনি, প্লেনে আমার পেছনের সীটে বসেছিলেন। পরিচয় হতেই আমার মনে পড়ে গেল। তার নামেও একটা ট্রাংক দেখেছি আমি এয়ারপোর্টে। বুঝতে পারছেন, কি করছে ওরা? ট্যুরে যারা আমরা আছি, সবার নামে একটা করে সুটকেস নয়তো ট্রাংক নিয়ে এসেছে ওরা। ওগুলো খুলে ভেতরে তাকালে চমকে উঠবেন, বাজি ধরে বলতে পারি। আমরা কিছুই জানি না, অথচ আমাদের নাম লেখা ট্রাংকে করে চোরাচালানের জিনিস আনা হয়েছে।'

'একটা তথ্য বটে, কিন্তু খুব দামী বলা যায় না,' মন্তব্য করল রানা।

'সবুর। লাগেজ যখন লোড করছিল আমি তখন মায়ামি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ছিলাম। জানালা দিয়ে দেখেছি সব। আপনি জানেন লাগেজ স্পেস রয়েছে প্লেনের তলার দিকে। আলাদা দরজা নিয়ে তিনটে কম্পার্টমেন্ট। ওরা একটা মেটাল কন্টেইনারে ব্যাগ, সুটকেস আর ট্রাংক লোড করে, তারপর টার্মিন্যাল থেকে ফর্কলিফটে করে বের করা হয়। এভাবে তিনটে কম্পার্টমেন্ট ভরে ওরা। তখন

আমি লক্ষ করি, হ্যারি ব্রাউন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি আমি জীবনে কখনও ভুলব না, মি. রানা। কেউ যে কারও দিকে এমন ঘৃণার সাথে তাকাতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।'

'সে কিছু বলল আপনাকে?'

'আপনার ধারণা গোটা ব্যাপারটা আমি স্বপ্নে দেখেছি? কিন্তু আজ সকালে যা দেখলাম, সেটাও কি স্বপ্ন? প্লেন থেকে মাত্র দুটো কন্টেইনার বের করা হলো, তিনটে নয়। কাজেই আমাকে তৎপর হতে হলো।'

'কি করলেন আপনি?'

'হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অন্য ট্রাংকটা কোথায়? কিসের অন্য ট্রাংক, হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল সে। আমি বললাম, নতুনটা? বললে বিশ্বাস করবেন, মেয়েদের মত লাল হয়ে উঠল তার চেহারা? ঠিক আছে, খুঁজে দেখব, বলে পালিয়ে বাঁচল। বুঝলাম, ভুয়া সুটকেস আর ট্রাংকগুলো তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টে রয়ে গেছে। এখনও যদি আপনি অবিশ্বাস করেন, তাহলে আরও একটা তথ্য দিই আপনাকে—মুখ বন্ধ রাখার জন্যে পামেলা আমাকে ঘুষ দিতে চেয়েছে।'

'সব খুলে বলুন। কখন?'

'আজ সকালে হোটেলের লবিতে। খুব উৎসাহ নিয়ে আমার কয়েকটা ট্রান্সপ্যারেন্সি দেখল সে। ওদের ট্রাভেল এজেন্সি স্যুভেনির না কি যেন একটা বের করবে, তার জন্যে আমাকে ছবি তোলার জন্যে সেন্ট আলবানসে থেকে যেতে বলল। এখানে থেকে গেলে প্লেনে থাকব না, কাজেই লাগেজ সম্পর্কে কোন প্রশ্নও তুলতে পারব না, তাই না? কিন্তু কি করে থাকি, আমার ট্রেনিঙের সাফল্য নির্ভর করছে বিভিন্ন রাজধানীর ফটো তোলার ওপর। এ-কথা শুনে কি বলল জানেন? বলল ভেনিজুয়েলা বাদ দিয়ে দলের সাথে আবার আমি ব্রাজিলে যোগ দিতে পারি। কিন্তু…।'

'ব্রাজিলের কোথায়?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্রাজিলিয়ায়।' জুলি হপার এক সেকেন্ডের জন্যে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'ব্রাজিলিয়া, মাই গড! তারমানে ভুয়া লাগেজগুলো কারাকাস-এ রেখে যাবে ওরা। আমার সমস্ত সঞ্চয় বাজি রাখতে পারি। ব্রাজিলিয়ায় প্লেনে উঠে জুলি হপার ওদের কোন বিপদে ফেলতে পারবে না, কারণ হ্যাচ তখন খালি থাকবে!'

ক্ষীণ একটু হতাশা বোধ করল রানা। পামেলাকে ওর ভাল লাগতে শুরু করেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল ও, এতদিনে ওর এই জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল যে আনাড়ি হাতে বাঁধা বিকিনির ভেতর একটা মেয়ে যত সুন্দরই হোক, তার পক্ষেও বেআইনী কাজের সাথে জড়িত থাকা সম্ভব।

'এখন যখন আমি জানি আমরা দু'জন একসাথে কাজ করছি, আরেকটু ব্রান্ডি খাওয়া যেতে পারে…।'

জুলি হপারকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'একসাথে কাজ করব বলেছি নাকি?'

'বলেননি, তবে করবেন। হাতে আরও কিছু গোলাবারুদ আছে আমার। কাল রাতে টিভির খবর শুনেছিলাম, মি. রানা। বিশদ মনে রাখিনি, কারণ কে জানত

সকালে আপনি আমার গোড়ালিতে হাত বুলাবেন···,' খিলখিল করে হেসে উঠল মহিলা।

'টিভির খবর,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'আজকাল জাপানীদের সাথে আপনার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না, ঠিক?' কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞেস করল জুলি হপার। 'জানি না এর সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তবে কি দেখেছি শুনুন। গিফট শপে ঢুকে পোস্টকার্ড দেখছিলাম, প্লেনের এক আরোহীকে দেখলাম জাপানী একটা লোকের সাথে ফিসফাস করছে।' বোতল থেকে সরাসরি আরেক ঢোক কনিয়্যাক খেল সে।

'তারপর?'

'জাপানী লোকটাকে দেখে মনে হলো, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। ওরা গোপন কোন বিষয়ে আলাপ করছিল কিনা, আলফ্রেড হিচকক ভাল বলতে পারতেন। জাপানী লোকটা দশাসই, কুস্তিগীরের মত, মহা শক্তিশালী। জানেন, তার ক্যামেরাটা কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। এই আকৃতির ক্যামেরা বাপের কালেও দেখিনি।'

'কার সাথে কথা বলছিল?'

বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল জুলি হপার। 'আপনি যদি আমার রুটিতে মাখন মাখান, আমিও আপনার রুটিতে মাখন মাখাব। অন্যায় কিছু বললাম কি?'

'তা জানি না, তবে নিজের ওপর অন্যায় করছেন আপনি,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'আপনাকে বুঝতে হবে, এটা নির্দোষ টেবিল টেনিস খেলা নয়। যাদের কথা বলছেন, তারা মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে। কাল আমি যে ক্যামেরাটা দেখেছি, সেটা ক্যামেরা ছিল না, ওটা থেকে বুলেট বেরোয়। আপনার কাছে ব্যাপারটা রোমান্টিক হতে পারে, হয়তো একঘেয়েমি কাটাবার খোরাক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি কি খুন হবার জন্যে প্রস্তুত আছেন?'

বিষম খেল জুলি হপার, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'অত দূর গড়াবে না।'

'এরইমধ্যে দু'জন লোক খুন হয়েছে,' বলল রানা। 'আপনি আর কিছু বলবেন?'

'না,' মুখ হাঁড়ি করে বলল জুলি হপার।

'বেশ, এবার তাহলে জবাব দিন,' রাগের সাথে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কিশোরীর মত তিড়িং বিড়িং লাফাবার পিছনে আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনি বয়স্ক মহিলা, কিসে নিজের ভাল বোঝেন না?'

'মি. রানা, আপনি আমার মর্যাদায় আঘাত করছেন!'

'বেশ, আপনার যা খুশি তাই আপনি করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, গ্রেনেড নিয়ে খেলছেন। দয়া করে আশপাশে আমি যখন থাকব তখন ওটা ফাটাবেন না।'

'দেবদূত আর ইনভেস্টিগেটরকে একদৃষ্টিতে দেখতাম, এখন দেখছি ভুল করেছি। একটা অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, বাধা দেব না? স্মাগলিং ক্রাইম নয়?'

'ক্রাইম, কিন্তু সেটা বন্ধ করার জন্যে প্রফেশনাল লোক আছে। আপনি স্কুল মাস্টার, স্মাগলিঙের বিরুদ্ধে লেকচার দেবেন ক্লাস রুমে।'

'তারমানে আমার নাগরিক দায়িত্ব আমি পালন করব না?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জুলি হপার। 'ধরুন ওরা হেরোইন পাচার করছে···।'

'ওরা হেরোইন পাচার করছে না,' বলল রানা। 'আমি জানি।'

রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর জুলি হপার কাঁধ ঝাঁকাল। 'বুঝলাম, কাউকে আপনি সাথে নেবেন না, যা করার একাই করবেন। তাহলে বলেই ফেলি কে ছিল জাপানী লোকটার সাথে। জন হ্যারিস।'

'হ্যারিস?'

'কেবিনের সামনে একা বসেছিল প্লেনে, আপনি সম্ভবত খেয়াল করেননি তাকে। আপনাকে স্বীকার করতে হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য। এরপরও কি আপনি এই অ্যাডভেঞ্চারে আমাকে সাথে রাখবেন না? হিঁচককের ছবিতে···।'

'ছবিতে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে যা করতে বলা হয় সে তাই করে। ভিলেন সব সময় মারা যায়। কিন্তু বাস্তবে ভিলেনরা মারা না-ও যেতে পারে।'

'আপনি আমার দুঃখটা বুঝছেন না, মি. রানা। আমার জীবনে কি আছে বলুন? ঘাড়ে আদর্শ ভর করেছিল, যৌবনটা কাটিয়ে দিয়েছি ছাত্র ঠেঙিয়ে। জীবনকে যখন লোভনীয় বলে মনে হলো, দেখলাম আমি শুকিয়ে গেছি, পুরুষদের প্ররোচিত করার মত যা কিছু ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন সব হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ করে এই ব্যাপারটা চোখে পড়ল, ভাবলাম ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের পুরস্কারটা যদি পাই মন্দ কি। দশ পার্সেন্ট, সে তো অনেক টাকা। আর টাকা থাকলে আবার হয়তো আমি পুরুষদের আকৃষ্ট করতে পারব—অন্তত একজন পুরুষকে পারলেও চলে।'

রানা শুধু নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

'বেশ, নাহয় পুরস্কারের কথা বাদ দিলাম। একটু যদি রোমাঞ্চিত হতে চাই, তাতেও আপনি বাদ সাধবেন? আর কিছু না পারি, আপনার একটা কান হিসেবে তো কাজে লাগতে পারি। কিংবা চোখ হিসেবে। জন হ্যারিসকে একজন জাপানীর সাথে দেখে আমি কি প্রমাণ করিনি···।'

ঠাণ্ডা গলায় রানা বলল, 'সে আমি এমনিতেও জানতে পারতাম। ধন্যবাদ, কিন্তু আপনাকে আমার কোন দরকার নেই। ওরা আপনাকে কেটে পড়ার একটা সুযোগ দিয়েছে, দয়া করে গ্রহণ করুন সেটা। এটা শুধু একটা স্মাগলিং অপারেশন নয়, অন্যান্য আরও দিক আছে।'

'কিন্তু বলবেন কি, কেন আমি আপনার সাহায্যে আসব না?'

'আপনাকে সাথে নেয়া মানে পায়ে শেকল পরা,' বলল রানা। 'অথচ আমাকে যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিকে ছুটতে হতে পারে।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার কাজে আমি বাধা হব না,' জেদের সুরে বলল জুলি হপার। 'হোটেলে ফিরে একটু ঘুমাব, স্বভাবতই একা। তারপর বাইরে বেরিয়ে কিছু ছবি তুলব, ডিনার খাব, ক্যাসিনোয় ঢুকে দু'দশ ডলার হারব। রাতে ফিরে আবার শোব, স্বভাবতই একা। ইতিমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন ঘটনা যদি

দেখতে পাই, গোপনে জানাব আপনাকে। এর মধ্যে ক্ষতিকর কি আছে?'

হাল ছেড়ে দিয়ে রানা বলল, 'বেশ। কিন্তু বোকার মত কিছু একটা ঘটিয়ে বসে ফেঁসে যাবেন না, দোহাই আপনার।'

জুলি হপার ওকে চুমো খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বুঝতে পেরে চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল রানা। বুদ থেকে বেরিয়ে এল। পিছন থেকে মহিলা উৎফুল্ল গলায় বলল, 'বিলটা কিন্তু আমি দেব!'

হোটেলের 'ওয়েলকাম' বার-এ বসে প্রফুল্ল মনে মদ খাচ্ছিল হ্যারি ব্রাউন, তার পাশের খালি টুলটা টেনে বসে পড়ল রানা, কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মারল তার পাঁজরে, 'হাই!' বলে পা দিয়ে পেঁচিয়ে টান দিল তার টুলের পায়ায়। টুল সহ বারের মেঝেতে পড়ে গেল হ্যারি, সেদিকে না তাকিয়ে বারটেন্ডারের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা, মুঠো আলগা করে কাউন্টারে একশো ডলারের একটা নোট রাখল। 'লেগেছে?' জিজ্ঞেস করে হাসল রানা, নিজের টুল থেকে নেমে হ্যারিকে ধরে দাঁড় করাল ও, ছোকরার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে ব্যথায়, কোমরে হাত ডলছে।

আবার তাকে খাড়া করে টুলে বসাল রানা, নিজেও বসল পাশের টুলে। 'সবাইকে দেখলাম রোদ পোহাতে গেছে, তুমি যাওনি কি মনে করে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আপনি আমাকে মারলেন কেন?' রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকাল হ্যারি ব্রাউন। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে, ভুর ভুর করে হুইস্কির গন্ধ ছড়াচ্ছে।

হুইস্কির অর্ডার দিল রানা, তারপর হ্যারির দিকে তাকাল। 'মার কাকে বলে দেখোনি। যাওনি কেন?'

'রোদ সহ্য হয় না,' টুলের ওপর একবার টলে উঠে বলল হ্যারি, ক্ষীণ হাসল। 'পড়ে যেতে দেখলে ধরবেন, প্লীজ। এ-ধরনের প্রোগ্রাম আমি এড়িয়ে চলি।'

'ট্রাভেল বিজনেসে তোমার মন নেই।'

বারটেন্ডারের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা হুইস্কি খেল হ্যারি। 'তা বলতে পারেন। আপনিও শ্রেফ বেড়াতে বেরিয়েছেন, বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি আমার পিছনে লেগেছেন কেন?'

'তুমিই বলো।'

'ঝামেলা পাকিয়ে প্রতিপক্ষকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে চান,' মাতাল হ্যারি মাথা দোলাতে দোলাতে বলল। 'শুনেছেন, বউয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। জানেন, অন্যান্য মেয়েদের সাথে শুচ্ছি আমি। আজ প্লেনে যা করলেন, শুধু একজন শত্রু সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি লাভ হলো?'

'তা জেনে তোমার কি দরকার?'

'বেশ, জানতে চাইব না। কিন্তু আপনি আমার বউকে নিয়ে এ সব করতে থাকলে···জী, ফ্লোর ক্লার্ক মেয়েটা সব আমাকে বলেছে। লাঞ্চের পর আপনি

আমার বউয়ের সাথে দরজা বন্ধ করে আধ ঘণ্টা ছিলেন। বেরিয়ে আসার সময় আপনার ঠোঁটে লিপস্টিকের দাগ ছিল। মাই গড, দাগটা এখনও রয়েছে। কেন, আমার বউয়ের ওপর আপনার নজর পড়ল কেন? আপনার নিজের সঙ্গিনীটি তো খুবই সুন্দরী···।'

'নিজের বউয়ের দিকে ভাল করে তাকাও না, বোঝা গেল,' বলল রানা। 'বিকিনিতে দারুণ দেখায় ওকে, বিকিনি ছাড়া আরও ভাল···।'

'যা ভেবেছি,' অভিযোগের সুরে বলল হ্যারি, 'আপনি আমার পিছনে লেগেছেন। আমাকে খেপিয়ে দিয়ে আপনি পানি ঘোলা করতে চান। আমাদের সবার একটাই কাজ, বলের দিকে চোখ রাখা। আপনি তাতে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে যদি দেখি ব্যাপারটাকে? পামেলার সাথে যা খুশি করুন আপনি, আমি যদি গুরুত্ব না দেই? আমি যদি না খেপি?' মাতালটা হাসতে শুরু করল, যেন রানাকে কোণঠাসা করতে পেরেছে। পরমুহূর্তে রেগে গেল সে। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মি. রানা, আমার বউয়ের সাথে আবার যদি দেখি আপনাকে···।'

'কি করবে তাহলে?'

'তাই তো! কি করব আমি? কি করতে পারি আমি? ফর গডস সেক, মি. রানা, একটু শান্তিতে থাকতে দিন, দোহাই লাগে আপনার! এ-সব করে কোন লাভ নেই, না আমার না আপনার।'

'আমার লাভ আমি ভালই বুঝি,' হাসল রানা। নিজের গ্লাসে পরপর দুটো চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সেটা, টুল ছেড়ে নেমে পড়ল। বারটেন্ডারের উদ্দেশে আবার একবার চোখ টিপল সে, বারটেন্ডার বোবা ভঙ্গি করে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

দুটো বিছানার একটায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে হিলডা বেকার, কানে এয়ারফোন, পরনে বেদিং স্যুট। স্যুটটা এখানে সেখানে গোল আকৃতির ফুটো করা, পামেলার বিকিনির চেয়ে শরীরের অনেক বেশি অংশ ঢেকেছে বটে, কিন্তু একবার তাকালে চোখ ফেরানো কঠিন।

'লোকের ধারণা, পুলিস অফিসাররা খুব রোমান্টিক সময় কাটায়,' অনুযোগের সুরে বলল সে। 'অথচ দেখো আমি কি করছি। ঘরের ভেতর বন্দী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘ্যার ঘ্যার শব্দজট শুনছি।'

'মিনিট কয়েক আগে হ্যারি এলিভেটরে চড়েছে।'

'তার ঘরে ঢোকার আওয়াজ পেয়েছি, কিন্তু ব্যস। ঘরে সে একা। এখনও কোন ফোন কল পায়নি। দুটো বাজার পাঁচ মিনিট আগে ইন্টারেস্টিং কিছু শব্দ শুনেছি বটে, যখন তুমি পামেলাকে পটাবার চেষ্টা করছিলে। নাকি পামেলা তোমাকে পটাবার চেষ্টা করছিল? শুরুটা শোনার সৌভাগ্য হয়নি···।'

হেসে উঠল রানা। 'ট্র্যান্সমিটারটা রাখার সুযোগ খুঁজছিলাম। কড়া নজর রাখছিল ও···।'

'কিন্তু আমার মনে হলো, বেশ দক্ষতার সাথে তাকে সামলাতে পেরেছ তুমি।'

'শেষের দিকে সন্দেহ হলো, ওকে বেছে নিয়ে ভুল করেছি আমরা। স্বামীর সাথে গোলমাল চলছে, এই অবস্থায়ও হ্যারিকে বিপদে পড়তে দেখলে তাকে সাহায্য করবে সে।'

'মেয়েটার প্রতি তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ!'

'মাত্র দু'মিনিটের জন্যে,' বলল রানা। 'ও কিন্তু সরল আর ভারি সুন্দর…।'

'ভেতরটাও, নাকি শুধু বাইরেটা?'

'বোধহয় দুটোই।'

'তাই?' হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল হিলডা। হঠাৎ বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসল সে। 'ঘরে কেউ ঢুকছে!' দ্রুত হাত নেড়ে রানাকে কাছে ডাকল, কান থেকে খুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল এয়ারফোন।

মাথায় সেটা পরল রানা। হ্যারির কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল ও। মাইক্রোফোন থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে সম্ভবত বিছানায় শুয়ে আছে সে।

'এ-ধরনের ঝামেলা হতে থাকলে নির্ঘাত আমার আলসার হয়ে যাবে, ফর গডস সেক…।'

উত্তর দিল একটা নারীকণ্ঠ, কিন্তু অস্পষ্ট, কথাগুলো বোঝা গেল না।

হ্যারি বলে চলেছে, 'অথচ কথা ছিল সব একেবারে পানির মত ঘটবে। তুমি কি এখনও বলবে কাজটা সহজ?'

মেয়েলি কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে, খসখসে শোনাল, '…আতঙ্ক। লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখে…।' পরের কথাগুলো শোনা গেল না, শেষ শব্দটা, '…বোকা।'

'রানাকে বোকা বলছ?' ঝাঁঝের সাথে বলল হ্যারি। 'সে চাইছেও তাই, তুমি তাকে বোকা ভাব। উপায় নেই, টাকা দিয়েই তার মুখ বন্ধ করতে হবে, বুঝলে! খারাপ আমারও লাগছে, কিন্তু আর কিছু করার আছে কি? চেষ্টা করতে হবে যাতে সোনার দুটো বার দিয়ে রেহাই পাওয়া যায়…।'

ঘরের দূর প্রান্ত থেকে কি যেন বলল মেয়েটা। উত্তরে হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, মদ খাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি মাতাল না হলে তোমার অসুবিধে হবে, তা জানো?'

এরপর অনেক কথা শোনা গেল না, শুধু শোনা গেল, '…ওকে এখানে ফেলে যাও।'

সজোরে রানার কাঁধ খামচে ধরল হিলডা।

'কিন্তু সঙ্গিনীটার কি করবে?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি। 'ভেবেছ এখানে কি ঘটছে সে জানে না? করলে দু'জনের ব্যবস্থাই করতে হবে, বুঝলে!'

মেয়েটার কথা এবারও শোনা গেল না।

'পুরোটা মেরে দেয়ার তালে আছে ও? কি বলছ, তোমার কি মাথা খারাপ হলো! ও কি জানে না, একটা অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে? যদি সবটা মেরে দেয়া সম্ভবও হয়, বিক্রি করবে কিভাবে, শুনি? উঁহুঁ, তা নয়—অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হবে ও।'

জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করার আওয়াজ ভেসে এল, দু'একটা বিচ্ছিন্ন শব্দ পেল রানা। 'এর পরিণতি খারাপ হতে পারে…।' তারপর হ্যারির গলাও আর শোনা

গেল না, দূরে সরে গেছে সে।

'ধ্যেৎ!' বলল হিলডা। 'ধেত্তেরি!'

এখনও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া আর কিছু ঢুকল না কানে। খানিক পর কান থেকে এয়ারফোন খুলে বিছানা থেকে নামল ও, কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল।

'হিস্‌স্‌!' হিলডা আওয়াজটা করতেই ছুটে এসে তার হাত থেকে এয়ারফোন নিয়ে কানে ঠেকাল রানা।

হ্যারি বলেছে, 'য়ামি গামাট কেমন দেখতে ও জানে বলছ? খুব খারাপ হলো—তবে, তবু আমি বলব আইডিয়াটা ভাল। কাজ হবে বলে মনে হয়। যদি না হয়, তখন আমার আইডিয়া কাজে লাগাব, ঠিক আছে? এখন আমাকে হুইস্কি খেতে হবে…।'

এরপর ধস্তাধস্তি আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পাওয়া গেল।

হ্যারি কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'এখন নয়, বলছি তো এখন নয়। তোমার কোন সময়জ্ঞান নেই? মাসুদ রানাকে পেলে সন্তুষ্ট হও?'

চড় মারার শব্দ হলো। তারপর আবার ধস্তাধস্তির আওয়াজ। অনেকক্ষণ কোন কথা শোনা গেল না। কি যেন একটা পড়ে ভেঙে গেল।

দড়াম করে বন্ধ হলো একটা দরজা।

ছয়

ডিনারের সাথে সৌজন্যসূচক এক গ্লাস করে শ্যাম্পেন দেয়া হলো ট্যুরের সব ক'জন সদস্যকে, তারপর মাথা পিছু দশ ডলার করে চিপস পেল সবাই ক্যাসিনোয় ঢোকার জন্যে। গ্যাম্বলিং হলটা বিশাল, সিলিং থেকে সুদৃশ্য ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেয়ালগুলো প্যানেল দিয়ে ঢাকা, সান্ধ্য পোশাক পরা পুরুষ অ্যাটেনড্যান্টরা সুদর্শন ও চটপটে। ক্যাসিনোর সাথেই মার্কিন ধাঁচে তৈরি সুপারমার্কেট, টাকা থাকলে বাঘের চোখ তো পাওয়া যাবেই, সম্ভব অসম্ভব বিভিন্ন ধরনের খেলাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে। ডিক নিক্সন, ওদের চার্টার করা ডিসি-এইটের পাইলট, বন্দুক বাগিয়ে কাঁকড়া শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, প্যান আমেরিকানে চাকরি করার সময় তার এই হবি-টাই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রৌঢ়া কয়েকজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে দেখা গেল স্লট মেশিনে হাফ ডলার যোগান দিয়ে যাচ্ছে অবিরাম।

রুলেৎ টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকের মধ্যে রেভারেন্ড ফাদার কিংসটন পারকারও রয়েছে, রানার সাথে চোখাচোখি হতে চোখ উল্টে ভিরমি যাওয়ার কৌতুককর ভঙ্গি করল সে। রানা অলস ভঙ্গিতে খেলছে, এবং একনাগাড়ে জিতে চলেছে। 'এটাই স্বাভাবিক, যেহেতু আপনি হিরো,' কে যেন বলল ওর পাশ থেকে। দেড় ঘন্টায় এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলারের চিপস জমে গেছে টেবিলে। অন্যান্য

টেবিলের খেলা প্রায় বন্ধ, সবাই ভিড় করেছে ওকে ঘিরে। মহিলারা ওর গায়ে মাথায় হাত ঘষছে, সৌভাগ্যের পরশ পেতে চায়। একটা কমবিনেশন বেট হারল রানা, পরের বার মোটা অঙ্কের টাকা জিতল। ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে ক্রুপীয়ার, চিপসের বড়সড় আরও একটা স্তূপ রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

পরবর্তী দানে পাঁচশো ডলার খেলল রানা, হারল।

আর সবার মত হিলডা বেকারও আনন্দে ছটফট করছে। রূপালি সান্ধ্য পোশাক পরেছে সে, পিঠটা উদোম। আরও পাঁচশো ডলার হারল রানা। কিন্তু টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে নিল আবার জিতে এতক্ষণে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করল ও। জেতার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, হিলডার গাল টিপে দেয়ার ছলে হলের চারদিকে চোখ বুলাল।

প্রফেশনালদের চিনতে অসুবিধে হলো না। তারা দাঁড়িয়ে থাকুক বা বসে, ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত একটা অচল-অটল ভাব থাকে। নিউ ইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে কাজ করত এক সময়, এমন দু'একজনকে চিনতেও পারল রানা।

ও বাজি ধরবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রুপীয়ার।

'তোমার নাম কি হে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

লোকটা ছোটখাট ইটালিয়ান, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। 'হেনরি লারজু।'

পাঁচশো ডলারের চিপস হাতে নিল রানা, কিন্তু টেবিলে রাখতে দেরি করল। 'ইদানীং খবরাখবর রাখা হয় না—কে চালাচ্ছে ক্যাসিনো?'

'কেন, ইটুরি ব্যালেটা,' সাথে সাথে ভুলটা শুধরে নিল সে, 'মি. ব্যালেটা।'

'ডাকো তাকে।'

'এখানে তো কোন কারচুপি হয়নি…।'

'ডাকো তাকে।' চিপস কালোয় ফেলে বাজি ধরল রানা, বন বন করে ঘুরতে লাগল হুইল। আবার জিতল রানা, ওর দু'পাশ থেকে উল্লাসে ফেটে পড়ল লোকজন। 'মার্ভেলাস, রানা, মার্ভেলাস!' রানার কাঁধ খামচে ধরে, ওর কানের লতিতে মৃদু কামড় বসাল হিলডা বেকার। 'তুমি আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছ।'

হিলডা সবগুলো চিপস থাকে থাকে গুছাচ্ছে, রানার কনুইয়ের কাছে এসে থামল একহারা গড়নের এক লোক, মাথায় টাক, ঠোঁটের কোণে চুরুট, পরনে সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট।

'আছ কেমন, ইটুরি?' জিজ্ঞেস করল রানা, পিছন দিকে না তাকিয়েই।

'এই চলে যাচ্ছে, মি. রানা। আপনি কেমন? আজ আপনার ভাগ্যটা ভালই দেখছি।'

'অথচ মূলধন বলতে ছিল কমপ্লিমেন্টারি দশ ডলার। ডাকলাম তোমাদের প্রশংসা করার জন্যে, ইটুরি। খেলায় এখানে তোমরা একেবারেই কোন কারচুপি করো না।'

'হে-হে,' হাত কচলাল ইটুরি ব্যালেটা।

'অথচ তোমার রেকর্ড আমি জানি,' বলল রানা। 'যাকগে। ভাল হয়ে গেছ,

খুশির কথা···।'

'মি. রানা, অফিসে আসুন না, প্লীজ···।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ইটুরি ব্যালেটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও। 'না। আমার যা বলার আছে, সবার সামনে বলতে চাই, ইটুরি। ভাষণ দেব না, দু'চার কথায় সারব। এখানে আসার পথে রাস্তার কিছু ছেলে দেখলাম, পেটে রুটি নেই গায়ে কাপড় নেই। অথচ এই শহরে তোমরা চুটিয়ে ব্যবসা করছ!' সবিস্ময়ে ইটুরির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, যেন এরচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। 'না-না, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, তোমাকে আমি দাতা হাতেম তাই হতে বলছি না···।'

'দাতা হাতেম তাই?' আকাশ থেকে পড়ল ইটুরি ব্যালেটা।

'বাদ দাও, চিনবে না,' গম্ভীর একটু হাসল রানা, ফিরল হিলডার দিকে। 'মোট কত জিতেছি?'

'এক লাখ তিরিশ হাজার ডলারের কিছু বেশি।'

'এত!' ইটুরি ব্যালেটার দিকে ফিরল রানা। 'কিছুটা সুখ্যাতি কেনার সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, এমন সুযোগ আর পাবে না। আমার তরফ থেকে এই এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার তুমি গরীব মিসকিনকে দান করবে। আমি এখানে থাকছি না, আর দান করার কাজটা ভারি ঝামেলার, তাই তোমাকেই সামলাতে হবে সব।'

'মি. রানা, আপনি···,' ঢোক গিলল ইটুরি ব্যালেটা। 'আপনি···আপনি···!'

'হ্যাঁ, আমি। টাকাগুলো ক্যাশ করে আমাকে একটা রসিদ দাও।' ভিড়ের দিকে তাকাল রানা। 'আপনারা কেউ বলতে পারেন, এখানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে যারা গরীবদের জন্যে কিছু করতে চায় অথচ ফান্ডের অভাবে কাজ করতে পারছে না?'

টেবিলের ওদিক থেকে প্রৌঢ়া এক মহিলা ইতস্তত করে বলল, 'ওল্ড টাউনে একটা ফ্রী ক্লিনিক আছে। একজন ডাক্তার ওটা চালান, কিন্তু টাকার অভাবে···।'

'বেশ, ঠিকানাটা দয়া করে ইটুরি ব্যালেটাকে দিন,' বলল রানা। 'আমরা এখানে অনেক মানুষ সাক্ষী থাকলাম, কাজেই ভুল করে টাকাটা সে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে না। পুরো এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার দাতব্য চিকিৎসালয়টি পেল কি-না, সেটা দেখা আপনাদের সবার দায়িত্ব।' ইটুরি ব্যালেটার ঘর্মাক্ত কলেবরের দিকে ফিরল ও। 'মায়েরা যখন প্রার্থনা করবে, অনেকেই তোমার কথা ভুলবে না।'

নিরুৎসাহিত ভঙ্গিতে ইটুরি ব্যালেটা বলল, 'কিন্তু টাকাটা আপনার, মি. রানা। দাতা হিসেবে আপনার নামই জানবে সবাই।'

'কিন্তু তোমার অবদানটুকু অস্বীকার করি কিভাবে! তুমি জিততে দিলে, এটা কি কম কথা?' হিলডার দিকে ফিরে একটা ভুরু উঁচু করল রানা, চিপস রেখে ওর পাশে এসে দাঁড়াল সে।

অটোমেটিক এলিভেটরে ওরা যখন একা হলো, হুইসেলের মত আওয়াজের সাথে নিঃশ্বাস ফেলল হিলডা বেকার। 'সত্যিই কি তোমার মনে হয়েছিল, ওরা

তোমার ওপর হামলা করতে যাচ্ছে?'

'অবশ্যই। দু'জন কুখ্যাতকে চিনে ফেলি। পঙ্গু করে দিতে ওদের জুড়ি নেই। ওভারহেড ফটোইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল হুইলটা।'

'কিন্তু তুমি জিতছিলে, হারছিলে না। হুইলে গোলমাল আছে ভাবতেই পারিনি।'

'উদ্দেশ্য ছিল একটা অজুহাত তৈরি করা। এত টাকা কেউ এ-ধরনের ক্যাসিনোয় জেতে না, তারমানে ওরা চুরির অভিযোগ আনত। চোরের খুলি ফাটিয়ে দিলে বা একটা হাত ভেঙে দিলে পুলিস কিছু বলে না। তাছাড়া, প্লেন বা স্মাগলিঙের সাথে এটার কোন সম্পর্ক দেখতে পেত না পুলিস।'

'আর ইটুরিও ফিরে পেত তার টাকা।' শিউরে উঠল হিলডা। 'ধাক্কাটা এখনও আমি সামলে উঠতে পারছি না। এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার, মাই গড! কোনভাবেই কি নিজেদের কাছে রাখা যেত না? হোটেলের সেফে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'টাকা নিয়ে বেরুতেই পারতাম না। ওরা ওখানে কতজন ছিল জানো?'

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল হিলডা। 'আমার বারো বছরের বেতন, তুমি মাত্র দেড় ঘন্টায় রোজগার করলে।'

'আসলে করিনি।'

ঘরে ফিরে এসে পা ছুঁড়ে জুতো খুলল হিলডা, এয়ারফোন তুলল কানে। 'লবিতে পামেলাকে দেখলাম, কিন্তু হ্যারি নেই।'

টাইটা ঢিল করল রানা। আরেকটা প্ল্যান করতে সময় নেবে শত্রুরা, তবে কোন সন্দেহ নেই আবার ওরা তৎপর হবে।

রানাকে লক্ষ করছে হিলডা। এক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে কানের দুল খুলতে শুরু করল।

আপনমনে হাসল রানা। অ্যাসাইনমেন্টটা উপভোগ করছে ও। সবাই যেন পণ করেছে, ওকে একঘেয়েমিতে ভুগতে দেবে না।

শব্দজট শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠল হিলডা। 'ধ্যেৎ, এটা একটা কাজ হলো! ঘ্যার ঘ্যার করছে শুধু।' তারপর হঠাৎ উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। 'অ্যাই, এদিকে এসো!' রানাকে পাশে ডাকল সে। 'ফোন বাজছে।'

হিলডার কাছ থেকে নিয়ে এয়ারফোনটা কানে ঠেকাল রানা। এব সেকেন্ড পর হ্যারির ভারী গলা পাওয়া গেল, 'কাজটা আজ রাতেই হবে?...না, বলছিলাম কি, শরীরটা আজ ভাল লাগছে না...।'

অপরপ্রান্তের কথা শুনছে হ্যারি, চুপচাপ।

তারপর আবার সে বলল, 'ঠিক আছে, থাকব আমি ওখানে।' ফর গড্‌স সেক বা ওই ধরনের কি যেন একটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। অঁক্ অঁক্ করে একটা আওয়াজ হলো, হ্যারি বোধহয় বমি করছে। খানিক পর পানির কলকল শব্দ পেল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, প্যাকেট ঝাঁকিয়ে একটা সিগারেট বের করল।

*

'ডার্লিং, তোমাকে আমার একটা জরুরী কথা বলার আছে,' খানিক পর বলল হিলডা। 'আমি সিরিয়াস, কাজেই তোমাকেও সিরিয়াসলি শুনতে হবে। সংখ্যায় যদি আমরা তিনজন হতাম, তুমি না হয় আমি বাইরে বেরিয়ে দেখতাম কোথায় যাচ্ছে হ্যারি। কিন্তু আমাদের না আছে গাড়ি, না আছে লোকাল পুলিসের সাথে যোগাযোগ। সহজ সাধারণ যুক্তিই বলে দিচ্ছে, রাতটা এখানেই আমাদের কাটাতে হবে, দরজায় থাকবে তালা, আর প্রতিটি বালিশের তলায় একটা করে রিভলভার।'

'তোমাকে কানের দুল খুলতে দেখে আমিও এই একই সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল রানা।

'তোমাকে আমি একটা জরুরী কথা বলতে চাইছি, রানা। এমন ভাব কোরো না যেন কথাটা তুমি আগে থেকেই জানো। এমন কিছুও তো হতে পারে যা তুমি আশা করো না।'

'দু'একটা চমক তুমি আমাকে দিয়েছ বটে। আসলে কি নিয়ে আলাপ করছি বলো তো? এক বিছানায় শুতে পারব কিনা?'

'ধেত্তেরি! তুমি একটা যাচ্ছেতাই ইয়ে! সেক্স নিয়ে বেফাঁস কিছু মন্তব্য করেছি বটে, কিন্তু আমাকে তুমি বহুভোগ্যা নারী বলে ধরে নিলে ভুল করবে।'

'তুমি যদি না চাও...,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রানার পায়ে ঘষা খেল হিলডার হাঁটু। কিন্তু দুটো শরীর পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়ার আগেই ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। ব্রাউন দম্পতির ঘরে নয়, ওদের জোড়া বিছানার মাঝখানের টেবিলে।

ফোনটা বাজতেই থাকল। রানা যখন সিদ্ধান্ত নিল রিসিভার তুলবে, ওটা আর বাজল না।

'ধ্যেৎ!' হেসে উঠল হিলডা। 'কিন্তু দেখলে তো? আজ নয়।'

রিসিভার তুলে অপারেটরের সাথে কথা বলল সে, 'কেউ আমাদেরকে ফোন করতে চায়?' কয়েক সেকেন্ড পর মুখ বিকৃত করল হিলডা। বলল, 'হ্যাঁ, মি. রানা এখানে আছেন।'

রানার হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিল হিলডা। জুলি হপারের কিশোরীসুলভ কণ্ঠস্বর রানার কানের পর্দায় বাড়ি মারল।

'মি. রানা! জিজ্ঞেস করি, আপনি করছেনটা কি! জানি ওটা একটা সেক্সবম, তাই বলে ও-সবের আর সময় পেলেন না? কতবার রিঙ হলো, কেউ রিসিভার তোলে না। ধ্যেৎ, আপনি না একটা কাজ নিয়ে এসেছেন! এই আপনার কাজের নমুনা?'

'যদি দেখতেন...।'

'দেখতে আমার বয়েই গেছে! দৃশ্যটা আমি কল্পনা করতে পারি। শুনুন, গোয়েন্দাপ্রবর, আমিও বিছানা থেকে বলছি, স্বভাবতই একা। এক হাতে রয়েছে কনিয়্যাকের চ্যাপ্টা একটা বোতল, আরেক হাতে রগরগে একটা থ্রিলার। টেবিলে ফোনের পাশে রয়েছে এক বাক্স চকলেট। কোটিপতি কোন ল্যাটিন আমেরিকানের

সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে, এই আশায় যে নাইটিটা কিনেছিলাম, সেটা পরে আছি। আপনাকে আমার খুব জরুরী একটা কারণে এই মুহূর্তে দরকার, দয়া করে যদি আসতে পারেন তো খুব ভাল হয়। আমিই যেতাম, কিন্তু সেক্সবম যদি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে? আমার রূম নাম্বার? তিনশো পঁচাশি। রূমমেট ক্যাপটেনের সাথে কাঁকড়া না সাপ কি যেন মারতে গেছে…।'

'আমাকে কেন দরকার আপনার?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামনে পেলে বলব। জরুরী এবং গোপনীয়। আপনি কি…?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'বললে ফোনেই বলতে হবে। তাড়াতাড়ি, একটা কল পাব বলে আশা করছি।'

'কল না ছাই, সেক্সবমের কাছে ফিরে যেতে চান—ভেবেছেন বুঝি না! শুনুন, আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। এসেই চলে যেতে পারবেন। ছোট্ট একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম, সাংঘাতিক একটা তথ্য পেয়ে গেছি। শুনলে বুঝতে পারবেন। বিশ্বাস করুন, এখনও বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য…।'

'আপনি কিন্তু শুধু শুধু দেরি করছেন।'

'তাহলে আসবেন না? বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলি হপার। 'গায়ে তেল মেখে বীচে শুয়ে ছিলাম। সুন্দর বাতাস বইছিল। দশ মিনিটের মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে চামড়া হয়ে উঠল খসখসে। ওখানে আরও আধ ঘণ্টা থাকার কথা আমাদের, কিন্তু ফিরে এসে পুলে নেমে গা ধুলাম আমি। তখনই দেখলাম হ্যারিকে, তাঁবুর ভেতরে ঢুকল। তাঁবুগুলোয় জিপসীরা থাকে, হাত-টাত দেখে। এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু পুল থেকে ওঠার সময় দেখলাম ওই একই তাঁবুতে ঢুকল সেই জাপানীটা।'

'অমনি হিচককের ছবির কথা মনে পড়ে গেল আপনার, এবং…।'

'ভুলে গেছেন, সাথে আমার ক্যামেরা আছে? কেউ দেখেনি, বিশ্বাস করুন। সবাই ভেবেছে আমি সৈকতের ছবি তুলছি।'

'ভেরি গুড।'

'রানা—সরি, মি. রানা, আপনি ক্যাসিনোর টাকাগুলো দান করে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। তাঁবুগুলো যে পাতলা কাপড় দিয়ে তৈরি সে তো আপনি জানেনই। কিন্তু শুধু ওদের শেষদিকের কথা শুনতে পেলাম। ঠিক তখনই তাৎপর্যটা ধরতে পারিনি। কয়েক জন মহিলার সাথে আপনার টাকা দানের ব্যাপারটা নিয়ে খানিক আগে আলাপ করছিলাম, হঠাৎ কথাগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। মি. রানা, ওরা টাকাগুলো আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিত! এমনভাবে সাজানো হয়েছিল ব্যাপারটা, লোকে মনে করত আপনি ডাকাতের কবলে পড়েছেন…।'

'জানি। আপনার আর কি বলার আছে?'

'ভেবেছেন নেই? জী, স্যার, আছে! একটা জাহাজের নাম শুনেছি—এস. এস. কুডিয়া। একটা লোকেশনের নাম শুনেছি—লা গুয়াইরা। আমি ভূগোল না পড়ালেও জানি যে কারাকাস, ভেনিজুয়েলার একটা পোর্ট ওটা। দুটো নামও উচ্চারণ করেছে

ওরা।'

জুলি হপার আর কথা বলছে না দেখে ডাকল রানা, 'মিস হপার?'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল জুলি হপার। 'এর মানে কি? এখুনি বেরিয়ে যাও আমার ঘর···।'

গলার অনেক ভেতর থেকে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল। তারপর গোঙানির শব্দ। ফোনটা বোধহয় পড়ে গেল। তারপর ক্লিক করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

সাত

বিছানা থেকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে হিলডা বেকার, প্রশ্নের আকারে কুঁচকে আছে ভুরু। মৃদু হাত নাড়ল রানা, যেন ওজন নিল রিসিভারের।

'সম্ভবত এই ব্রেকটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল ও। 'কামরা থেকে বেরুবে না তুমি। গিলটি মিয়া ফোন করলে এখানে চলে আসতে বলবে।'

'কিন্তু রানা, আমরা ভাবছিলাম···।'

জ্যাকেটের সাইড পকেটে থারটি-এইটটা ভরল রানা। 'জুলি হপার যে আমাকে ফোন করেছিল, ওদের জানার কথা নয়। এই সুযোগে এলোমেলো কিছু ব্যাপার গুছিয়ে নেয়া যেতে পারে, কাল তাহলে জানা যাবে কোথায় রয়েছি আমরা, কার কি ভূমিকা।'

'কিন্তু ধরো যদি এমন হয়···।'

'ফাঁদে পড়ে গেলাম আমি, এই তো? এস. এস. ক্লডিয়া নামটা মনে রাখো, একটা জাহাজ। লা গুয়াইরা থেকে ওই জাহাজে তোলা হবে সোনা। কথাগুলো পুলিসকে জানাবে, ট্র্যান্সফারের সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করবে সবাইকে।'

'রানা, সাবধানে থেকো,' নরম সুরে বলল হিলডা। 'মনে রেখো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তোমাকে।'

কোন উত্তর না দিয়ে এক ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে এলিভেটরে চড়ল রানা। তিন তলায় পৌঁছে তিনশো পঁচাশি নম্বর কামরাটা খুঁজল ও। দরজায় তালা দেয়া রয়েছে, চাবির রিঙ থেকে সরু একটা ইস্পাতের কাঠি বেছে নিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। সাবধানে ভেতরে ঢুকল ও, হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার। তিন সেকেন্ড অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সুইচ অন করে আলো জ্বালল।

একটা বিছানার ভাঁজ নষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়টার চাদর এলোমেলো হয়ে আছে, বাক্স সহ চকলেট আর বালিশ মেঝেতে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দরজার দিকে ঘুরল রানা, শুনতে পেল বাইরে কোথাও অকস্মাৎ কর্কশ হর্ন বেজে উঠল। একটানা কয়েক সেকেন্ড বাজার পর হঠাৎ থেমে গেল আবার।

এক ছুটে জানালার সামনে চলে এল রানা।

নিচে পার্কিং স্পেস, অল্প আলোয় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার হর্ন বাজল, এবার মাত্র দু'সেকেন্ড। একটা মার্কারি ল্যাম্পের কাছে কি যেন নড়ে উঠতে দেখল রানা। ভাল করে তাকাতে তিনটে ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও। দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। সাদা একটা কনভার্টিবলে চড়ল ওরা, মেয়েটাকে জোর করে তোলা হলো। গাড়ির টপ বিস্তৃত হলো, আড়াল হয়ে গেল দৃশ্যটা।

আবার ছুটল রানা। সিঁড়িতে কেউ নেই, তিনটে করে ধাপ টপকাল। লবিতে নেমে দ্রুত এগোল, কিন্তু মনে হলো না কোন ব্যস্ততা আছে। সামনে দেখা গেল ফাদার কিংসটন পারকারকে, বয়স্কা এক মহিলার সাথে কথা বলছে। রানাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল সে, কথা বলার জন্যে সরে এসে ওর পথের ওপর দাঁড়াল।

'এয়ারপোর্ট থেকে একজনকে আনতে হবে,' বলে তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে চলে এল রানা।

হোটেলের মেইন গেটের পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, তোবড়ানো একটা চেকার ক্যাব-এর পাশে দাঁড়ানো বয়স্ক এক নিগ্রো ড্রাইভার টান টান হলো। 'ক্যাব, স্যার?'

'হ্যাঁ, খুব তাড়া আছে।'

হুইলের পিছনে বসল ড্রাইভার। লাফ দিয়ে সামনে, তার পাশের সীটে বসল রানা। ট্যাক্সি ঘোরাচ্ছে ড্রাইভার, সগর্জনে গাড়ি-পথ থেকে হোটেলের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল সাদা কনভার্টিবল।

'ওই যাচ্ছে ওরা,' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। 'ওটায় আমার বউ আছে।'

খুলি কামড়ানো কোঁকড়ানো চুল ড্রাইভারের, শিরা বেরিয়ে থাকা সরু সরু হাত, গ্যাস পেডালে সজোরে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন হাঙ্গামা হবে না তো, স্যার?'

'আরে না,' বলল রানা। 'শুধু দেখতে চাই কোথায় যায় ওরা, নিজের প্রোটেকশনের জন্যে। হারামজাদী খোরপোষের জন্যে মোটা টাকা দাবি করছে, কিন্তু বহুভোগ্যা প্রমাণ হলে সেটা পাবে না। খুব বেশি কাছে যাবার দরকার নেই, তবে একেবারে হারিয়ে ফেলো না। বুঝলে?'

'কারও পারিবারিক ঝামেলায় জড়াতে চাই না,' গিয়ার চেঞ্জ করে বলল ড্রাইভার। 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ।'

'আমিও,' সামনের দিকে চোখ রেখে বলল রানা।

রানার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকাল ড্রাইভার। 'তাই যদি হয়, ডান পকেট থেকে ওটা কি তাহলে টোবাকো পাইপ উঁকি দিচ্ছে, স্যার?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ভাগ্যটাই খারাপ, বুঝলে। কপালে এমন ড্রাইভার জোটে, কিছুই তার নজর এড়ায় না। আমি একজন ডিটেকটিভ, বুঝলে? মহিলা আমার বউ নয়, আমার মক্কেলের বউ।' পকেট থেকে মানিব্যাগ, মানিব্যাগ থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করল রানা, তারপর ড্রাইভারের বুক পকেটে গুঁজে দিল। 'ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, মানে···।'

'তোমার চেকার ক'হাজার বছরের পুরানো?'

'সম্ভবত দু'জন আমরা একই সালে জন্মেছি; তবে পার্থক্য হলো কয়েকবার করে' সবই বদলানো হয়েছে গাড়িটার, কিন্তু আমার এখনও সবগুলো পার্টস অরিজিন্যাল।'

'গুড। এটা ভাল খবর।'

সাদা কনভার্টিবলটা লেটেস্ট মডেলের পন্টিয়াক, পাথর দিয়ে বাঁধানো পুরানো শহরের রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে সেটা। শহর ছাড়িয়ে মফস্বল এলাকায় চলে এল ওরা, চারদিক ফাঁকা ফাঁকা, ড্রাইভারকে আরও পিছিয়ে পড়তে বলল রানা। রাস্তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। চারটে চাকাই খানা-খন্দে পড়ছে, পন্টিয়াকের বড় সাইজের জোড়া টেইল লাইট উন্মত্তের মত লাফাচ্ছে। চেকার ছোট বলে বিশেষ লাফাল না, তবে ঢাল বেয়ে ওঠার সময় আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাল এঞ্জিন।

মুচকি হেসে রানার দিকে আবার একবার তাকাল ড্রাইভার। 'আরও দশ ডলার পেলে এখান থেকে আমি আলো অফ করে এগোব। রাস্তাটা আমার চেনা, আর সামনে তো টেইল লাইট দেখতেই পাচ্ছি।'

দশ ডলার দিল রানা, হেডলাইট অফ হবার সাথে সাথে গাড়ির গতি কমে গেল। সামনের টেইল লাইট দৃষ্টির আড়াল হলেই ছোট ডিম লাইট জোড়া জেলে গ্যাস পেডালে চাপ দিল ড্রাইভার, বাঁক নেয়ার পর আবার দেখা গেল পন্টিয়াকের টেইল লাইট, সেই সাথে ট্যাক্সির গতিও কমল। একটা ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এল ওরা, তারপর আরও কয়েক মাইল কাটল নিঃশব্দে।

'এদিকটা ভাল না,' ক্ষীণ একটু উদ্বেগের সাথে বলল ড্রাইভার। 'ধরতে পারলে হাড় থেকে মাংস খুলে নেবে গুণ্ডা-পাণ্ডারা। আমার এক বন্ধুর চেসিস ছাড়া সব খুলে নিয়েছিল। এদিকে কোথায় চলেছে ওরা বুঝতে পারছি না।'

'এই রাস্তা কি গোটা দ্বীপটাকে ঘিরে নেই?'

'সেটা এ-রাস্তা নয়।' একটা গভীর গর্ত এড়াবার জন্যে বন বন করে হুইল ঘোরাল ড্রাইভার। 'এ-ধরনের রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালাবার কি মানে?' রানার দিকে চোরা চোখে একবার তাকাল সে। 'আপনি যে রাস্তার কথা বলছেন সেটা আমাদের পিছনে, কোস্ট রোড। আরও দু'এক কিলোমিটার পর ঠিক বলতে পারব, সামনে একটা তেমাথা থাকার কথা। দেখি ওরা ডানদিকে যায় কিনা।'

ঢালের মাথা থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে রাস্তা, হারিয়ে গেল টেইল লাইট। আবার যখন দেখা গেল ওগুলো, রুদ্ধশ্বাসে ড্রাইভার বলল, 'এতক্ষণে বোঝা গেল।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'বাঁ দিকে! স্যার, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে যেতে পারি আমরা।'

'আমরা কোথায়?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

'লা এসমারেল্ডা ডিস্ট্রিক্টে। ডান দিকের রাস্তাটা চলে গেছে আখ খেতের দিকে, বাঁ দিকেরটা কোথাও না। দুর্গম পাহাড় আর একটা জলপ্রপাত ছাড়া কিচ্ছু

নেই। অবশ্য সমুদ্র দেখা যায়।'

'কোন ঘর-বাড়ি বা···?'

'নিউ ইয়র্কের এক লোক বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল বটে, কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে গেছে। বাড়ি বলতে ওই একটাই, মাঝপথে থেমে আছে। শুনেছি ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারলে আবার লোকটা ফিরে আসবে।'

তেমাথায় পৌঁছুল ওরা। গতি কমিয়ে গাড়ি ঘোরাতে শুরু করল ড্রাইভার।

'বাড়িটা এখান থেকে কত দূর?'

'পায়ে হেঁটে কয়েক মিনিটের রাস্তা। রাস্তা খারাপ, গাড়িতেও কয়েক মিনিট লাগবে। কান পাতলে জলপ্রপাতের আওয়াজ পাবেন।'

'গাড়ি ঘুরিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

'মাফ করবেন, না। বললাম না, এলাকাটা ভাল না। আপনি যদি না ফেরেন, আরও পাঁচ ডলার দিতে হবে।'

মানিব্যাগ বের করল রানা। 'পঞ্চাশ ডলার।'

মাথা নাড়ল প্রৌঢ় ড্রাইভার। 'ঝুট ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না, স্যার। লেটেস্ট মডেলের একটা গাড়িকে ফলো করে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় এসেছেন, গাড়িটায় আছে একটা মেয়ে, আর আপনার কাছে আছে একটা রিভলভার—গোলাগুলি হবেই। এবং সাধারণত যা হয়, যার সাথে ঝামেলার কোন সম্পর্ক নেই সে-ই প্রথম গুলিটা খায়। দুঃখিত, স্যার।'

'ঠিক আছে, একশো ডলার।'

'আপনি থাকবেন, না যাবেন? জিনিস-পত্রের যা দাম বেড়েছে, মানুষকে কবর দিতেও তিনশো ডলার লাগে।'

পাঁচ ডলার দিয়ে নেমে পড়ল রানা। 'এক ঘন্টা পর ফিরে এসো।'

আবার ক্ষমা চাইল ড্রাইভার, আজ রাতের মত আর কোথাও ভাড়া যাবে না সে। 'পাহাড়ের নিচে একটা ক্যাম্প থাকার কথা, বিজ্ঞানীরা কাজ করে, ওখানে ফোন আছে,' রানাকে জানাল সে, তারপর বলল, 'তাছাড়া, পন্টিয়াকটা তো থাকলোই।'

'হুঁ।'

'রাস্তাটা সোজা সাইটে চলে গেছে। প্রকাণ্ড একটা খাদ আছে, লোকটা ওখানে সুইমিং পুল তৈরি করতে চেয়েছিল। ওটা ওখানে আছে না জানলে পড়ে মারা যেতে পারে মানুষ।'

লো গিয়্যার দিয়ে স্যাভানে ট্যাক্সি ছুটিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারার মেলা বসেছে। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। খানা-খন্দে ভরা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ও। দু'পাশে গভীর ঝোপ। বাঁকটা ঘুরতেই জল প্রপাতের আওয়াজ হঠাৎ করে বেড়ে গেল। সামনে একটা আলো দেখে আরও সাবধানে এগোল রানা, কয়েক পা এগিয়ে একবার করে থামল।

খানিক পর পন্টিয়াকের কাঠামোটা ধরা পড়ল চোখে। রাস্তার ধারেই পার্ক

করা রয়েছে। দু'পাশের ঝোপ দূরে সরে যেতে শুরু করায় তারকাখচিত আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে আকৃতি পেল বিল্ডিংটা।

আলোর উৎস এতক্ষণে চেনা গেল। ব্যাটারিচালিত একটা ল্যাম্প, বিল্ডিঙের ভেতর। গলার আওয়াজ পেল রানা, আলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, শুধু চোখ ঘুরিয়ে বিল্ডিঙের সামনের অংশ ভাল করে পরীক্ষা করল ও। একতলা, লম্বা, নিচু। কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে, ছাদের কাজও আংশিক সম্পন্ন, কিন্তু একটা ঘর ছাড়া আর কোন দেয়াল নেই। উত্তর দিকে খোলা দুটো জানালার জন্যে জায়গা রাখা হয়েছে, কপাট নেই। বাড়িটার শেষ দিকে অসম্পূর্ণ মেঝে নিয়ে রয়েছে একটা লম্বা টেরেস, প্রায় জলপ্রপাতের কিনারা পর্যন্ত।

উঠান আর বাড়ির চারপাশ খোলা, এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে নির্মাণ সামগ্রী। ডান দিকে কিম্ভূতকিমাকার একটা আকৃতি দেখল রানা—বুলডোজারের সাথে অন্য আরেকটা যান্ত্রিক কাঠামো জোড়া লাগানো হয়েছে, মাটি সরানোর কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। মাথা আর শিরদাঁড়া নিচু করে ধীরে ধীরে এগোল রানা, হাতে রিভলভার।

একটা পুরুষ কণ্ঠ থেকে অভিযোগ আসছে, 'অ্যামেচার, অ্যামেচার! অনভিজ্ঞ অর্বাচীন! জানতে ইচ্ছে করে, এর পিছনে প্ল্যানটা কার এবং কি।'

আরেকটা কণ্ঠস্বর, পুরুষ এবং উচ্চারণ ভঙ্গি জাপানীদের মত, বলল, 'এত কথার দরকার কি! মেয়েলোকটাকে এখুনি আমাদের শেষ করতে হবে। হ্যারির কথা ভুলে যাও।'

প্রথম লোকটা বলল, 'চোপ, চোপ! এর বেশি তুমি কি জানো?'

'আমি কথা বলতে পারি?' সাহস করে প্রশ্ন করল জুলি হপার। তার গলা কাঁপল, তবে তার কারণ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চও হতে পারে। অন্তত ভয়টা সে দ্রুত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

বিল্ডিংটার কিনারায় পৌঁছুল রানা। জমাট বাঁধা সিমেন্টের কয়েকটা বস্তা পেরিয়ে একটা পিলারের দিকে এগোল ও।

জাপানী লোকটা বলল, 'জানি কি বলতে চাও তুমি। মরতে চাও না, ঠিক?' হে-হে করে হাসল সে।

'কেউ চায়?' বলার ঢঙে নাটকীয় একটা ভাব আনতে চাইল জুলি হপার। 'খুনীদের এখানে কি শাস্তি হয় আমার জানা নেই, তবে সম্ভবত তাদেরও মেরে ফেলা হয়। তাহলে তোমাদের লাভ কি হলো?'

প্রথম লোকটা বলল, 'গামাট মিয়ার কথায় ভয় পেয়ো না তুমি। এমনিতেই আমরা হাজারটা ঝামেলার মধ্যে আছি, মার্ডার কেসের আসামী হতে চাই না।'

'সুবুদ্ধির উদয় হোক,' বলল জুলি হপার। 'কারণ ভুয়া ট্রাংক আর সুটকেসের কথা মি. রানাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। আর কাউকে জানিয়েছি কিনা, তোমরা জানো না। আজ সারা দিন কত লোকের সাথেই তো কথা হয়েছে আমার। বিপদ তোমরা এড়িয়ে থাকতে চাও, তাই না?'

'অবশ্যই।'

কিন্তু জাপানী লোকটা বলল, 'মরা মানুষ কারও জন্যে বিপদ হয় না।'

দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা আলোকিত ফুটো, সম্ভবত ইলেকট্রিক তারের পথ। ফুটোটায় চোখ রেখে জুলি হপারকে দেখতে পেল রানা। লম্বা কামরার মেঝেতে, ল্যাম্পের কাছাকাছি পড়ে আছে সে, রশি দিয়ে হাত আর পা আলাদাভাবে বাঁধা। জাপানী লোকটাকে চিনতে পারল রানা, মায়ামি স্টেডিয়ামে ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, ছোট আস্তিনের একটা পুলওভার, ফুল ছাপা শর্টস, আর স্যান্ডেল পরে আছে। তার পায়ে পাকানো রশির মত পেশী। দ্বিতীয় লোকটা কাঠের একটা বাক্সের ওপর বসে আছে, হাতে সিগারেট। আরোহীদের তালিকায় তার নাম লেখা আছে জন হ্যারিস। পরনে সাদামাঠা স্যুট, দেখে ব্যবসায়ী মনে হয়।

'কিন্তু কেন তুমি ভাবছ ওকে খুন করা ঠিক হবে না?' জিজ্ঞেস করল জাপানী লোকটা। 'চারদিকে সব কিছু বদলে যেতে দেখে ভয় করছে আমার। কোন কাজ যখন করব বলে ভাবি, না করতে পারলে আমার খুব অশান্তি হয়।'

'ভুলো না এখানকার পুলিস ব্রিটিশদের কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে। আমরা একটা দ্বীপে রয়েছি।'

'মাগীটা সব জানে—হেলিকপ্টার, জাহাজের নাম। ওকে খতম করে চলো তাড়াতাড়ি ভাগি।'

'আরে, বলে কি! এ-সব আমি কিছুই জানি না!' প্রতিবাদ জানাল জুলি হপার।

'জিপসীদের তাঁবুতে আমাদের সব কথাই শুনেছ তুমি,' বলল হ্যারিস। 'মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই।'

'ধ্যেৎ, স্পষ্ট করে কিছুই শুনতে পাইনি। আর যদি শুনেই থাকি, প্ল্যান বদলে ফেলো। অন্য কোন জাহাজ ব্যবহার করো, কিংবা কোথাও লুকিয়ে রাখো সোনা। সবাই যখন সব কথা ভুলে যাবে তখন ফিরে এসে বের কোরো।'

'সোনা কিনা জানলে কিভাবে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল জন হ্যারিস।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জুলি হপার বলল, 'বেশ, হয়তো দু'চারটে কথা শুনেছি আমি।'

ঝট্ করে জন হ্যারিসের দিকে ফিরল জাপানী লোকটা। 'জন!' ব্যাকুল আবেদন জানাল সে, 'আমাদের হাতে সময় নেই। সেন্ট আলবানসে আমাদের পেছনে একটা গাড়ি ছিল! আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। এভাবে সময় নষ্ট করলে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। এদিকে লোকজন আসে না, একটা পাথরের সাথে বেঁধে ওকে আমরা পাহাড় থেকে ফেলে দিতে পারি।'

জুলি হপারের হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে রানা, ভাঙা একটা কাঁচে কব্জির বাঁধনটা ঘষছে সে।

'শোনো শোনো, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে,' তাড়াহুড়ো করে বলল জুলি হপার। 'হ্যাঁ, আমারই দোষ। কৌতূহলটাই আমার কাল হয়েছে। তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতেছিলাম, কিন্তু কারণটা আমার নিজেরও জানা নেই…।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জাপানী গামাট, ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে জানালার দিকে এগোল রানা।

'শোনো,' বলে চলেছে জুলি হপার, 'তোমাদের কি করা উচিত বলে দিচ্ছি আমি। হেসো না, তোমাদের উচিত আমাকে রেপ করা। না-না, ঠাট্টা নয়। পাহাড় থেকে পড়ে গেছি; কেন লোকে বিশ্বাস করতে যাবে? এই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় রাত-বিরেতে একটা মেয়ে কি কারণে মরতে আসবে? দশ-বারো জন লোক আমাকে বিছানায় যেতে দেখেছে।'

'বুঝলাম না,' বিমূঢ় কণ্ঠে বলল জন হ্যারিস। 'রেপ করব তোমাকে?'

'ব্যাপারটাকে বিশ্বাস্য করতে চাও না তোমরা? নাকি চাও পুলিস ভাবুক খুনটার সাথে সোনা স্মাগলিঙের সম্পর্ক আছে? যদি রেপ করো, পুলিস ভাববে ডিনার খেয়ে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, মাতাল দু'জন নেটিভ আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে এখানে, ধর্ষণ করার পর আমি ওদেরকে গ্রেফতার করাতে পারি ভেবে···।'

জাপানী লোকটা ব্যা করে ছাগলের ডাক ডাকল।

রেগেমেগে জুলি হপার বলল, 'বেশ, ঠিক আছে, বুঝলাম আমি সুন্দরী নই। কিন্তু মেয়েমানুষ তো! শরীরটা তো আর আমার ফেলনা নয়!'

প্রায় ধরা গলায় জন হ্যারিস বলল, 'ওর কব্জি খোলো!'

'জন—!'

'ও ঠিক বলেছে। দেখে মনে হতে হবে বিশ্বাস্য। লাশটা পরীক্ষা করবে ডাক্তার। একটা কেসের কথা মনে পড়ছে, গত বছরের ঘটনা, মেয়েটা ছিল আমেরিকান···।'

য়ামি গামাট চিৎকার করে বলল, 'মাগীটা সময় পেতে চাইছে, বুঝতে পারছ না?'

'হয়তো তাই। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ আমাদের পিছু নেয়নি। তুমি ভুল দেখেছ, ওটা কোন আলো ছিল না। মায়ামির ঘটনা এখনও তোমাকে নার্ভাস করে রেখেছে···।'

'ওখানে থাকলে বুঝতে!' ঝাঁঝের সাথে বলল য়ামি গামাট। 'রানা শালা···।'

'সময় পেতে চাইছি, কথাটা আংশিক সত্যি,' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল জুলি হপার, এখনও সে ভাঙা কাঁচে কব্জির বাঁধন ঘষে চলেছে। 'অন্য একটা ব্যাপার আছে। সেটা হলো···,' ইতস্তত করল সে, '···ব্যাপারটা একটু হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সত্যি। আমি···আমি না···,আমি কুমারী। বই-টই অনেক পড়েছি, জানো, কিন্তু সত্যিকার আনন্দটুকু সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ হবে, বুঝতে পারছ? শুধু প্রথমবার বলে তোমরা যদি একটু আস্তে ধীরে···।'

থারটি-এইটের হ্যামার পিছিয়ে এনে কবাটহীন জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা।

দু'জন লোকই মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে। জুলি হপারের কব্জি জোড়া

এখনও এক হয়ে রয়েছে, তবে রানা দেখল আরেকটু কাটতে পারলেই দু'টুকরো হয়ে যাবে বাঁধন।

চাপা গলায় কাকে যেন অভিশাপ দিল য়ামি গামাট। তার হাতে ক্লিক করে খুলে গেল একটা ছুরি। 'আমি বাদ, আমাকে এর মধ্যে টেনো না!'

মেঝেতে উবু হয়ে বসল লোকটা, জুলি হুপারের হাতের বাঁধন কাটবে।

এক লাফে জানালা গলে ভেতরে ঢুকল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হ্যারিস, চোখ পিটপিট করছে। জাপানী লোকটার ঘাড়ে এক করা দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল জুলি হুপার।

রানার পিছনে একটা শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে যাবে, লোহার রড পড়ল কাঁধে। ঝাঁকি খেল হাতটা, কান ফাটানো আওয়াজ হলো বিস্ফোরণের, বুলেটটা লাগল গিয়ে কাঠের মাচায়। লোহার রড আবার ফিরে এল, এবারও আঘাত করল মাথা আর কাঁধের মাঝখানে, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলভার।

ছুটন্ত ট্রেনের মত আসছিল য়ামি গামাট, রডের বাড়ি খেয়ে তার পথ থেকে সরে গেল রানা। লোকটা পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে, তার ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেলল রানা। হ্যারি ব্রাউন, সবুজাভ সাদা দেখাল তার চেহারা, পা ঝুলিয়ে বসে আছে জানালায়, হাতের রড উঁচিয়ে রেখেছে। গামাটের হাত মুচড়ে ধরে জোরে চাপ দিল রানা, লোকটাকে রডের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল। কিন্তু কাঁধে আঘাত পেয়ে গতি মন্থর হয়ে গেছে ওর, হঠাৎ করে অন্ধকার দেখল চোখে।

নিজেকে অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল গামাট। রানার গলা লক্ষ্য করে হাতের উল্টো পিঠ চালাল সে, এই মার যে-কোন মানুষকে সাথে সাথে খুন করতে পারে। মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে আশ্চর্য মন্থরগতিতে নড়াচড়া করছে রানা, অক্ষত কাঁধটা বাড়িয়ে দিয়ে আঘাতটা হজম করল। জুলি হুপার কামরা থেকে চলে গেছে। রানা দেখল, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে হ্যারিস। আবার হাত চালাল গামাট। টলতে টলতে পিছিয়ে এল রানা, ধাক্কা খেল হ্যারি ব্রাউনের সাথে। দুর্বল হাতে তাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেতে।

অজ্ঞান হবার আগে ক্ষীণ শব্দ শুনল রানা, গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নিল। পালাচ্ছে জুলি হুপার। ওরা তাকে ধরতে পারবে না।

আট

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে। কাল্পনিক রশির সাথে লড়ছে ও, এক চুল নড়তে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত পর রশিগুলো বাস্তব হয়ে দেখা দিল। মুখটা টেপ দিয়ে আটকানো। কাঁধ আর ঘাড় জ্বালা করছে।

অন্ধকার বাইরে আবার বমি করছে হ্যারি ব্রাউন। নড়তে গিয়ে কাঁধে ব্যথা

পেল রানা, চোখে পানি বেরিয়ে এল। মানুষের গলা পাচ্ছে ও।

এক সময় কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল।

'এতদিন শুনে এসেছি জাপানীরা জুডো কারাতে-তে ওস্তাদ,' গলাটা জন হ্যারিসের। 'অথচ দেখলাম মেয়েলোকটা তোমাকে এক ধাক্কায় বারো ফিট দূরে ছুঁড়ে দিল, নাকি ভুল দেখলাম?'

'ওটা আইকিডো ছিল,' ভারী গলায় বলল য়ামি গামাট। 'আমার শেখা নেই। এখন কি করব তাই বলো। পুলিস আসতে খুব বেশি হলে বিশ মিনিট লাগবে। প্রথম কাজ···।'

চোখ সামান্য একটু মেলল রানা, আলো আর চোখের মাঝখানে কারও একটা ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। ছায়াটা বদলে একটা হাত হয়ে গেল। হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল্ ওর দু'চোখের মাঝখানে ঠেকল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হ্যারিস বলল, 'না, থামো!' ধাক্কা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ধরা হাতটা সরিয়ে দিল সে।

চোখ গরম করে হ্যারিসের দিকে তাকিয়ে থাকল গামাট, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'থামতে আপত্তি নেই; কিন্তু মনে রেখো, কাজটা আমি করব। মায়ামিতে শালা আমাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে!'

'দাঁড়াও, খুন করার আগে ওকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হয় কিনা ভেবে দেখি। বুঝতেই পারছ, আমরাও বিপদে পড়ে গেছি।'

'কিভাবে ফিরব, তাই না? দু'জনের কেউই আমরা এদিকের পাহাড়ী পথ চিনি না। পথ চিনে কোস্ট পর্যন্ত যেতে হবে। একসাথে নয়···।'

'হিসস!' ঠোঁটে আঙুল রাখল হ্যারিস। 'শুনতে পাচ্ছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর গামাট বলল, 'পুলিস হতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি আসবে কিভাবে!'

'ঈশ্বরের দোহাই, হ্যারি শালাকে চুপ করতে বলো!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যারিস। 'রানাকে সরাই এসো···।'

চিৎ করা হলো রানাকে, ওর বন্ধ চোখের সামনে নাচানাচি করতে লাগল আলো। দু'জন ওরা ধরাধরি করে পাশের কামরায় নিয়ে এল ওকে।

মেঝেটা এখানে অসম্পূর্ণ। চওড়া একটা কাঠের তক্তায় শোয়ানো হলো রানাকে, সেটা ঠেলে কড়িকাঠের মাঝখানে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

'শুনতে পাচ্ছ, রানা? নিজের স্বার্থেই শুনতে পাওয়া উচিত তোমার। নড়াচড়া কোরো না, করলে ঝপ্ করে বেসমেন্টে পড়ে যাবে। বারো ফিট নিচে কংক্রিটের মেঝে।' রানাকে অন্ধকার কামরায় রেখে ফিরে গেল হ্যারিস।

অন্যান্য শব্দের সাথে নতুন আরেকটা শব্দ রানার মাথায় আঘাত করল। মেইন রোড ধরে উঠে আসছে একটা গাড়ি, এঞ্জিন গোঙাচ্ছে। মাথার ওপর কড়িকাঠ আলোকিত হয়ে উঠল, মান্ধাতা আমলের ট্যাক্সির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ পরিচিত ঠেকল কানে।

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো।

রেভারেন্ড ফাদার কিংসটন পারকারের ভরাট গলা পেল রানা, 'এদিকে কেউ আছেন নাকি? হ্যালো। হ্যালো। কেউ আছেন নাকি, ভাই?'

হ্যারিস বলল, 'আই বাপ! কি ভাগ্যি আমাদের! ভাবছিলাম আজ রাতে আর উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। আসুন, আসুন। দেখবেন, কাঠের তক্তাটা নড়বড়ে…।'

সামনের দরজায় আসতে হলে কাঠের নড়বড়ে একটা সেতু পেরোতে হবে, কারও পা পড়ায় সেটা মচ মচ করে উঠল।

ফাদার বলল, 'আরে, এ যে দেখছি মি. জন হ্যারিস! গুড গড ইন হেভেনস্, এই মাঝরাতে এখানে আপনারা কি করছেন?'

'আর বলবেন না, ফাদার,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল হ্যারিস। 'সে এক বিরাট গল্প। এ আমার বন্ধু, য়ামি গামার্ট—রেভারেন্ড পারকার।'

দু'জন কুশলাদি বিনিময় করল, হ্যারিস বলে চলছে, 'আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম সময় মত ফিরে গিয়ে প্লেন ধরা সম্ভব হবে না। ক্যানসাস সিটির আমার এক বন্ধু এই বিল্ডিংটার মালিক। ভুলভাল, চুরি, ধর্মঘট, লেট ডেলিভারিজ, ইত্যাদি হাজারটা কারণে বেচারা কাজটা শেষ করতে পারেনি। আরও টাকার জন্যে ছুটোছুটি করছে, এদিকে আসতে পারে না। আমাকে বলল, ওদিকে যখন যাচ্ছেনই, আমার বিল্ডিংটা একবার দেখে আসবেন। ফাদার, আসার সময় একটা পন্টিয়াক কনভার্টিবলকে যেতে দেখলেন?'

'হ্যাঁ, ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে গেল…।'

'ওটাই! একটা মেয়েকে সাথে করে এনেছিলাম, নেহাতই পাগল! হঠাৎ তার ধারণা হলো, আমাদের উদ্দেশ্য বোধহয় ভাল নয়। ব্যস, কিছু না বলে গাড়িতে উঠে ভোঁ।'

হ্যারিস থামল, এতক্ষণে মুখ তুলল ফাদার পারকার। 'আমি মাসুদ রানাকে খুঁজছি। আপনারা তাকে দেখেছেন নাকি?'

'মাসুদ রানা? চোখে মাঝে-মধ্যে সানগ্লাস পরে, ল্যাটিন আমেরিকানদের মত দেখতে? সাথে সুন্দরী একটা শ্বেতাঙ্গিনী আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ফাদার।

'কেন, তাকে আপনি খুঁজছেন কেন? কি হয়েছে তার?'

'ঘন্টাখানেক আগে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরুতে দেখি তাকে, পরে ট্যাক্সিটা তাকে ছাড়াই ফিরে এল। যে লোক অন্য লোকের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়, আমি কেন তার জন্যে উদ্বিগ্ন হতে যাব? কিন্তু মনটা কেন যেন খুঁতখুঁত করছিল। কোথায় তাকে ছেড়ে গেছে ড্রাইভারের কাছ থেকে জানলাম, কিন্তু সে ব্যাটা এখানে ফিরে আসতে রাজি হলো না। তাই ভাবলাম ট্যাক্সিটা ভাড়া নিয়ে একবার দেখে আসি, মি. রানার হয়তো একটা লিফট দরকার হতে পারে। ভাবছি, ভদ্রলোক আপনাদের ফলো করেননি তো?'

'কই, আমরা তো কাউকে দেখিনি।'

'গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য। ড্রাইভারকে অদ্ভুত একটা গল্প বলেছেন তিনি—বেয়াদব এক স্ত্রীলোক নাকি···। আচ্ছা, আমি রাস্তা ভুল করিনি তো?'

দুই কামরার মাঝখানে প্লাইউডের দেয়াল। তক্তার ওপর দিয়ে ক্রল করে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করল রানা। এগোতে পারছে, কিন্তু গতি খুব মন্থর। নড়াচড়া করায় তক্তাটা আরেক দিকে কাত হয়ে পড়ছে, কড়িকাঠের ফাঁক গলে নিচে পড়লে কোথায় পড়বে কে জানে—একটা হাড়ও বোধহয় আস্ত থাকবে না। কথাবার্তা শেষ করে পাশের ঘরে ওরা রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটা কড়িকাঠে পায়ের তলা ঠেকাল রানা, তারপর ধাক্কা দিল জোরে। মসৃণ তক্তা পিছলে এসে বাড়ি খেল প্লাইউডের দেয়ালে।

'শুনলেন? কিসের শব্দ ওটা?' জিজ্ঞেস করল ফাদার, সতর্ক হয়ে উঠল।

'বিড়াল-টিড়াল হবে। চলুন, চলুন—কেটে পড়া যাক। জায়গাটা যেন কেমন। মেয়েটা বোধহয় ভূতের ভয়েই পালাল।'

'কিন্তু···।'

ফাদারকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারিস বলল, 'আপনার মাসুদ রানাকে খুঁজতে হবে, না? মদ-টদ খায়নি তো? আশপাশে কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে আশ্চর্য হব না।'

শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে তক্তা থেকে কড়িকাঠে নেমে এল রানা, জোড়া কড়িকাঠের মাঝখানে আটকে গেল, যে-কোন মুহূর্তে নিচের দিকে খসে পড়তে পারে। ক্রল করে চৌকাঠের ওপর উঠল ও, গড়িয়ে নেমে এল পাশের কামরার মেঝেতে। মুখ তুলে অবাক হয়ে গেল ও, ফাদার পারকারের হাতে ভারী একটা অটোমেটিক রয়েছে, ফরটি-ফাইভ ক্যালিবারের।

'ল্যাম্পটা মেঝেতে নামিয়ে রাখো, হ্যারিস,' ভরাট গলায় বলল ফাদার।

ধীরে ধীরে ঝুঁকল হ্যারিস। হ্যারি ব্রাউন, আজ দ্বিতীয়বার, আবার খোলা জানালায় উদয় হলো, সরাসরি ফাদারের পিছনে। তার হাতে রানার থারটি-এইটটা রয়েছে। ভয়ানক অসুস্থ দেখাল তাকে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে

টেপের পিছনে ভোঁতা, অস্পষ্ট আওয়াজ করছে রানা, মাথা দোলাচ্ছে, আশা, যদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায় ফাদার। জানালার কার্নিসে উঠল হ্যারি ব্রাউন, কামরার ভেতর নামল। টলছে সে। প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। রিভলভারের মাজলটা ফাদারের শিড়দাঁড়ার ওপর চেপে ধরল সে।

'ফাটা কপাল,' বলে সিধে হলো হ্যারিস। 'বাঁচতে চাইলে হাতের ওটা ফেলে দাও, ফাদার। হ্যারি বেচারার শরীর ভাল যাচ্ছে না, তবে ট্রিগার টিপতে পারবে। তিন সেকেন্ড, ফাদার। এক, দুই···।'

ধীরে ধীরে খুলে গেল ফাদারের হাত। মেঝেতে পড়ল ফরটিফাইভ। দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত হয়ে উঠল হ্যারির মুখ। সামনের দিকে কুঁজো হলো সে, গলায় হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘাড় ফেরাল ফাদার, আচমকা নিভে গেল ল্যাম্পটা।

অন্ধকারে দ্রুত জায়গা বদল করল ওরা। ব্যাঙের মত আকৃতি নিয়ে ফরটি ফাইভের দিকে ধেয়ে গেল রানা।

'গাড়ির আলোটা নেভাও!' গর্জে উঠল হ্যারিস।

রানার হাঁটুতে ঠেকল ফরটি-ফাইভ। শরীরটা পিছিয়ে এনে মেঝে হাতড়াতে শুরু করল ও। বাইরের আলোটা নিভে গেল। ফরটি-ফাইভের বাট আঙুলে ঠেকতেই কে যেন হুড়মুড় করে পড়ল ওর গায়ের ওপর।

'ফাদার,' নরম সুরে, প্রায় ফিসফিস করে বলল হ্যারিস, 'কোথায় তুমি? আমার কথা শোনো, বোকার মত বেঘোরে প্রাণটা হারিয়ো না। তুমি একা, আমরা তিনজন।'

আসলে তিনজনের বিরুদ্ধে ওরা দু'জন, যদিও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিজেকে রানা গোণার মধ্যে ধরছে না। জ্বলন্ত একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স জানালা পথে উড়ে এল। কামরায় শুধু রানা আর হ্যারিস। হ্যারির হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, থারটি-এইটটা এখন হ্যারিসের হাতে। চরকির মত আধ পাক ঘুরে জ্বলন্ত বাক্সটায় জুতো পায়ে দাঁড়াল সে।

কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। পরমুহূর্তে কার ওপর কে যেন লাফিয়ে পড়ল। বাঁধন ঢিলে করার জন্যে কব্জি জোড়া মোচড়াচ্ছে রানা। একটু ঢিলে হওয়ায় ভারী অটোমেটিকটা ধরে পায়ের গোড়ালির কাছে নিয়ে যেতে পারল। গুলি করে গোড়ালির বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারে ও, কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে পা হারাতে হতে পারে।

কাছেই কার যেন পায়ের নিচে মুট মুট করে টুকরো কাঁচ গুঁড়ো হলো। বসা অবস্থায় পিছু হটতে শুরু করল রানা। এক করা হাত দুটো পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে ভাঙা কাঁচ খুঁজছে।

এক সেকেন্ডের জন্যে খোলা জানালার সামনে হ্যারিসের দেহ-কাঠামো পরিষ্কার হলো। 'ভেতরে এসো,' গামাট। শালা ফাদারের হাত খালি।'

বাইরে অন্ধকারে কোথাও আবার বমি করছে হ্যারি। দু'একটা কাঁচের টুকরো পেল রানা, কিন্তু এত ছোট যে রশি কাটা যাবে না। মরিয়া হয়ে উঠল রানা। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, এরপর আর কবার কিছু থাকবে না। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো নিতম্বে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও। হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা সিলিঙের দিকে তুলল, তারপর নামিয়ে আনল যতটা পারে শিরদাঁড়ার দিকে। হাতের ফরটি-ফাইভ সিধে রাখার চেষ্টা করল রানা, পায়ে বাঁধা রশির গায়ে মাজল্ ঠেকাল গভীর মনোযোগের সাথে হিসেব করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার।

আলাদা হয়ে গেল পা জোড়া। আগুনের ফুলকি লক্ষ্য করে গুলি করল হ্যারিস। ইতোমধ্যে একটা গড়ান দিয়ে সরে এসেছে রানা, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে আছে।

জানালার বাইরে তারা-ভরা কালো আকাশ, হঠাৎ ফাঁকটায় একটা মূর্তি ঝুলতে দেখল রানা। চওড়া ঘাড় আর এলোমেলো চুল দেখে জাপানী লোকটাকে চিনতে পারল ও। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে লোকটার বুকে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিল

ও।

পিছন দিকে বালির ওপর আছাড় খেল গামাট। জানালার কার্নিসে উঠে আবার লাফ দিল রানা, জাপানীটার গলায় কাঁধ দিয়ে পড়ল। দু'হাত দিয়ে রানাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল গামাট, নখ আর আঙুলের খোঁচা লেগে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল রানার মুখ। ওর কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা হঠাৎ ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত খুলে গেল, উঠে এল শূন্যে, পরমুহূর্তে দুই হাঁটু দিয়ে পড়ল গামাটের পেটের ওপর। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল গামাট, লক্ষ্যস্থির করে তার মাথায় লাথি মারল রানা।

ফরটি-ফাইভটা এখনও রয়েছে হাতে, কিন্তু সেটাকে সামনের দিকে আনতে পারছে না রানা। স্যাঁৎ করে পিছিয়ে এসে বিল্ডিংটার গায়ের সাথে সেঁটে দাঁড়াল ও, একটা খালি বালতির সাথে পা লাগায় উল্টে গেল সেটা। রাগের সাথে লাথি মারল রানা, প্রতিবাদ করতে করতে ছুটে গেল বালতি, উঁচু ভিটের কিনারা থেকে ঝন ঝন শব্দে পড়ে গেল নিচে। ঘরের ভেতর থেকে শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করল হ্যারিস।

মাথার ওপর ক্ষীণ একটা শব্দ হলো। মুখ তুলতেই ফাদারকে দেখতে পেল রানা। দোরগোড়ায় বাঁশের তৈরি একটা মাচার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে, হাতে একটা দশ ইঞ্চি ইঁট।

'হ্যারিস!' চেঁচিয়ে উঠল গামাট। 'পিছাও!'

সটান সামনের দিকে আছাড় খাবার ভঙ্গিতে বালির ওপর পড়ল সে, মাচার খুঁটি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। ইঁটটা ফেলে দিল ফাদার, মাচা সহ হুড়মুড় করে নেমে এল নিচে। ভারী একটা বাঁশ ধাক্কা দিল রানার পায়ে, পা ছুঁড়ে সেটাকে সরিয়ে দিল রানা।

মাচার প্রায় পুরোটাই হ্যারিসের গায়ে ভেঙে পড়েছে। আলগা বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।

ধারাল একটা কিছুর খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা। একটা কোদাল পাওয়া গেল, কিন্তু রশি কাটার মত ধার নেই। কোত্থেকে যেন বেরিয়ে এল হ্যারি, ঠোকর খেল রানার সাথে। তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, পড়ে যেতেই লাথি মারল মাথা আর বুকে। পাল্টা আঘাত হানার শক্তি নেই হ্যারির, সে শুধু ঠেকাতে চেষ্টা করছে।

চিৎকার করে উঠল ফাদার। 'নো! ফর গডস সেক, নো!'

ধস্তাধস্তি করতে করতে কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা, ওখান থেকে ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে মাটি। গামাটের হাতে একটা ছুরি।

হ্যারি নড়াচড়া করছে না। এখনও তিন-চারটে বাঁশের নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে হ্যারিস।

পিছনে বাঁধা হাত নিয়ে ছুটল রানা।

হঠাৎ ফাদারের আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল গামাট, কিনারা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে। পাগলের মত হাতড়ে ছুরিটা খুঁজছে রানা।

'আপনি তো, মি. রানা?' ফোঁস ফোঁস করছে ফাদার। 'কি খুঁজছেন? কোথায় লাগল?'

জরুরী ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা, অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল গলা থেকে। ফাদার কি বুঝছে না, অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করছে? দেখা যাচ্ছে, প্রাণপণ বেগে দৌড়ে পালাচ্ছে গামাট।

'ও, হ্যাঁ, ছুরিটা!' বলল ফাদার। 'এই যে।'

এক মুহূর্ত পর মুক্ত হলো রানার হাত। মুখের টেপ খুলতে খুলতে বিল্ডিঙের দিকে ছুটল ও। অকস্মাৎ দিক বদলে বালির স্তূপে আড়াল নিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইছে।

অস্ত্রের জোর দু'পক্ষের এখন সমান। রানার হাতে এটা আগেরটার চেয়েও ভারী। জন হ্যারিস স্রেফ ভাড়াটে লোক, চোরাচালানে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ খুব সামান্যই হবে। রানার হাত মুক্ত, এ-কথা বোঝার পর স্বভাবতই ট্যাক্সির কথা মনে পড়বে তার, পালাবার কথা ভাববে।

বালির আড়াল থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সির দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে, গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখল একটা মূর্তিকে। ট্যাক্সির কাছে তার চেয়ে রানা আগে পৌঁছুবে বুঝতে পেরে দিক বদলাল সে, অসম্পূর্ণ সুইমিং পুলের কিনারা ধরে খানিকটা ছুটে কিনারা থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওখানে বুলডোজারটা রয়েছে, তার ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে সুইমিং পুলের কিনারা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকল রানা, ট্যাক্সির দিকে যাবার রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর ছায়া থেকে বেরিয়ে এল হ্যারিস, সাথে সাথে গুলি করল রানা।

পায়ে গুলি খেয়ে ককিয়ে উঠল হ্যারিস, ছিটকে পড়ল সুইমিং পুলের কিনারায়। ওখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেল সে, কিনারা ধরে ঢালের গায়ে ঝুলে থাকল।

ছুটে ট্যাক্সির কাছে চলে এল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দিল ও, গাড়ি ঘুরিয়ে হেডলাইটের আলো ফেলল চৌকো সুইমিং পুলের দিকে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে বলল, 'হ্যারিস, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

হ্যারিস সাড়া দিল না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ঘুরপথে বুলডোজারের দিকে এগোল রানা। 'কিনারা থেকে মাথা তুললেই, খুলি উড়িয়ে দেব,' ভয় দেখাল ও। 'বাঁচতে চাইলে আগে রিভলভারটা ছুঁড়ে দাও, তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসো।'

তবু কোন সাড়া নেই হ্যারিসের। হাতে ফরটি-ফাইভ নেড়ে ফাদারকে পিছিয়ে যেতে বলল রানা, বুলডোজারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বুলডোজারের ব্লেড মাটি থেকে কয়েক ফিট উঁচু হয়ে রয়েছে। একটু একটু করে সামনে বাড়ল রানা, আবার ডাকল, 'হ্যারিস, তুমি একা। গামাট পালিয়েছে, হ্যারির হুঁশ নেই। আমার হাতে ফরটি-ফাইভ। এভাবে রক্ত ঝরতে থাকলে মারা পড়বে, তারচেয়ে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

ঝিক্ করে উঠল আগুনের ফুলকি। বুলডোজারের ব্লেডে ঘষা খেয়ে আরেক দিকে বিন্‌ন্ করে ছুটে গেল একটা বুলেট।

হাতল ধরে বুলডোজারের উঁচু ক্যাবে উঠে বসল রানা। এই মডেলটার সাথে পরিচয় নেই ওর, তবে সমস্ত কন্ট্রোল যেখানে থাকার সেখানেই রয়েছে বলে মনে হলো। খাদের কিনারা থেকে মাথা তুলে আরেকটা গুলি করল হ্যারিস। ইগনিশনের সুইচ অন করল রানা। শক্তিশালী মোটর চালু হবার পর ব্লেড লিভার টানল ও, ধীরে ধীরে উঠে এসে ক্যাবটাকে আড়াল দিল ব্লেড। কিনারা থেকে ঢালের দিকে আবার নেমে গেল হ্যারিস, আলগা মাটির ওপর শুয়ে থাকল।

গিয়ার দিল রানা, যান্ত্রিক দৈত্য আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকল। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে এগোল বুলডোজার। কিনারা থেকে নেমে যাবার উপক্রম করতেই সুইচ অফ করল রানা, স্ট্যাবিলাইজার সেট করল—লম্বা দুটো হাইড্রলিক প্রপ বেরিয়ে এসে স্থির হতে সাহায্য করল বুলডোজারকে।

আবার কথা বলল রানা, 'কি চাইছি শোনো, হ্যারিস। বেরিয়ে আসার পর না-ও কথা বলতে পারো তুমি। দুটো প্রশ্ন আছে আমার। আগে রিভলভারটা ছুঁড়ে দাও।'

অশ্লীল একটা গাল দিয়ে কিনারা থেকে ব্লেডের তলায় উঠে আসতে চেষ্টা করল হ্যারিস। তার মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে আলগা মাটির ওপর একটা গুলি করল রানা।

হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে গেল হ্যারিস। চশমা জোড়া হারিয়েছে। কাপড় ছিঁড়ে গেছে, ধুলো লেগে রঙ চেনা যায় না। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে সে, তাকিয়ে আছে বুলডোজারের হেডলাইটের দিকে।

'দুটো প্রশ্ন,' বলল রানা। 'কার হয়ে কাজ করছ? সোনাটা যাচ্ছে কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকল হ্যারিস।

আবার স্টার্ট দিতেই মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল হ্যারিস, মনে হলো আলগা মাটির ওপর বিদ্যুৎবেগে নাচতে চাইছে সে। '…ডার্ক হর্স! ফোর্স ল্যান্ডিং!' চিৎকার করে বলল। 'মাগীটা এর বেশি কিছু বলেনি…বাঁচান, আমাকে বাঁচান!'

বুলডোজার দুলে উঠল। বাঁ দিকের স্ট্যাবিলাইজার শক্ত মাটিতে নেমে গেছে, কিন্তু ডান দিকেরটা পিছলাতে শুরু করল। ক্যাব কাত হয়ে পড়ল এক দিকে। হাইড্রলিক কন্ট্রোলে হাত ঝাপটা মারল রানা, আলগা মাটির আরও ভেতরে সেঁধিয়ে গেল স্ট্যাবিলাইজার. কাত হওয়াটা মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপরই খাদের কিনারা ধসে পড়তে শুরু করল, বিশাল বুলডোজার নেমে যেতে শুরু করল ধসের সাথে।

কিনারা থেকে অনেকটা নেমে গিয়ে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল হ্যারিস। শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। কি করছে নিজেরও জানা নেই। ঢাল বেয়ে পিছলে নামছে শরীরটা। 'ডার্ক হর্স!' চিৎকার করছে সে।

দরজার দিকে তাকিয়ে লাফ দিল রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল হ্যারিস। ধীর কিন্তু অমোঘ ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকছে বুলডোজার, তারপর চড়াও হলো হ্যারিসের ওপর।

নয়

হেডলাইট জ্বেলে ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এল রানা। আলোর মাঝখানে এসে দাঁড়াল ফাদার।

ফাদারের ক্ল্যারিকাল কোট সামনের দিকে ছিঁড়ে গেছে, শোল্ডার হোলস্টারের স্ট্র্যাপ খানিকটা দেখা গেল। তার বাঁ চোখের একটু ওপরে চামড়া ছড়ে গেছে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এই যদি আপনার কাজের নমুনা হয়,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল ফাদার।

উত্তর দিল না রানা, ল্যাম্পটা আনার জন্যে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল। বাইরে ফিরে এসে খুঁজে বের করল হ্যারি ব্রাউনকে, নিজের বমির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

চোখে আলো পড়তে গুঙিয়ে উঠল হ্যারি। বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, তাকে বসিয়ে দিয়ে কঠিন সুরে বলল, 'জবাব দাও—ডার্ক হর্স কি? বোট?'

ঘাড়ের ওপর হ্যারির মাথা নড়বড় করতে লাগল। রাগের সাথে কয়েকটা ঝাঁকি দিল রানা, কিন্তু ছেড়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পায়ের ওপর পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'অসুস্থ···আমি, আমি মারা যাচ্ছি···।'

'ডার্ক হর্স সম্পর্কে আমি বলতে পারি,' রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ফাদার।

সিধে হলো রানা, ঘুরল। 'মোটেও আশ্চর্য হচ্ছি না!' ল্যাম্প নিয়ে খাদের কিনারা পর্যন্ত হেঁটে এল রানা, ঝুঁকে তাকিয়ে দেখল পনেরো ফিট নিচে ধসে পড়া পাথরের সাথে জলপ্রপাতের গোড়ায় ছোট একটা জলাশয়, আশপাশে কোথাও জাপানী লোকটাকে দেখা গেল না। সম্ভবত উল্টোদিকের কিনারায় উঠে পালিয়েছে।

ল্যাম্প নিয়ে সাবধানে নিচে নামল রানা। কাঁধের ক্ষত আর মুখ-হাত ধুলো ভাল করে। খাদ থেকে উঠে আবার হ্যারির সামনে বসল ও। ফাদারকে বলল, 'খানিকটা পানি নিয়ে আসুন।'

হ্যারির চোখে মুখে পানি ছিটাল রানা। 'তথ্য চাই, হ্যারি। তোমার সঙ্গী মারা গেছে। কালকের প্ল্যান সম্পর্কে কি জানো বলো।'

হাঁ করে আবার বমির ভাব করল হ্যারি। তার বুক আর পেট ওঠা-নামা করল বার কয়েক। কষে তার গালে একটা চড় কষাল রানা। মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল হ্যারি।

'ডার্ক হর্স! জবাব দাও! কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সোনা?'

হ্যারি নড়ল না। তার চোখে আলো ফেলে রানা দেখল, আবার জ্ঞান হারিয়েছে।

রাগে গজগজ করতে করতে হ্যারিকে টেনে-হিঁচড়ে ট্যাক্সিতে তুলল রানা। শার্ট ছিঁড়ে হাত-পা বাঁধল। তারপর বিল্ডিঙের ভেতর ফিরে এল ও, দেখল কাঠের একটা বাক্সে বসে রয়েছে ফাদার।

'বলুন,' ল্যাম্পের আলো নিগ্রো ফাদারের দিকে তাক্ করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কে আপনি?'

মুচকি হেসে ফাদার বলল, 'নামটা ঠিকই আছে, কিংসটন পারকার। তবে রেভারেন্ডটা বাদ দেয়া যেতে পারে। আইডিয়াটা অবশ্য যখন মাথায় এল, সবারই পছন্দ হয়েছিল। ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন যে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একজন ফিল্ড এজেন্ট আমি?'

'সেজন্যেই কি ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট মাস কয়েক আগে রানা এজেন্সিকে ফিরিয়ে দেয়? কারণ আমরা তথ্য চাওয়ার আগেই অপারেশনটা দেয়া হয়েছিল আপনাকে?'

'আপনার রাগের কারণ আমরা বুঝি, মি. রানা,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ফাদার। 'সবাই জানে, রানা এজেন্সিকে কন্ট্রোল করা সহজ কাজ নয়। তবে ভেবে দেখুন, আজ যদি আপনাকে ফলো করে এখানে আমি না আসতাম...।'

'এ-ধরনের সাহায্য ছাড়াও চলে আমার,' ফাদারকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'কি লাভ হলো? দু'জন লোক মারা গেল, অথচ এখনও আমি কিছুই জানি না।'

'একটু শান্ত হলে আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন,' বলল ফাদার। 'পরিচয় প্রকাশ করিনি, করলে ওয়াশিংটনের নির্দেশ অমান্য করা হত। নিজের বোধ-বুদ্ধি খাটাব সে পরামর্শ আমাকে দেয়া হয়নি। সেন্ট আলবানসে নেমেই অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, আমাকে বলা হলো ছদ্মবেশ ঠিক রাখতে হবে, জানতে হবে কতটুকু কি জানেন আপনি। কিছু মনে করবেন না, মনে হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আপনাকে তেমন পছন্দ করে না। তাছাড়া, নির্দেশ থাক বা না থাক, আপনার ঝামেলা আমি বাড়াতে চাইনি। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আপনার আশপাশে ঘুর ঘুর করছিলাম?'

'চাইছিলেন আমি ওদের খেদিয়ে বের করে আনি খোলা মাঠে, আর আপনি ওদের আটক করেন!'

'অন্যায় কোন কৌশল নয়,' বলল পারকার। 'এ-ধরনের কৌশল আপনিও ব্যবহার করেন। আরও একটা দিক আছে, আপনার পছন্দ হবে না, তবু বলব। টাকা-পয়সার অভাব, বাজেট কমাতে চাইছে ডিপার্টমেন্ট। ইনফরমারদের ফি হিসেবে প্রচুর খরচ করে ফেলেছি আমরা, চারদিক থেকে সমালোচনা শুনতে হচ্ছে।'

রানা গম্ভীর, চুপ করে থাকল।

'ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন, প্লীজ। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই যদি কেসটার মীমাংসা করতে পারি, দশ পার্সেন্ট বেঁচে যায়। আমারটা চাকরি, মাসে মাসে বেতন দেয় তবে আইডিয়াটা আমার নয়। ভুল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুরুতেই যদি আপনাকে সাথে নিয়ে কাজটায় হাত দিতাম, আজ এই কাণ্ড

ঘটত না।'

'আপনি জানেন, পল বুভেরাঁ আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল?'

'বুভেরাঁ? ইন্টারপোলের? কিসের প্রস্তাব?'

প্রস্তাব ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলল রানা।

হোল্ডারে একটা সিগারেট ভরল পারকার, ধরাল, চুপচাপ ধোঁয়া টানল কিছুক্ষণ। 'সে ডাবল এজেন্ট ছিল,' সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল সে। 'দু'পক্ষের হয়েই কাজ করছিল, সংশ্লিষ্টরা সবাই জানতও। জগতের এই একটা পেশা কোন অর্থেই সুন্দর নয়। ভাবছি…থাক! মি. রানা, ডার্ক হর্স ব্যাডম্যানের ইয়ট। ডিজেল এঞ্জিন, পঁচাশি ফুট, সাধারণত মেডিটারেনিয়ানেই ঘোরাফেরা করে। বুঝতে পারছি না এদিকে ওটা কি করছে। সোনার সাথে সরাসরি কোন সম্পর্ক কেন রাখবে ব্যাডম্যান?'

'জুলি হপার অন্য এক জাহাজের নাম শুনেছে—লা গুয়াইরা-য় ক্লুড়িয়া…।'

'ক্লডিয়া!' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল পারকার। 'ব্যাপারটা যদি সাধারণ একটা প্ল্যান বদল না হয়? যদি এমন হয়, দুটো দল কাজ করছে, তাদের উদ্দেশ্যও এক নয়? দাঁড়ান, কিছু বলবেন না, আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

পায়চারি শুরু করল ট্রেজারির ফিল্ড অফিসার। ফিরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল, দু'হাতের আঙুল চালাচ্ছে চুলে। 'বাই গড, আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, ভেতরে ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। গত গ্রীষ্মে বড় একটা লোকসান দেয় ব্যাডম্যান, এ-সম্পর্কে বুভেরাঁ আপনাকে কিছু বলেনি?'

'সামান্য।'

'ঠিক আছে। ধরুন, ব্যাপারটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হয়ে থাকে? এমন যদি হয়, বুভেরাঁ নিজেই… মি. রানা, অল্প কথায় সারব আমি। ফোনের কাছে পৌঁছে ওয়াশিংটনের সাথে পরামর্শ করতে হবে আমাকে।'

'বেশ।'

'আমরা একটা হিসেব থেকে জেনেছি, বছরে এক কোটি ডলারের মত সোনা চুরি যাচ্ছে ব্যাডম্যানের। এটা তেমন কোন লোকসান নয়, কারণ লাভ হয় কয়েকশো গুণ। কিন্তু গত গ্রীষ্মে বড় একটা ঘোল খায় সে, পুরো একটা শিপমেন্ট হারিয়ে যায়। তিন টন সোনা ছিল লঞ্চটায়, ভারত মহাসাগরে ঝড়ে পড়ে ডুবে যায় সেটা—তিনজন নাবিকের কেউ বাঁচেনি।'

'লঞ্চে রেডিও ছিল না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছিল, কিন্তু কোন ডিসট্রেস সিগন্যাল আসেনি। বোধহয় সেজন্যেই কিছু একটা সন্দেহ করে থাকবে ব্যাডম্যান। এই ঘটনার পর মধ্যপ্রাচ্য রুটে সোনার ব্যবসা বন্ধ করে দেয় সে। তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়—সোনাটা কি সত্যি ভারত মহাসাগরে তলিয়ে গেছে?'

'আপনি বলতে চাইছেন ব্যাডম্যানকে কেউ ধোঁকা দিয়েছে?'

'সম্ভব, তাই না? লোকটা যে হোক, তার সংগঠনে নেতা গোছের কেউ হবে। আমার জানা মতে, বুভেরাঁ অবসর নিতে যাচ্ছিল। ফ্রেঞ্চ পুলিসদের পেনশন

দুঃখজনকভাবে কম। অপারেশনের ভেতর বার সম্পর্কে সব কিছুই জানত সে…।'

বাধা দিল রানা, 'আপনি কি শুধুই আন্দাজ করছেন, নাকি তথ্যও দু'একটা আছে?'

'আন্দাজ করছি। আপনার বুঝতে হবে, ব্র্যাডম্যান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার অনুমান বাস্তবের সাথে খাপে খাপে মিলে গেলে? ব্র্যাডম্যান যদি বেঈমানকে চিনতে পারে, তার বেশিদিন বাঁচার কথা নয়।'

'বুভেরাঁ বেশিদিন বাঁচেনি।'

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল পারকার। 'চোর আমি হলে কি করতাম? জাহাজে যে বাক্সগুলো তোলা হবে সেগুলোর ডুপ্লিকেট বানাতাম, ডামি বাক্সগুলো ভরতাম সীসা দিয়ে। সোনা ভল্ট থেকে বেরুবার পর যে-কোন এক সময় এই বিকল্প আয়োজন করা হয়ে থাকতে পারে। এরপর যদি ধরি, ডামি বাক্সগুলোর একটায় টাইম বোমা ছিল, লঞ্চটাকে মাঝ সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী? কিংবা হয়তো নাবিকদের ঘুষ দিয়ে কোর্সের বাইরে অন্য কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হয় লঞ্চটাকে, সোনা নামিয়ে নেয়ার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়। ঝড়ের ওপর আগে থেকে ভরসা করা সম্ভব ছিল না। ঝড় যদি হয়েই থাকে, বলতে হবে সেটা ওদের সৌভাগ্য। ব্যাখ্যা হিসেবে ব্র্যাডম্যান যদি খারাপ আবহাওয়াকে মেনে নিয়ে থাকে, কিংবা ভাব দেখায় মেনে নিয়েছে, চোরের দল সেই একই সুযোগ আবার নেয়ার কথা ভাবতে পারে।'

ঘাড় চুলকাচ্ছে রানা, ভাবছে মায়ামিতে দেখা পল বুভেরাঁর চরিত্র এই সব নতুন তথ্যের সাথে মেলে কিনা।

'আমার সব ধারণাই যে ঠিক তা বলছি না,' বলে চলেছে পারকার। 'তবে ঠিক কিনা প্রমাণ করার সুযোগ আছে। চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধার এবং বেঈমানদের হাতেনাতে ধরার সুযোগ আছে বুঝতে পারলে মঞ্চে ব্র্যাডম্যানের উপস্থিত না হবার কোন কারণ দেখি না।'

'আপনি চান চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি…।'

'কারেক্ট!' রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল পারকার। 'ঠিক ধরেছেন।' ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে সংখ্যায় কমুক, তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দু'একজন যারা থাকবে তাদের গ্রেফতার করব আমরা।'

রানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিল পারকার।

'…এক মিনিট! এমন হতে পারে না, জুলি হপার ওদের জন্যে একটা হুমকি বলে তাকে কিডন্যাপ করেনি, করেছিল আপনাকে হোটেল থেকে বের করে আনার জন্যে? ওরা হয়তো চেয়েছে কাল যেন আপনি প্লেনে না থাকেন। এ-ই সুযোগ, মি. রানা, আসুন ব্যাটাদের বোকা বানানো যাক। হোটেলে ফেরার দরকার নেই আপনার। আগেভাগে প্লেনে উঠে মেন'স রুমে লুকিয়ে থাকুন। আমার কাভার যা আছে তাই থাক, কারণ ওটা নষ্ট হয়নি। আপাতত হ্যারি ব্রাউনকে আমরা সেন্ট আলবানস পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারি। এভাবে গোটা পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি আমরা। আপনি কি বলেন?'

'কেউ যদি মেন'স রুম ব্যবহার করতে চায়?'

হেসে উঠল পারকার। 'অত বড় একটা প্লেনে লুকোবার একটা জায়গা আপনি পাবেনই।'

অকস্মাৎ জানতে চাইল রানা, 'আপনার সাথে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আছে?'

হাসি থামল পারকারের। চামড়ার নরম একটা ফোল্ডার বের করল সে, ফিরিয়ে দেয়ার আগে ভাল করে সেটা পরীক্ষা করল রানা।

'টাকা প্রসঙ্গে কথা বলার অধিকার আছে আপনার?'

'মি. রানা, আপনি জানেন, নেই। আমি সুপারিশ করতে পারি। তবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারলে ওরা আমার সুপারিশ গ্রহণ করবে।'

'যথেষ্ট নয়।'

'বুঝলাম না, মি. রানা। আমার ধারণা ছিল ব্যাডম্যানের সাথে আপনার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার আছে…।'

'তা আছে। তারপরও পুরোপুরি দশ পার্সেন্ট দাবি করি আমি। ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ হলে ওদেরকে কথাটা জানিয়ে দেবেন।'

'তা জানাব,' সন্দিহান দেখাল পারকারকে। 'কতটা কাজ হবে বলতে পারি না। ধরে নিচ্ছি মেন'স রুমে লুকোবার আইডিয়াটা আপনার পছন্দ হয়নি। আপনার নিজের কোন আইডিয়া আছে?'

'আমি মনে করি, ট্যুরটা এখানেই বন্ধ করা দরকার। সশস্ত্র পুলিস থাকবে প্লেনে। জুলি হপারের কিডন্যাপিঙের ঘটনাটা আমাদের হাতে একটা লিভার এনে দিয়েছে। এ-দেশে কিডন্যাপিঙের শাস্তি ভীষণ কড়া। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে হ্যারি ব্রাউন মুখ খুলতে বাধ্য।'

'সে খুব বেশি কিছু জানে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ঠিক বলেছেন, এভাবেও কাজটা করা যায়।' হঠাৎ হাসল পারকার। 'তবে আপনি এভাবে কাজ করেন না, এ-কথা বলতে পারি।'

'ইতিমধ্যে তিনজন লোক মারা গেছে,' বলল রানা। 'আপনার মত আমিও মুঠোয় পেতে চাই ব্যাডম্যানকে, কিন্তু গোটা ব্যাপারটা থেকে অন্য আরেক রকম গন্ধ ছড়াচ্ছে। আজ রাতে কোন মতে গা বাঁচিয়েছি আমরা, মি. পারকার। হ্যারি ব্রাউন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে না পড়লে কি হত বলা যায় না। কে যেন আড়াল থেকে সুতো টানছে, আরও সামনে বাড়ার আগে আমি জানতে চাই লোকটা কে?'

রানার চোখে সরাসরি তাকাল পারকার। 'আমি যদি এর মধ্যে কনসুলেটকে জড়াতে ইচ্ছে না করি, প্লেনটাকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, কাজ করার লাইসেন্স থাকলেও আপনার অফিশিয়াল স্ট্যাটাস নেই। শুধু তাই নয়। মায়ামি বীচ মার্ডার কেস, ভুলে গেছেন? জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খোঁজা হচ্ছে আপনাকে। ইতিমধ্যে, আমার ধারণা, লোকাল পুলিস এ-ব্যাপারে নোটিফিকেশন পেয়ে গেছে। একটাই ঘটনা ঘটতে পারে—আপনি নিজে আর প্লেনে চড়তে পারবেন না। আমি অবশ্য এগোতে চাই, সঙ্গে আপনি থাকুন বা না থাকুন। ফরটি-ফাইভটা ফিরে পেলে খুশি হই।'

কোমরের বেল্ট থেকে বের করে অটোমেটিকটা ফিরিয়ে দিল রানা।

'আপনার অস্বস্তির কারণটা আমি বুঝলাম না,' বলল পারকার। 'ব্র্যাডম্যান মহা ধুরন্ধর, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সবগুলোর জন্যে একটা মাত্র ব্রেন দায়ী তা বিশ্বাস করা যায় না। মায়ামি স্টেডিয়ামে আপনার ওপর হামলা, বুভেরা হত্যাকাণ্ড, চোরাচালান, ক্যাসিনো ষড়যন্ত্র, কিডন্যাপিং—এমনকি বহুরূপী ব্র্যাডম্যানের জন্যেও বেশি হয়ে যায়। আপনার পদ্ধতিতে কাজ করলে একটা ফলাফল হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না।'

একটু জেদের সুরেই বলল রানা, 'আপনি আমাকে সাহায্য করলে…।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে মাথা নাড়ল পারকার। 'আমি পালের গোদাটাকে কব্জা করতে চাই। হ্যারি ব্রাউনের মত চুনোপুঁটিকে ধরা আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা একই ব্যাপার। ইচ্ছে হলে থাকেন, নাহয় চলে যান। আপনার ব্যাপার।'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'কি আসে যায়। কোথায় যেন শুনেছিলাম ডিসি-এইটের লেজের কোণে একবার নাকি একটা প্রমাণ সাইজের ভালুক আটকে গিয়েছিল। বাচ্চা নাকি ধাড়ী, জানি না।'

'ভেরি গুড, মি. রানা,' হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল পারকার। 'ধন্যবাদ। জানতাম, বিপদ দেখে লেজ তুলে পালাবার লোক আপনি নন।'

দশ

সেন্ট আলবানসে ফিরে পারকারের ওপর হ্যারি ব্রাউনের দায়িত্ব ছেড়ে দিল রানা, তারপর একটা ফোন করল।

ওদের হোটেল কামরায় রিসিভার তুলল হিলডা বেকার। 'রানা, দুশ্চিন্তায় আমি মরে যাচ্ছিলাম। কি হয়েছে তোমার, কেমন আছ?'

'আছি বহাল তবিয়তে…।'

'জুলি হপার ফোন করেছিল। ভয়ানক উত্তেজিত মনে হলো, সম্ভবত মাতাল। খুব নাকি রোমাঞ্চকর কি একটা ঘটেছে, তোমাকে জানাতে চায় নিজের চেষ্টায় সিরিয়াস একটা বিপদ থেকে রক্ষা করেছে নিজেকে। আইকিডো না কি যেন শেখা ছিল, সেটার গুণেই…।'

'জানি। গিলটি মিয়ার খবর বলো।'

'এখানেই রয়েছেন, উনি যা হাসাতে পারেন না! আচ্ছা, সত্যি নাকি এক সময় উনি দাগী চোর ছিলেন? একবার নাকি তোমারও…'

'আরও অনেক গুণ আছে ওর। দাও ওকে।'

'ডার্লিং, তুমি ফিরবে কখন?'

'এখনও জানি না।'

এক মুহূর্ত পর লাইনে এল গিলটি মিয়া। 'তিনজন মানে, সার, রীতিমতোন

ভিড়—রেতে শোয়ার ব্যবস্থা কি হবে?'

হিলডার খিলখিল হাসি শুনে রানা বুঝল, গিলটি মিয়ার ভাবভঙ্গি দেখে হাসছে সে। 'সময় পাচ্ছ কোথায় যে শোবে? কি কি করতে হবে শোনো। তার আগে বলো, ক'টা বাজে। আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ক'টা চাই আপনার···থুড়ি, দুটো বাজে, সার, পাঁচ মিনিট লেট।'

ঝাঁকি দিয়ে হাতঘড়িটা চালু করল রানা, সময় মেলাল। পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে বুদের দিকে হেঁটে আসছে পারকার। দরজা খুলে রানা বলল, 'আপনি একটু গাড়িতে বসুন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেকারের দিকে চলে গেল পারকার।

'মায়ামির খবর বলো,' গিলটি মিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিচ্ছু বিল বেষম রেগেচে সার, পারে তো নিজের ন্যাজ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। এই পেরথম দেকলাম কোনো লোকের গোঁফ চিংড়ি মাচের মতোন লাফ মারে। সে খবর রাকে, আপনি লাতিন আমরিকার কোতাও আচেন। একজোড়া টিকটিকি লাগিয়েছিল পেচনে, বোধায় ভেবেচে যা বলেচি তারচেয়ে বেশি জানি।'

'টিকটিকিরা জানে তুমি···?'

'খসিয়ে দিয়েচি, সার। এক হোটেলে খেমটা লাচ দেকতে লিয়ে যাই, কিচেন হয়ে পেচনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসি।'

'যা যা জানতে বলেছিলাম, জেনেছ?'

সবই সাধ্যমত জেনেছে গিলটি মিয়া। 'কিন্তু সার, খারাব খবর আচে। লোকজন আমাদেরকে হোটেল থেকে বেরুতে দেকেচে, দু'এক শালা সময়টাও মনে রেকেচে। মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়েচে, দু'ঘন্টা আগে মারা গেছে বুভেরাঁ। ওই কাচাকাচি সময়ে দুটো মেয়েও নাকি বেরিয়েচে ওকান থেকে—এক সাতে নয়। নতুন একটা খবর হলো গিয়ে, সার, মাতায় বাড়ি খেয়েও সাতে সাতে মারা যায়নি বুভেরাঁ। কামরার একানে সেকানে রক্তের দাগ দেকা গেছে। ডাক্তার বলচে, দুটো বাড়ি খাবার পর বাধা দিতে শুরু করে বুভেরাঁ, তার নোকের ভেতর চামড়া পাওয়া গেচে। বিচ্ছু বিল জানতে চায়, ইদানীং আপনাকে কেউ আঁচড়েচে কিনা।'

'আঁচড়েছে। লোহার রড দিয়ে বাড়িও মেরেছে দু'একটা।'

'হোটেল সেফের কতা জানতে চেয়েছিলেন। বুভেরাঁর নামে কিচুই নেই সেকানে—না ডোশিয়ে, না ফটো। মনে হয় না আমার আগে এসে লিয়ে গেচে কেউ। বুভেরাঁ ওকানে ও-সব রাকেইনি।'

'হ্যারি ব্রাউন।'

'পুলিসের লিস্টিতে তার নাম নেই। আমার এক বান্দবী, ক্রাইম রিপোর্ট লেকে, তার মুক থেকে জেনিচি, মিডিল ইস্টে আমাদের হ্যারিকে প্রায়ই নাকি দেকা যায়। গেল বার গরমের সময় ছোটখাট একটা ট্রলার ডাকাতির সাতে সে-ও বোধায় জড়িত ছিল।'

'ডিক নিক্সন।'

'ক্যাপটেন লোকটা স্যার রেসুড়ে, মাহা ফুর্তিবাজ। তিনটে জিনিসকে জীবনের সার করেচে—মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া। তবে সব্বার ধারণা, প্যানঅ্যাম তার ওপর অন্যায় করেচে।'

'টেডি ফস্টার।'

'একটা চিজ, সার। পাকা পাইলট, দুনিয়ার প্রায় সবকানে পেলেন চালিয়েচে। অ্যাঙ্গোলার গেরিলাদের সাতেও এক সময় কাজ করেচে। মজার কতাটা হলো, গত বচর নিউ অর্কের লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে যে সোনা চুরি যায়, অনেকের ধারণা, সেই চুরির সাতে টেডি ফস্টার জড়িত ছিল।'

একটা রেস্তোরাঁর নাম জানাল রানা, বলল, 'কি করতে হবে শোনো। বিকেলে হ্যারি ব্রাউনকে ওখানে নাস্তা খেতে দেখেছি, এখনও বোধহয় খোলা আছে। আগেও তো বহুবার এদিকে এসেছে, মেয়েরা ওর নাম জানবে। খবর নাও, কে তাকে আজ সার্ভ করে, এবং কি খেয়েছে সে। সাথে কেউ ছিল কিনা। পেটের গোলমালে ভুগছিল, কারণটা মদ নাও হতে পারে।'

'জ্বি, সার।'

'কাজটা করার পর ছোট একটা প্লেন চার্টার করে আমাদের আগে কারাকাসে পৌঁছুতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'আমরা রওনা হচ্ছি আটটার সময়, ভাল হয় তুমি যদি পাঁচটায় রওনা হতে পারো। ওখানকার এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করবে। সোনা সম্পর্কে কিছু বলার দরকার নেই, শুধু একটু আভাস দেবে। পারবে তো?'

'হেসে-খেলে,' নিরস গলায় বলল গিলটি মিয়া। 'দুকখো এই যে মিস হিলডা বেকারের সাথে চুটিয়ে গপ্পো করা গেল না। আবার আপনার সাতে কতা বলতে চায়...।'

হিলডা বলল, 'রানা, কি ঘটতে যাচ্ছে আমাকে জানাবে না? আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?'

উত্তর না দিয়ে আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'এগুলো রাখুন,' রানাকে নামিয়ে দেয়ার সময় বলল পারকার। 'কাজে লাগতে পারে।' ফরটি-ফাইভ আর ছোট একটা পেন্সিল টর্চ ধরিয়ে দিল সে রানার হাতে কোমরের বেল্টে অটোমেটিকটা গুঁজে নিয়ে চেকার থেকে নামল রানা।

'ধন্যবাদ।'

কিন্তু এখন আর কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, তাই ট্যাক্সি নিয়ে পারকার চলে যাবার পর অটোমেটিকের ক্লিপ চেক করল রানা। চার রাউন্ড রয়েছে ক্লিপে, চেম্বারে রয়েছে আরেক রাউন্ড।

চেকারের টেইললাইট অদৃশ্য হয়ে গেল। পুরানো শহরের বাজার এলাকায় রয়েছে রানা। কাঁটায় কাঁটায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল ও, তারপর বুদের কাঁচ ভেঙে একটা ফায়ার অ্যালার্মের বোতামে চাপ দিল।

সাথে সাথে কর্কশ শব্দে বেজে উঠল সাইরেন। ছয় মিনিটও লাগল না, পাথর

দিয়ে বাঁধানো চওড়া রাস্তা ধরে সগর্জনে ছুটে এল ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি। লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে চড়ল রানা, চিৎকার করে বলল, 'এয়ারফিল্ড!'

শহরের দু'মাইল পুবে সমতল একটা প্রান্তরে এয়ারফিল্ড। খানিক পরই গোলাপী শিখা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। ছোট প্লেন হ্যাঙ্গারের দেয়ালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পারকার, বেশ দেখার মতই আগুন জ্বলছে। মেইন গেট দিয়ে তীরবেগে ভেতরে ঢুকল ফায়ার ট্রাক, অবিরত ঘণ্টা বাজছে। আগুনের কাছাকাছি পৌঁছে থামল ট্রাক, ট্রাকের গা থেকে রাবার কোট আর হেলমেট নামাল রানা। র‍্যাক থেকে একটা কোদাল নামিয়ে মেইন হ্যাঙ্গার এরিয়ার দিকে হাঁটা দিল। ইতোমধ্যে আগুন নেভাবার জন্যে হোস পাইপ হাতে নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করেছে দমকল কর্মীরা।

একজন গার্ডকে পাশ কাটাল রানা, চেঁচিয়ে বলল, 'টেলিফোন!'

ওদের ডিসি-এইট বড় হ্যাঙ্গারগুলোর প্রথমটায় রয়েছে। পাশের একটা দরজায় তালা দেখল রানা, কোদালের এক বাড়িতে ভাঙল সেটা। ভেতরে ঢুকে পেন্সিল টর্চ জ্বালল, খুঁজে বের করল টুল কুজিট। রাবার কোট আর হেলমেট খুলে ফেলল। তেলতেলে মেঝের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা, একটা যান্ত্রিক সিঁড়িকে ঠেলে নিয়ে এল প্লেনের গায়ে। ভেতরে ঢুকল সামনের দরজা দিয়ে, তারপর লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল সিঁড়িটা।

টেইল-কোন্ গ্যালির একেবারে পিছন দিকে, আভনের নিচ দিয়ে স্লাইডিং প্যানেল ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। ছোট এতটুকু জায়গা, কষ্ট করতে হবে। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, অনেক কসরৎ করে আবার টেনে দিল স্লাইডিং প্যানেল। প্লেনের আবরণ আর ওর মাঝখানে দুই স্তর বিশিষ্ট কন্ট্রোল ওয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই। কোন-এ ওর জায়গা হবে, জানার পর হামাগুড়ি দিয়ে আবার বেরিয়ে এল গ্যালিতে। স্টুয়ার্ডেসদের কুজিটে দুটো বালিশ পেল ও, সেগুলো কোনে-র ভেতর ঢোকাল। খুঁজে পেতে একটা কনিয়্যাকের বোতল বের করল, রাখল শেষ সারির একটা সীটে। বাথরুম সেরে বোতলটার কাছে ফিরে এল। আধ ঘণ্টা পর ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

হ্যাঙ্গারের দরজা খোলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল রানার। হাতঘড়ি দেখল, আবার বন্ধ না হয়ে থাকলে চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। একটা জানালা দিয়ে নিচে তাকাল, টর্চের আলো প্লেনের দিকে এগিয়ে-আসছে।

বোতলটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে গ্লাসটা গ্যালির ড্রাইং র‍্যাকে রাখল রানা। তারপর আবার ঢুকল কোনে, আগে পা দিয়ে। স্লাইডিং প্যানেলটা আধ ইঞ্চির মত ফাঁক রাখল। কয়েক মুহূর্ত পর সিঁড়ি বেয়ে উঠল কেউ, প্লেনে ঢুকল। ফাঁকটায় চোখ রেখে টর্চের আলো ঘোরাফেরা করতে দেখল রানা। আলোর পিছনে কোন মেয়ের একজোড়া পা। হালকা নীল স্টুয়ার্ডেস ইউনিফর্মের একটা অংশ বলে মনে হলো স্কার্টটাকে। মাঝখানের প্যাসেজে কি যেন খুঁজছে সে। রানার দিকে পিছন ফিরে ঝুঁকল মেয়েটা, কার্পেট খানিকটা তুলে একটা হ্যাচের ঢাকনি

সরাল। ঢাকনিটার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।

ইতস্তত করতে লাগল রানা। প্লেনের পেট থেকে ধাতব শব্দ বেরিয়ে আসছে। স্লাইডিং প্যানেল সবটুকু ঠেলে সরিয়ে দিল ও। কিন্তু কোন থেকে বেরুবার আগেই হ্যাচের তলা থেকে উঠে এল মেয়েটা।

কি যেন দেখে চমকে উঠল সে, নিভিয়ে দিল টর্চ। শব্দ শুনে রানা বুঝল, হ্যাচের ঢাকনি জায়গা মত বসল। হামাগুড়ি দিয়ে কোন থেকে বেরিয়ে আসছে রানা। গাঢ় একটা ছায়া ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পর সিঁড়িতে হাইহিলের আওয়াজ হলো। সিধে হলো রানা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। হ্যাঙ্গারের মেঝেতে টর্চের আলো, দরজার দিকে এগোচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। প্লেনে ও একা।

কার্পেট সরিয়ে হ্যাচের ঢাকনিটা দেখল রানা। কান পেতে শুনল কোন শব্দ হয় কিনা। তারপর ঢাকনিটা সরাল। পেন্সিল টর্চের আলোয় সরু লাগেজ কম্পার্টমেন্টটা অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। হ্যাচের মুখ থেকে ঝুলে ভেতরে নামল রানা, পা দিয়ে দাঁড়াল লম্বা মেটাল কন্টেইনারের ওপর। ওর ভারে একদিকে একটু কাত হলো সেটা, রোলারের ওপর রয়েছে। কন্টেইনারে রয়েছে অনেকগুলো ট্রাংক আর সুটকেস, ক্যানভাসের বড় ব্যাগও রয়েছে অনেকগুলো।

একটা ব্যাগ খুলল রানা। ভেতরে তুলো দিয়ে জড়ানো এক জোড়া সোনার বার। একেকটার স্ট্যান্ডার্ড ওজন হবে চারশো আউন্স।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর এক এক করে প্রতিটি ব্যাগের মুখ খুলে ভেতর থেকে সোনার বারগুলো বের করে প্যাসেজে রাখল। কয়েকটা ট্রাংকেও সোনা পাওয়া গেল, তবে বেশিরভাগই কাপড়চোপড় ঠাসা। সব মিলিয়ে পঁচিশটা বার পাওয়া গেল।

ব্যাগ, সুটকেস, আর ট্রাংক কোনটাই মেটাল কন্টেইনার থেকে নামায়নি রানা। লাগেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে উঠে হ্যাচের ঢাকনি বন্ধ করে দিল ও, জায়গা মত বিছিয়ে দিল কার্পেট। ইতোমধ্যে পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

একটা একটা করে সোনার ইঁটগুলো টেইল কোনে সাজাল রানা। খাটাখাটনির ফলে খিদে পেয়ে গেছে, গ্যালিতে ফিরে এসে অসময়ে খানিকটা কনিয়্যাকের সাথে ব্রেকফাস্ট সারল। শেষবার অনেক কষ্টে ঢুকতে পারল টেইল কোনে। বেশিরভাগ জায়গা দখল করে নিয়েছে বারগুলো। চারদিকে সোনা নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকল রানা, ঘাড়ে একটা বালিশ রেখে হেলান দেয়ার চেষ্টা করল। খুব ক্লান্ত, একটু পরই ঘুম এসে গেল।

ঘড় ঘড় শব্দে খুলে গেল হ্যাঙ্গারের বড় দরজাটা, জেগে উঠে চোখ পিট পিট করে তাকাল রানা। স্লাইডিং প্যানেলের সরু ফাঁক দিয়ে রূপালি এক ফালি দিনের আলো ঢুকেছে অন্ধকার টেইল কোনে। খানিক পর প্লেনের ভেতর নড়াচড়ার আওয়াজ পেল ও, একটু ঠেলে পুরোপুরি বন্ধ করে দিল প্যানেল। শিডিউল যদি ঠিক রাখা হয়, নব্বুই মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করবে প্লেন।

প্লেনের নাকে হুক পরিয়ে ট্রাক্টরের সাথে জোড়া লাগানো হলো, ট্রাক্টর ফিঙ্গে টেনে আনল প্লেনটাকে। ফুয়েল ট্যাংক ভরার আওয়াজ পেল রানা। স্টুয়ার্ডেসরা গ্যালিতে ঢুকল, ফিসফাস করে আলোচনা করছে কাল রাতে হোটেলের পার্টিতে কে কি কাণ্ড করেছে। ডিক নিক্সন, পাইলট, গ্যালন গ্যালন মদ খেয়েছে, সকালেও তাকে পুরোপুরি সুস্থ বলে মনে হয়নি।

'তবে কন্ট্রোলে বসলে তার নেশা ছুটে যায়,' একজন স্টুয়ার্ডেস মন্তব্য করল। 'ভুল-ভাল যা করে সবই প্লেনের বাইরে।'

ধীরে ধীরে বয়ে চলল সময়। আরোহীরা আসছে। আটটা বাজল। ব্যস্ত হয়ে উঠল স্টুয়ার্ডেসরা। আটটা বিশে আবার গ্যালিতে এল ওরা দু'জন, সময় চুরি করে গরম কফিতে চুমুক দিতে এসেছে।

'তিনজন আরোহীর কোন হদিস নেই,' বলল একজন। 'জন হ্যারিস—লোকটার চেহারা পর্যন্ত মনে নেই আমার।'

'আমার আছে। কাল রাত এগারোটায় তার সাথে আমার ডেট ছিল, কিন্তু আসেনি।'

'আর দেখো না, হ্যারিটাও ঠিক সময় মত লাপাত্তা। লাগেজের দিকে কে এখন নজর রাখে!'

'আমাদেরকেই দেখতে হবে সব। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করল ওই ভদ্রলোক, মাসুদ রানা। কি এমন ঘটল যে…।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামাল প্রথম মেয়েটা। 'সেক্সিয়েস্ট ক্রিয়েচার গড এভার মেড…।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসল রানা।

দ্বিতীয় মেয়েটা বলল, 'হাসবি না, লোকটাকে আমার ভয় করে। নেই ভালই হয়েছে…।'

একটা বেল বাজল।

'ইয়েস, মি. ফস্টার। নো, মি. ফস্টার।'

'অদ্ভুত এক চিজ, তাই না?'

'হারামজাদা অপেক্ষা করুক। দেখেই মনে হয়, নীচ। হিলডা মেয়েটা কি বলছিলরে মাসুদ রানা সম্পর্কে?'

'উনি নাকি কারাকাসে আবার আমাদের সাথে মিলিত হবেন। কি জানি কেন, চাপা একটা উত্তেজনায় ছটফট করছে হিলডা বেকার। আচ্ছা, কাল রাতে ক্যাসিনোর ঘটনাটা আসলে তোর কি মনে হয়?'

'বিপদ একটা ঘটত, এটুকু বলতে পারি। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেকে কিভাবে বাঁচাতে হয় জানে।'

চোখ বুজে রানা ভাবল, ধারণাটা যেন সত্যি হয়।

এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেল, সামনে এগোতে শুরু করল প্লেন। খানিক পর নাক উঁচু করে শূন্যে ভাসল ডিসি-এইট। দীর্ঘ একটানা ওপরে উঠল ওরা, তারপর প্লেন

সমান করল পাইলট। রানার দু'পাশে তারগুলো অলসভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, কন্ট্রোল প্যানেলে হাত পড়লেই সাড়া দিচ্ছে ওগুলো।

এরপর আবার যখন স্টুয়ার্ডেস দু'জন এক সাথে ঢুকল গ্যালিতে, তাদের মুখে নতুন এক আরোহীর গল্প শুনল রানা। সেন্ট আলবানস্ থেকে প্লেনে চড়েছে লোকটা। এটাও একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এ-ধরনের ট্যুরে মাঝপথে সাধারণত কেউ অংশগ্রহণ করে না। নতুন আরোহীকে ওদের পছন্দ হয়নি। লোকটা ব্রাজিলিয়ান, সুদর্শন, চোখ জোড়া চঞ্চল, হাবভাব দেখে মনে হয় অতিরিক্ত চালাক। ডাবল স্কচের অর্ডার দিয়েছিল, এক চুমুকে সবটুকু গিলে ফেলেছে।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের সাথে কেঁপে উঠল প্লেন। রানার মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে গ্লাস ভাঙার আওয়াজ হলো। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড জমাট বেঁধে থাকল নিস্তব্ধতা, তারপর একজন স্টুয়ার্ডেসের নিচু গলা শোনা গেল, 'মাই গড, রিটা। কিসের শব্দ হলো?'

'জানি না, আমি জানি না!'

বেল বাজছে অবিরাম। কোলের ওপর বালিশ নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে স্লাইডিং প্যানেলে হাত রাখল রানা। যতটুকু বুঝতে পারছে, প্লেন স্বাভাবিকভাবেই উড়ছে, অস্বাভাবিক কোন ভাইব্রেশন হচ্ছে না। কেবিন থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, পিছনের সারির সীট থেকে একজন আরোহী কি ঘটেছে জানতে চাইছে।

দ্বিতীয় মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, 'পাইলটকে জিজ্ঞেস করি...।'

'ওই আসছে নিক্সন...।'

স্লাইডিং প্যানেলে চাপ দিল রানা, সিকি ইঞ্চি ফাঁক তৈরি হলো।

পাইলট ডিক নিক্সনের গলায় কোন উত্তেজনা নেই, 'এই যে, মেয়েরা, শব্দটা তোমরাও শুনেছ, তাই না?'

'শুনিনি মানে!'

'আরে, আরে—ভয় পাচ্ছ কেন! এঞ্জিনে কোন অসুবিধে নেই। ইন্সট্রুমেন্ট বলছে, সব ঠিক আছে। ফুল পাওয়ারে রয়েছি আমরা, প্রতিটি কলকব্জা সাড়া দিচ্ছে। কোত্থেকে এল শব্দটা, বলতে পারো?'

'সরাসরি নিচ থেকে, ক্যাপটেন। আমার মনে হয়, কোন একটা লাগেজ কম্পার্টমেন্টে কিছু ঘটেছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল পাইলট। 'টেইল-কোন ভাইব্রেশন হতে পারে।' তার পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল রানার দিকে। হাঁটু ভাঁজ করে বসল সে, হাত বাড়াল স্লাইডিং প্যানেলের দিকে। 'খামোকা ঝুঁকি নেয়ার দরকার কি!' আবার সিধে হলো সে। 'বীমার টাকা পাবার জন্যে কেউ যদি লাগেজে করে টাইম বোমা এনে থাকে—বরং সেন্ট আলবানসে ফিরে গিয়ে চেক করাই ভাল।'

আরোহীরা প্রায় সবাই যে যার বেল বাজাচ্ছে। রানা শুনতে পেল পাইলটের পায়ের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। স্লাইডিং প্যানেল আরও একটু ফাঁক করে বাইরে ভাল করে তাকাল ও। চোখে-মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে প্যাসেজ ধরে

এগোচ্ছে স্টুয়ার্ডেসরা। পাইলটের পিছু পিছু ককপিটে ঢুকে পড়ল এক লোক।

দশ সেকেন্ড পর ঝাঁকি খেল প্লেন। খানিকক্ষণ দুলল সবাই। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ডিসি-এইট বাঁক নিচ্ছে। সম্পূর্ণ অন্যদিকে রওনা হলো ওরা। রানা দেখল, স্টুয়ার্ডেস দু'জন পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে একটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন…।'

টেডি ফস্টারের গলা। শুরু করেই থেমে গেল সে। তিন সেকেন্ড পর আবার শুরু করল।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। আমি আপনাদের ক্যাপটেন বলছি না। দুঃখিত, ককপিটে সাময়িক একটু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নুক, এরা এখানে বোকার মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেন্ট আলবানসে ফিরে যাবে, কাজেই আমাদের তৎপর হতে হয়…।'

সীট ছেড়ে আরেক জন লোক কেবিনের সামনের দিকে হেঁটে গেল। ঘুরল সে, অমনি আঁতকে উঠল আরোহীরা। লোকটা বাঘের মুখোশ পরে আছে।

পাবলিক অ্যাড্রেসে আবার শোনা গেল, 'ভাই এবং বোনেরা, এটা একটা ডাকাতি। আশা করি, কেউ আহত হবে না। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র শাখা ভেনিজুয়েলিয়ান আর্মড ফোর্স প্লেনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।'

কেবিনের পিছন দিক থেকে বয়স্কা এক মহিলা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

'ছোটখাট একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারি,' বলে চলেছে টেডি ফস্টার, 'কিন্তু জানি, একটা কথাও আপনাদের কানে ঢুকবে না, ফলে মনেও থাকবে না। কাজেই প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে, প্রত্যেক আরোহীর জন্যে একটা করে। ব্যস্ততার কিছু নেই, সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে পড়ুন। আমার সহকারী, কেবিনের সামনে যাকে দেখছেন, ওর নাম নুক গোমেজ। ও সত্যি একটা বাঘ, পেশাদার বিপ্লবী। মুখোশ পরে আছে, পরে যাতে আপনারা তার চেহারার বর্ণনা পুলিসকে জানাতে না পারেন। প্লেনে যখন চড়ল, কেউ কেউ হয়তো দেখেছেন বটে, কিন্তু ওর মাথায় একজোড়া শিং বা মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ আছে কিনা মনে রাখেননি।'

নিজের কৌতুকে নিজেই হাসতে লাগল টেডি ফস্টার।

তারপর আবার শুরু করল সে, 'ক্যাপটেনের মাথায় একটা পিস্তল ধরে আছি, বলছে আমিই নাকি তার মা-বাপ,যা বলব তাই করবে। যদি গুলির শব্দ শোনেন, আন্দাজ করে নেবেন, উইন্ডশীল্ডের গায়ে তার মগজ ছিটকে পড়েছে। তবে আতঙ্কিত হবেন না, প্লীজ। অত্যন্ত দক্ষ পাইলট আমি। ডিসি-এইট নিয়ে চব্বিশ হাজার মাইল উড়েছি। ককপিটে আর যারা রয়েছে, তারা আমাকে সাহায্য করবে। নুক, কাজে নেমে পড়ো।'

কেবিনের সামনে দাঁড়ানো বাঘ হুঙ্কার ছাড়ল, 'টাকা, অলঙ্কার, পাসপোর্ট। ঘড়ি, ট্র্যাভেলার্স চেক, ক্রেডিট কার্ড। সব ব্যাগে ফেলুন।'

ঝাড়া দিয়ে মার্কিন ডাক বিভাগের একটা বস্তার ভাঁজ খুলল সে, প্রথম সারি

সীটের আরোহীদের সামনে ধরল সেটা।

টেডি ফস্টার পাবলিক সিস্টেমে ফিরে এল, 'কেউ কিছু লুকাবেন না। প্রচারপত্র পড়লে বুঝবেন কেন আমাদের টাকা দরকার। অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে এ-দেশের মানুষের মুক্তি নেই। এবং মনে রাখবেন, আপনারা দান করছেন। এই ভেবে সন্তুষ্ট হোন যে মহৎ একটা কর্মকাণ্ডে আপনারাই অংশগ্রহণ করতে পারলেন।'

বস্তা প্রায় ভরে উঠল নুক গোমেজের। এরপর প্রচারপত্র বিলি করতে শুরু করল সে। হঠাৎ বস্তা ছেড়ে দিয়ে বয়স্কা এক মহিলার কাঁধ খামচে ধরল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে সীট থেকে তুলে প্যাসেজের মেঝেতে এনে ফেলল। নিঃসঙ্গ মহিলাদের একজন সে, জুলি হপারের সাথে তাকে কথা বলতে দেখেছে রানা। বগলের তলায় হাত দিয়ে তাকে দাঁড় করাল গোমেজ, তারপর এক টানে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলল কাপড়। মহিলা ভাঁজ করা দু'হাত বুকে তুলে লজ্জা ঢাকল।

পাবলিক সিস্টেম থেকে টেডি ফস্টারের গলা ভেসে এল, 'একটা কথা বলা হয়নি। আপনাদের কেউ কেউ ভুলটা করতে পারেন। কেউ হয়তো মোজার ভেতর কিছু ডলার লুকাবেন, কেউ হয়তো···কিন্তু না, আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি, এ-ধরনের কিছু করতে যাবেন না। আগেই বলেছি, নুক একটা বাঘ—ওর চোখে ধরা পড়ে গেলে স্রেফ ছিঁড়ে ফেলবে। ও চায় আপনারা আনন্দের সাথে চাঁদা দেবেন। ভাবছেন, মাত্র দু'জন লোক প্লেন হাইজ্যাক করে কিভাবে? জ্বী-না, প্লেনের ভেতর আমাদের আরও অনেক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওরা নজর রাখছে আপনাদের ওপর। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!'

চড়-থাপ্পড় লাথি সমানে চালাচ্ছে গোমেজ, বস্তাটা আরও একটু করে ফুলছে। ফরটি-ফাইভ হাতে নিয়ে স্লাইডিং প্যানেল আরও একটু ফাঁক করল রানা। প্যাসেজে আরেক বয়স্কা মহিলাকে টেনে এনেছে গোমেজ, ব্লাউজ খুলে ফেলেছে আগেই, এবার ব্রা ধরে টান দিল। ব্রেসিয়ারের ভেতর থেকে ছিটকে পড়ল একটা আংটি। সেটা তুলে সবাইকে দেখাল গোমেজ।

এতক্ষণে নিজের সীট ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল কিংসটন পারকার। 'আপনার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। এবার মহিলাকে ছেড়ে দিন।'

ক্যারিক্যাল ভেস্টের সামনেটা খামচে ধরে পারকারকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল নুক গোমেজ। 'কোথাকার মাতবর হে তুমি? মেয়েলোক, তাই শাস্তি হবে পাছায় লাথ। পুরুষ হলে পিস্তলের বাট দিয়ে থোতা ভেঙে দেব। তাহলে কেউ আর কিছু লুকাবে না।' পারকারকে ঠেলে সীটে ফেলে দিল সে, তার নাকের সামনে পাকানো মুঠো ঘোরাল। 'ফাদারদের আমি ঘৃণা করি, তাদের মুখে পেচ্ছাব করি।' এরপর মহিলার দিকে ফিরল সে। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'যাও।' মহিলা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রওনা হলো নিজের সীটের দিকে। পিছন থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল গোমেজ, লাথি খেয়ে প্যাসেজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মহিলা। 'কারও কিছু বলার আছে?' সগর্বে জিজ্ঞেস করল গোমেজ। 'এই শেষ বার বলছি, যার যা আছে সব দান করুন। আপনাদের এই দানে অস্ত্র কেনা হবে, সেই অস্ত্র দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পা-

চাটা কুকুরদের উৎখাত করা হবে···।'

দেখা গেল প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লুকিয়ে রেখেছিল, টপাটপ বস্তার ভেতর পড়ল সে-সব। শেষ সারির সীটে বসে আছে স্টুয়ার্ডেসরা, তাদের সামনে এসে থামল নুক গোমেজ। 'আই বাপ, কত সুন্দর তোমরা! আমাদের সাথে যাবে নাকি পাহাড়ে? রাতে বড় কষ্ট হয়, বুঝলে—বিছানায় একা একা ঘুমানো!'

'ধন্যবাদ,' মেয়েদের একজন শুকনো গলায় বলল। 'আমরা বুঝি, কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা—দুঃখিত।'

মেয়েটার গালে হাত বুলাল গোমেজ। 'মাইরি, মাখনের মত নরম। তোমার টাকা নেব না।' গ্যালিতে ঢুকল সে, চিৎকার করে বলল, 'কেউ পিছন দিকে তাকাবেন না, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে থাকুন।' বস্তা রেখে প্যান্টে হাত মুছল সে, অপর হাতে ধরা পিস্তলটার মাজল্ মেঝের দিকে নেমে গেল। স্লাইডিং প্যানেলের ভেতর থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে গোমেজের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানার এক হাত।

টান দিয়েই ছেড়ে দিল, দুম করে ঘুসি মারল গোমেজের তলপেটে। কঁক করে উঠে থেমে গেল গোমেজ, ইতোমধ্যে টেইল কোন থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসে সিধে হয়েছে রানা। তলপেট চেপে ধরে কুঁজো হয়ে রয়েছে গোমেজ, তার ঘাড়ের ওপর কনুই দিয়ে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল ও। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল গোমেজ।

পাবলিক সিস্টেমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে টেডি ফস্টার। যতটুকু বুঝতে পারল রানা, গ্যালির ছোট্ট ঘটনাটা কারও নজরে পড়েনি। গোমেজের মুখোশ খুলে নিয়ে বাঘ সাজল ও। ত্রস্ত হাতে পোশাক ও জুতো পাল্টাপাল্টি করে নিল। উপুড় করে বস্তাটা খালি করল, সেটা গলিয়ে দিল গোমেজের মুখ আর কাঁধে।

'সব ঠিক আছে, নুক।' পাবলিক অ্যাড্রেস থেকে প্রশ্ন করল টেডি ফস্টার। 'এতক্ষণে তোমার কাজ শেষ হবার কথা। আর এক মিনিটের মধ্যে আরুবা-র ওপর পৌঁছে যাব আমরা। বেলের বোতাম খুঁজে পাচ্ছ না? তাড়াতাড়ি করো, এখানে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। ক্যাপটেনও···।'

ককপিট লেখা একটা বোতাম দেখে তাড়াতাড়ি সেটা টিপে দিল রানা। কিন্তু কাজ হলো না, কারণ হাইজ্যাকাররা নির্দিষ্ট একটা সঙ্কেতের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ককপিট থেকে পিছিয়ে এসে একটা পর্দা সরিয়ে কেবিনে মুখ বের করল টেডি ফস্টার। মুখোশ পরা রানা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী সংযোগে ও. কে. সিগন্যাল দিল তাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেল ফস্টার।

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে কিংসটন পারকারের কাঁধে টোকা দিল রানা। ভীষণভাবে চমকে উঠল নিগ্রো ট্রেজারি অফিসার। তাকে নিয়ে গ্যালিতে ফিরে এল রানা, হাতে ব্রাজিলিয়ান গোমেজের থারটি-এইটটা ধরিয়ে দিল। ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল, তারপর গ্যালি থেকে বেরিয়ে এল আবার।

পামেলা ব্রাউনকে পাশ কাটাচ্ছে রানা, নিরেট একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেল

প্লেন। অনেক কিছুই স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা নেই, সব তীরবেগে ছিটকে পড়ল, রানা ও পামেলা ব্রাউনও। প্যাসেজে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানা, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। সামনের সীটের সাথে জোরে মাথা ঠুকে গেল পামেলার, সেখান থেকে ছিটকে প্যাসেজে রানার পাশে পড়ল সে। তার হাতের মুঠোয় পয়েন্ট টু-টু ক্যালিবারের একটা পিস্তল রয়েছে। পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল রানা, 'এ-সব বাদ দাও, আমি রানা।'

'ওগো মা মেরী—আরেকটু হলে আমি তো…।'

টেডি ফস্টারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ভয় পাবার কিছু নেই। দমকা বাতাসের রসিকতা। নুক, স্টুয়ার্ডেসদের বলো সবাইকে যা হোক কিছু একটা পান করতে দিক। আমি জানি, ক্যাপটেন স্কচ খেতে চাইবে। আমাকেও একটু দিয়ো ওই সাথে।'

প্যাসেজে ছড়িয়ে রয়েছে চশমা, লিপস্টিক, টোবাকো পাইপ, খালি ব্যাগ, চকলেটের বাক্স ইত্যাদি। শান্ত ভাবে ককপিটে ঢুকল রানা।

মিথ্যে দাবি করেনি টেডি ফস্টার, ডিক নিক্সনের মাথার পিছনে ঘাড়ের ওপর অস্ত্র ধরে আছে সে। কো-পাইলট আর ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, দু'জনেই সন্ত্রস্ত মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। পরমুহূর্তে দ্রুত অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল মাথা।

উইন্ডশীল্ডে মুখোশের প্রতিফলন দেখল টেডি ফস্টার। 'চিন্তা কোরো না, চিন্তা কোরো না—সব ঠিক আছে! শালা ক্যাপটেন প্লেনটাকে হঠাৎ একটা ঝাঁকি খাইয়ে আমাকে চারপেয়ে গাধা বানাতে চেয়েছিল। ব্যাটা জানে না, আমিও পাইলট। এক সেকেন্ড আগে বুঝে ফেলি। যাও, ফিরে যাও তুমি—মেয়েদের বলো স্কচ নিয়ে আসুক…।'

ফস্টারের নগ্ন ঘাড়ে ফরটি-ফাইভের মাজল্ ঠেকাল রানা। 'হাতের ওটা ফেলে দাও।'

মাথাটা ঝাঁকি খেল ফস্টারের, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। 'জেনুইন বাঘ, মাসুদ রানা? ইউ সান অভ এ বীচ, কোত্থেকে তুমি আসমানে এলে?'

শান্ত স্বরে বলল রানা, 'মুঠো আলগা করে ওটাকে পড়ে যেতে দাও।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টেডি ফস্টার। 'হাজার হাজার কেস আমার বিরুদ্ধে, ধরা পড়া চলে না।' রানা হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটা নিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তীক্ষ্ণ হলো তার কণ্ঠস্বর, 'সাবধান! মেরে ফেলো, আমার একটা উপকার করা হবে। নিক্সনকে আমি গুলি করব, যাতে তুমি খুন করো আমাকে। ইচ্ছে হলে তুমি আগে গুলি করতে পারো, কিন্তু আমার আঙুলকে বলা আছে—আমি গুলি খেলেও আমার আঙুল ঠিকই ট্রিগার…।'

'কো-পাইলট আছে,' বলল রানা। 'প্লেন নামাতে অসুবিধে হবে না।'

'মি. রানা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ডিক নিক্সন। কন্ট্রোলে স্থির হয়ে আছে তার আড়ষ্ট হাত। 'ওর কথা শুনুন, ফর গডস সেক!'

ব্যস্তভঙ্গিতে ফস্টার বলল, 'তারচেয়ে একটা আপোসে এসো, রানা। কোন পক্ষই কোন চালাকি করবে না। প্লেন তোমাদের থাকুক, প্যারাস্যুট নিয়ে নেমে

যেতে দাও আমাকে। আমার জন্যে ফিফটি-ফিফটি চান্স···অ্যাই, নড়বে না!' কো-পাইলটকে সীট ছাড়তে দেখে গর্জে উঠল সে। 'যাই করো, আমার গায়ে হাত দিলে পাইলটের খুলি উড়িয়ে দেব···।'

'চ্যাভেসি,' আবেদনের সুরে কো-পাইলটকে বলল ডিক নিক্সন, 'বুঝতে পারছ না লোকটা আমাকে খুন করবে! ওকে ঘাঁটাবার দরকার নেই। রাজনৈতিক ব্যাপার, আমাদের কি !'

'সত্যি তাহলে বিশ্বাস করেছ?' তিক্ত একটু হাসল টেডি ফস্টার। 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট সম্পর্কে মাত্র কাল শুনেছি।'

'লা গুয়ারডিয়া-র সোনা তুমিই তাহলে চুরি করেছ, ফস্টার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সোনার কথা তুলো না। আমরা জীবন আর মৃত্যু নিয়ে কথা বলছি।'

চ্যাভেসি, কো-পাইলট, রানার পাশে দাঁড়িয়ে টেডি ফস্টারের নগ্ন ঘাড়টা হালকাভাবে স্পর্শ করল। ঝাঁকি দিয়ে একটু সরে গেল ফস্টার।

তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, কি করলে? ভেবেছ চিমটি কেটে··· এখনও সময় আছে, যা বলছি শোনো। হয় আমাকে প্যারাস্যুট নিয়ে যেতে দাও, নাহয় পাইলটকে হারাও। চ্যাভেসি, তাড়াতাড়ি একটা প্যারাস্যুট বের করে দাও আমাকে। ভেবে দেখো, রানা, কারও কোন ক্ষতি হবে না···'

ক্ষীণ একটু হেসে চ্যাভেসি বলল, 'ডিক, সত্যিই আমাদের কোন উপায় নেই। যাক, চলেই যাক।'

'এতক্ষণ ধরে সেই কথাই তো বলছি আমি!'

সমর্থন করল পাইলট। 'আমি আগে বাঁচি···।'

হঠাৎ কি হলো, ফস্টারের আড়ষ্ট কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। পাইলটের ঘাড় থেকে অস্ত্র নামাল সে, ঘুরল রানার দিকে, ম্লান হাসল। 'মাসুদ রানা, সত্যি তুমি বাঘের বাচ্চা! মুখোশ না পরলেও তোমাকে···।'

তার হাত থেকে অস্ত্রটা আস্তে করে নিয়ে নিল রানা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ফস্টার।

'আর কোন ঝামেলা করবে না তুমি,' বলল রানা। 'হাত দুটো বাড়িয়ে দেবে, আমরা যাতে হাতকড়া পরাতে পারি, তাই না?'

'দেখো, এই বাড়ালাম হাত,' বলে সত্যি সত্যি হাত দুটো এক করে বাড়িয়ে দিল ফস্টার, বোকা বোকা হাসিটুকু এখনও লেগে আছে মুখে। 'কি জানো, ভাই, কাল রাতে একজন লোককে আমরা হারিয়েছি। তুমিই বলো, দু'জন মাত্র লোক দিয়ে এই কাজ হবার?' দেয়ালে হেলান দিল সে। 'কই, কে যেন স্কচের কথা বলছিল না?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে কো-পাইলটের দিকে তাকাল রানা।

'ট্র্যাংকুইলাইজার,' ব্যাখ্যা করল চ্যাভেসি। ছোট একটা সিরিঞ্জ দেখাল সে রানাকে। 'প্লেন হাইজ্যাকারদের কমান্ডো পাঠিয়ে কাবু করার দিন বাসি হয়েছে। সুঁইয়ের একটা খোঁচা দিন, আপনার সব কথায় জ্বী-হুজুর জ্বী-হুজুর করবে।'

'খাঁটি কথা,' সকৌতুকে বলল ফস্টার। 'কি লাভ ধস্তাধস্তি করে? দেখো, ওদিকে দেখো!'

জানালার দিকে হাত তুলল সে। মেঘের ওপর দিয়ে ছুটছে প্লেন, ফাঁক দিয়ে মাঝে মধ্যে সাগর দেখা গেল নিচে। 'কি সুন্দর, তাই না?'

এগারো

হাইজ্যাকিঙের প্ল্যানটা কার জানার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু অস্পষ্ট একটু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ফস্টার।

'ট্রুথ সেরাম বা ওই জাতের কিছু নয় কিন্তু,' চ্যাভেসি জানাল রানাকে, 'এটার কাজ শুধু বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়া।'

'তুমি বসো, ফস্টার,' বলল রানা।

যেন ভারি কৌতুককর কিছু একটা ঘটছে, হেসে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গিতে দেয়ালে পিঠ ঘষতে ঘষতে ককপিটের মেঝেতে বসল ফস্টার।

চ্যাভেসির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যাই বলো, কাজের জিনিস। এই ঘোর কতক্ষণ থাকবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল চ্যাভেসি। 'বলা মুশকিল। এর আগে একবারই মাত্র ব্যবহার করেছি, ঘন্টা দুয়েক পর দেখি ব্যাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে মাইকুয়েতিয়া পৌঁছুব আমরা, চিন্তার কিছু নেই।'

আগেই লক্ষ করেছে রানা, সিরিঞ্জটা একবার ব্যবহারযোগ্য। 'থাকলে দুটো আমাকেও দাও,' চ্যাভেসিকে বলল ও। 'কেবিনে আরেকটা সমস্যা আছে আমার।'

ক্রু কমপার্টমেন্টে ঢুকল চ্যাভেসি। ডিক নিক্সনের দিকে তাকাল রানা। 'নিক্সন, তোমার মনে আছে কাল রাতে একটা মেয়ের সাথে হুইস্কি খেয়েছ?'

'একটু একটু। কেন?'

'প্রস্তাবটা কার ছিল? তার রুমমেটের কাছে লোক গিয়েছিল। তারা জানত ওকে একা পাওয়া যাবে।'

কাঁধ উঁচু করল পাইলট। 'এটা আমার পুরানো অভ্যেস—এই প্যাসেঞ্জার মেয়েদের সঙ্গ দেয়া। প্রতিটি ট্রিপ স্মরণীয় করে রাখতে চাওয়ার মধ্যে আশা করি কোন অপরাধ নেই। এ-ও স্বীকার করি মদ্য পান করলে আমার চোখ ভাল কাজ করে না, তখন সব মেয়েকেই সোফিয়া লোরেন মনে হয়। কাল রাতে কে কাকে কি ইঙ্গিত দিল বলা কঠিন।'

রিটা গলব্রেথ, স্টুয়ার্ডেসদের একজন, হাতে একটা সিলভার ট্রে নিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে ককপিটে ঢুকল। বাঘের মুখোশ পরা রানাকে দেখে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিল সে। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ফস্টারকে মেঝেতে বসে

থাকতে দেখে।

তারদিকে তাকিয়ে একগাল হাসল ফ্রস্টার। 'হানি, এই অধমের দৃষ্টিতে গোটা আসমানে তোমারটাই একমাত্র নিতম্ব···আরে, আরে! স্কচ! আমিও একটু পাব তো, নাকি?'

'না।' বরফ ভরা গ্লাসে বোতল থেকে সামান্য একটু হুইস্কি ঢালল রানা, গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল পাইলটের দিকে।

'ক্যাপটেন, প্লেন চালাবার সময় আপনি কি সত্যি···?' স্টুয়ার্ডেস প্রশ্নটা শেষ করল না।

'দশ মিনিট ধরে এক পাগল আমার ঘাড়ে পিস্তল চেপে রেখেছিল,' ঝাঁঝের সাথে বলল ডিক নিক্সন। 'দেখতে পাচ্ছ না এখনই আমার হাত কাঁপছে?' এক চুমুকে হুইস্কিটুকু খেয়ে ফেলল সে। 'এইটুকু, মি. রানা?'

'এইটুকুই।'

'গ্যালির খবর বলো,' স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করল পাইলট। 'প্লেনের সাথে কিছু জড়িয়ে আছে বা অন্য কোন রকম অনুভূতি হয়নি তোমাদের?'

'না, তেমন কিছু তো খেয়াল করিনি।'

'বাঁ দিকে কেমন যেন একটা টান অনুভব করছি, একটা ঝোলা ঝোলা ভাব।' স্ট্যাবিলাইজারে হাত রাখল নিক্সন, দিক বদলে একটু বাঁকা পথে এগোল প্লেন। 'এই যে, আবার!'

ককপিটে ফিরে এসে রানার হাতে দুটো সিরিঞ্জ ধরিয়ে দিল চ্যাভেসি। 'ক্যাপটেন, ড্রিফট মিটার দিয়ে আরেকবার দেখলে হত না? ব্যাগেজ হ্যাচগুলোর একটা যদি খুলে গিয়ে থাকে···।'

অটোপাইলট বাটনে চাপ দিল নিক্সন। ড্রিফট মিটার অনেকটা পেরিস্কোপ-এর মত একটা ডিভাইস, ক্যাচ রিলিজ করে দিলে সীটের মাঝখানের পজিশনে উঠে আসে। আই পিসটাকে পজিশনে এনে তাতে চোখ রাখল পাইলট। 'হুম।'

'খোলা?' জিজ্ঞেস করল চ্যাভেসি।

'থ্রটল সামান্য একটু পিছিয়ে আনো।···আরেকটু। আরও একটু। কমপার্টমেন্ট থেকে থ্রী-কোয়ার্টার বেরিয়ে আছে শালার পড। দেখি কি করা যায়।'

অটোপাইলটের বোতাম অফ করল নিক্সন, উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাল—নিচে, ডানদিকে। কয়েক মিনিট হলো মেঘের স্তর পিছনে হারিয়ে গেছে, হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ডিসি-এইট। সরু ফিতের মত একটা তীররেখা দেখতে পেল রানা, আরও সামনে বড় একটা নদীর মোহনা।

'এক সেকেন্ড,' বলে বাঘের মুখোশ খুলল রানা, ঝুঁকে ড্রিফট মিটারের আই পীসে চোখ রাখল। কফিন আকৃতির লম্বা কন্টেইনার প্লেনের পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। চিনতে পারল রানা, সোনার বারগুলো এটাতেই ছিল সব।

'ওটাকে আমরা খসিয়ে দিলেই তো পারি, ক্যাপটেন?' জিজ্ঞেস করল চ্যাভেসি। 'মাটির ওপর কোথাও পড়লে লোকজন আহত হতে পারে। ইন্সুরেন্স তো করাই আছে···।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল নিক্সন। 'কিছু একটা ঘাপলা আছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ

ছিল ওটা, আমি জানি। আপনি হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারবেন, মি. রানা।'

'সবজান্তা মনে করার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখিত।'

হঠাৎ পেডালে চাপ দিয়ে প্লেনটাকে একটা ঝাঁকি খাওয়াল পাইলট। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কন্টেইনার ভারসাম্য হারাতে বসেছিল, আকস্মিক ঝাঁকি খেয়ে ভেতরে না ঢুকে আরও বেরিয়ে গেল সেটা, তারপর ছিটকে পড়ল দূরে।

জানালা দিয়ে সেটাকে ডিগবাজি খেয়ে পড়তে দেখল রানা। তীর থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরে পড়ল, ছলকে উঠল পানি। 'চ্যাভেসি, কোথায় পড়ল তার একটা ফিক্স চাই আমি, যতটা কাছাকাছি সম্ভব।'

'ওখানে পঁচাত্তর থেকে একশো ফিট গভীর পানি,' বলল পাইলট। 'ফিক্স নেয়ার কোন দরকার আছে কি?'

'আছে,' সংক্ষেপে বলল রানা, এতক্ষণে সিধে হলো।

স্টুয়ার্ডেস হিস্‌স্‌ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'মি. মাসুদ রানা!'

'রটিয়ো না,' বলে মুখোশটা আবার পরল রানা। 'কেউ তোমাকে বলেনি আমি খুব সেক্সি?'

'যখন বাঘ সাজেন তখন নয়,' সাথে সাথে ঝাঁঝাল উত্তর দিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস।

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, পাইলটকে ছাড়িয়ে গেল ওর মাথা। ওদের নিচে উত্তর ভেনিজুয়েলার গভীর বনভূমি পিছন দিকে ছুটছে। 'কোথায় যেন ল্যান্ড করতে বলেছিল ও?'

'অয়েলফিল্ডের একটা এয়ারস্ট্রিপে,' রানাকে জানাল নিক্সন। 'আমি অবশ্য চিনি। ওটা এত বড় প্লেনের জন্যে তৈরি করা হয়নি। কি ভাবছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু বাদ দিন, মি. রানা। মাইকুয়েতিয়াতেই ল্যান্ড করব আমরা, সবাই যা আশা করছে। আরোহীদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা।'

'চ্যাভেসি,' বলল রানা, 'তোমার ক্যাপটেনকে আরেকটু স্কচ দেয়ার ব্যবস্থা করো। আমরা ওই এয়ারস্ট্রিপেই নামব।'

'কি বলছেন!' প্রতিবাদ জানাল পাইলট। 'কে এখানে ক্যাপটেন? আপ-টু-ডেট রাডার নেই, ভাল কমিউনিকেশন নেই, কোন্ দুঃখে নামতে যাব ওখানে? নামি, আর গেরিলারা ছেঁকে ধরুক! ওদের প্রতি আমার সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু ওদের হাতের পুতুল হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

একটা সিরিঞ্জের মাথা থেকে প্লাস্টিকের আবরণ সরাল রানা। 'টেডি ফস্টার গেরিলা নয়।'

'এক অর্থে গেরিলা,' মেঝে থেকে বলল ফস্টার। 'তবে আমার পদ্ধতি কারও সাথে মেলে না।'

ডিক নিক্সনের ঘাড়ে সিরিঞ্জের সুঁই ঠেকিয়ে হঠাৎ চাপ দিল রানা। ঝট্ করে মুখ ফেরাল পাইলট।

'জানি আপনি কি করতে চাইছেন!' অনেকটা শাসানির সুরে বলল সে। 'কিন্তু এর জন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে…।'

চ্যাভেসির দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'তোমার কোন দোষ নেই, জবাবদিহি

করতে হলে আমি করব।'

কয়েক মুহূর্ত পর ডিক নিক্সন হেলান দিল সীটে। আরামে বুজে এল তার চোখ। 'ল্যান্ড করতে খুব কষ্ট হবে, তবে আপনি যখন বলছেন—ঠিক আছে,' নরম সুরে, সমীহের সাথে বলল সে।

'মাইকুয়েতিয়া টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করো,' কো-পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা। 'ওদের বলো, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট হাইজ্যাক করেছে প্লেন, ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিঙ করতে যাচ্ছি আমরা, সম্ভব হলে যেন এক কোম্পানী ইনফ্যান্ট্রি পাঠানো হয়। কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দাও।'

প্লেন একটা নদীর ওপর দিয়ে ছুটছে, তীরের কাছাকাছি মোটা অনেকগুলো পাইপ দেখা গেল। ডিসি-এইটকে বাঁ দিকে খানিকটা ঘুরিয়ে নিল পাইলট। রানাকে বলল, 'সরু ফিতের মত দেখছেন ওটা? এয়ারস্ট্রিপ।'

'আপনার জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ,' মন্তব্য করল রানা।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ডিক নিক্সন কথা বলতে শুরু করল, 'আমরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছি। ভেনিজুয়েলার নয়নাভিরাম কিছু দৃশ্য দেখার সুযোগ পাচ্ছেন আপনারা, রেগুলার ট্যুরে এদিকে আসা হয় না। দয়া করে কেউ যেন সীট বেল্ট বাঁধতে ভুলবেন না, কারণ প্রথম চেষ্টাতে নামতে না পারলে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা সম্ভব হবে না। আমরা তেল শহরে রয়েছি। চিন্তার কিছু নেই, আপনাদের পাইলট তার কাজ বোঝে।' মাইক বন্ধ করে দিয়ে চ্যাভেসিকে বলল, 'গিয়ার নামাও হে। তারপর ফ্ল্যাপ দাও, ধীরে ধীরে।'

'এখনও আমরা ঘণ্টায় একশো সত্তর...' প্রতিবাদের সুরে শুরু করল কো-পাইলট।

'নাহয় দু'একটা দরজা গুঁড়ো হবে। খানিক আগে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছ তুমি, ইন্সুরেন্স তো করাই আছে।'

ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। আরোহীরা ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। জুলি হপারকে পাশ কাটাল ও, পাশের জন বলল, 'ভয়ানক একটা বাজে লোক। এর জন্যে আপনার বিচার হবে।'

রানা কোন উত্তর দিল না। গ্যালিতে পড়ে থাকা ব্রাজিলিয়ান লোকটার জ্ঞান ফিরে এসেছে, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে রয়েছে সে, ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছে কিংসটন পারকারের দিকে।

নিগ্রো ট্রেজারি অফিসার জানতে চাইল, 'প্লেনটা কাদের দখলে—আমাদের, নাকি ওদের?'

'এখনও ঠিক জানি না।' সিরিঞ্জ থেকে প্লাস্টিকের আবরণ সরাল রানা। 'ল্যান্ড করার পর জানার সুযোগ হবে।'

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মেঝেতে ঘষা খেয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল ব্রাজিলিয়ান নুক গোমেজ, তার কব্জির উল্টো দিকে সুঁই ফোটাল রানা।

'আমরা সবাই বন্ধু,' অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'পিছু পিছু এসো, কিন্তু কথা বোলো না। যা বলব শুনবে। দশ মিনিট পর ফুর্তি করব আমরা—হুইস্কি থাকবে।'

পর্তুগীজ ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করল নুক গোমেজ।

কথাগুলো আবার বলল রানা, কিন্তু এবারও লোকটা কিছু বুঝতে পারল না। ওষুধের অনেক প্রতিক্রিয়ার একটা, লোকটা ইংরেজী ভাষা বেমালুম ভুলে গেছে।

'হিলডাকে এখানে আসতে বলুন,' পারকারকে নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর, ফর গডস সেক, পাদরীর পোশাকটা ফেলে দিন খুলে।'

প্যাসেজ ধরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হিলডা বেকার।

'তুমি পর্তুগীজ জানো?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা।

'রানা! তুমি!' বিস্ময়ে তিন সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল হিলডা। 'তখনই সন্দেহ হয়েছিল, ভাবছিলাম কোথায় দেখেছি ওই পিঠ আর কাঁধ! পর্তুগীজ? না তো!'

এরপর জুলি হপারকে ডাকা হলো। সে পর্তুগীজ জানে।

'এ ব্যাটাকে বলুন, আমি যা বলব তাই শুনতে হবে। আমার সামনে থাকবে, একটাও কথা বলবে না। ওকে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ দেব।'

রানার কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল জুলি হপার। 'কিন্তু আমি চাই না কোথাও ভুল হয়ে যাক। আপনি ঠিক কি করতে চান জানলে ওকে বোঝানো সহজ হবে...।'

'কি করব এখনও ঠিক করিনি, বলব কিভাবে?' এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'প্লেন নামলেই ধরা পড়ব—গেরিলারা কোথায় নিয়ে যায় আমাদের, দেখতে চাই। ওকে শান্ত থাকার ওষুধ দেয়া হয়েছে, বলে দিন আমিই এখানে বস্। জিজ্ঞেস করুন আরেকটা মুখোশ আছে কিনা। থাকার কথা, হ্যারিসের জন্যে নিশ্চয় একটা এনেছে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল জুলি হপার, এক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারপর ঝগড়াটে সুরে পর্তুগীজ ভাষায় কথা শুরু করল। শুনতে শুনতে রানার দিকে মুখ তুলে সকৌতুকে হাসতে লাগল নুক গোমেজ। 'শিম শিম,' বলে পকেট থেকে আরেকটা বাঘের মুখোশ বের করল সে।

পারকার ফিরে আসতে তার দিকে সেটা ছুঁড়ে দিল রানা। পাদরীর পোশাক খুলে একটা জ্যাকেট পরে এসেছে পারকার, ভেতরে কালো একটা শার্ট।

'হ্যাং অন, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস!' পাবলিক অ্যাড্রেসে পাইলটের কণ্ঠস্বর।

রানা দেখল, পামেলা ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। রানওয়ে স্পর্শ করল প্লেনের চাকা। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল, পরমুহূর্তে নামল আবার। ইঙ্গিত করল রানা, এক লাফে সিধে হলো নুক গোমেজ, সহযোগিতা করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ইউ. এস. মেইল ব্যাগের মুখটা একটা কর্ড দিয়ে বাঁধল রানা, সেটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে এল প্যাসেজে।

শেষ পঞ্চাশ ফিট চাকা গড়াল না, হুইল লক করে দিয়েছে পাইলট। অ্যাসফল্টের সাথে চাকার ঘর্ষণে তীব্র, তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো। রাবার পোড়া গন্ধে ভরে উঠল এয়ারস্ট্রিপের বাতাস। অ্যাসফল্টের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল প্লেন।

প্যাসেজের মাথায় পাইলটের সাথে দেখা হলো রানার।

'ধন্যবাদ, নিক্সন। সুন্দর হাত তোমার।'

'সত্যি তাই,' পিছন থেকে বলল টেডি ফস্টার।

চাপ দিয়ে দরজা খুলল রানা। রঙচটা, তোবড়ানো একটা পিকআপ স্ট্রিপ ধরে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'ফস্টার,' চাপা গলায় বলল রানা, 'সব কিছু তোমার আগের প্ল্যান মত ঘটবে। ট্রাকে ওদের লীডার কে তুমি জানো।'

'নিকো, নিকো ডিলাজর্জিস। গ্রীক মাল। সবাই ওকে ছটফটে ডিলা বলে ডাকে।'

ডানার নিচে কষে ব্রেক করে থামল ট্রাক, তারপর পিছিয়ে দরজার সরাসরি নিচে। লাফ দিয়ে নামল তিনজন লোক, প্রত্যেকের পরনে সবুজ আর খয়েরি ওভারঅল। সবার দাড়ি আছে, চোখে গাঢ় রঙের চশমা। তাদের একজন ভাঁজ করা একটা সিঁড়ি নামাল।

'ভিভা দ এন. এল. এফ.!' একযোগে ঘোষণা করল বাকি দু'জন, মাথার ওপর সাব-মেশিনগান তুলে নাড়ল একজন। পুরানো একটা জার্মান স্মাইযার ওটা।

নিচু গলায় পারকার বলল, 'অস্ত্রগুলো ভয়ঙ্কর, মি. রানা। কিছু একটা করা দরকার...।'

'দেরি হয়ে গেছে,' বলল রানা।

জায়গা মত বসানো হলো সিঁড়িটা। রানার ইঙ্গিত পেয়ে নামতে শুরু করল ফস্টার, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাকে অনুসরণ করল পারকার। প্যাসেজ ধরে ছুটে আসছিল পামেলা, সেই মুহূর্তে সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে যাচ্ছে রানা। ওর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েটা। বিরক্ত হয়ে, রাগের সাথে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল রানা ওকে। ওর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিল পামেলা।

দাড়িওয়ালাদের দু'জন এরইমধ্যে লাগেজ কন্টেইনার নামাতে শুরু করেছে। তৃতীয়জনের দিকে চোখ আটকে গেল রানার। আকারে ওর দ্বিগুণ কিংবা বেশি হবে, নগ্ন বাহু হাতির শুঁড়ের মত, মস্ত চওড়া ছাতি। হাতের সাব-মেশিনগান নেড়ে সবাইকে তাগাদা দিচ্ছে সে। বস্তাটা ট্রাকের পিছনে তুলে দিল রানা।

জিজ্ঞেস করল, 'এই যে তুমি, নিকো ডিলা?' ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'একটু ঝামেলা হয়েছে, বুঝলে। আমার ধারণা সেটা ভাঙার আগেই ওরা একটা রেডিও মেসেজ পাঠাতে পেরেছে।'

'খ্রিস্ট!' কর্কশ গলায় নিকো ডিলা যেন আর্তনাদ করে উঠল। 'তাড়াতাড়ি, জলদি!'

রানার লোকজন, পারকার আর দু'জন হাইজ্যাকার, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকের পিছনে। ধরাধরি করে লাগেজ কন্টেইনারগুলোও ওপরে তুলল ওরা। গেরিলাদের একজন দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কি যেন বলল, এক বর্ণও বুঝল না রানা। তবে ভাষাটা স্প্যানিশ নয়।

'মাত্র দুটো কন্টেইনার?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নিকো ডিলা। 'থাকার কথা না তিনটে?'

'এসব ফ্যাকড়া বুঝি না,' বলল রানা। 'জানি এখান থেকে কেটে পড়তে হবে...।'

নিকো ডিলা সঙ্কেত দিল, তার লোকেরা উঠে পড়ল ট্রাকে। 'সামনে ওঠো,' রানাকে বলল সে, 'হ্যারিস!'

বারো

লম্বা একটা দোচালার পাশে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে গ্যাস পাম্প। মেঠো পথ ধরে এগোতে শুরু করে ডান দিকে বাঁক নিল ট্রাক, ঠিক তখন মুখ আর হাত-পা বাঁধা দুটো দেহ দেখল রানা দোচালার সামনে ধুলোর ওপর পড়ে রয়েছে।

'আমি হ্যারিস নই,' বলল ও। 'একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে সেন্ট আলবানসে আটকা পড়েছে সে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দলে ভিড়িয়ে দেয় আমাকে ওরা, কেউ কিচ্ছুটি ব্যাখ্যা করেনি। লিবারেশন ফ্রন্ট না কচু, এসব হেঁয়ালির মানে কি?'

তবলার ভারী বোলের মত ভোঁতা গলায় হাসল নিকো ডিলা। 'কি আবার, ওদের চোখে ধুলো দেয়ার কৌশল! কি চায় মহিলা, কোথায় তোমাকে নামিয়ে দেব বলেছে কিছু?'

এক সেকেন্ডের সিকি ভাগ সময় ইতস্তত করল রানা। 'যে-কোন কমার্শিয়াল এয়ারপোর্টের কাছাকাছি হলেই চলে।'

'কোন সমস্যাই নয়। আচ্ছা, ফস্টারের ব্যাপারটা কি বলো তো? কেমন যেন দেখাচ্ছে ওকে!'

'দেখাবে না,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রানা। 'চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেলে আর কি আশা করো তুমি? ভাগ্য ভাল, সময় থাকতে ল্যান্ড করা গেছে। আর আধ ঘণ্টা দেরি হলে ওকে দিয়ে আর প্লেন চালাতে হত না!'

'আস্ত একটা পাগল। সোনা চুরি করে, বেশ ভাল। প্রতি আউন্স পানির দরে বিক্রি করে, বেশ ভাল। তারপর সেটাই আবার চুরি করবে, কোন মানে হয়? অবশ্য এই শেষ, এরপর আর বাছাধনকে...,' আবার ভোঁতা গলা থেকে তবলার ভারী বোল বেরিয়ে এল।

ড্রাইভারকে জোরে গাড়ি চালাতে বলা হয়েছে, মেঠো পথ ধরে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটছে ওরা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা আমেরিকান তেল কোম্পানী তৈরি করেছে রাস্তাটা, সরল একটা রেখার মত। খানিক পরই উপকূলে পৌঁছে গেল ওরা, জেলেদের একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটল ট্রাক। কয়েক মিনিট পর রাস্তা আর পানির মাঝখানে বালির ওপর ছোট একটা আধুনিক হাইড্রোফয়েল লঞ্চ দেখল রানা। রাস্তা থেকে নেমে পড়ল ট্রাক, খানিক দূর এগিয়ে বালিতে দেবে গেল চাকা।

বস্তা আর লাগেজ কন্টেইনার দুটো তোলা হলো লঞ্চে। সবাই মিলে ধাক্কা দিয়ে পানিতে নামানো হলো লঞ্চ। মটর স্টার্ট নিতেই রানার আস্তিন ধরে মৃদু টান দিল কিংসটন পারকার। 'এখুনি!' চাপা, উত্তেজিত গলায় বলল সে।

মাথা গুনল রানা। ফস্টার আর গোমেজ প্যাড লাগানো সীটে বসে নদীর দিকে

মুখ করে রয়েছে, ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে আরামে চোখ প্রায় বুজে এসেছে। ওরা নিরপেক্ষ থাকবে। ভুয়া গেরিলারা এখনও কাঁধে স্নাইপার নিয়ে রয়েছে। স্টার্নে, একটা বেঞ্চে বসে বাদামী রঙের সিগারেট ফুঁকছে প্রকাণ্ডদেহী নিকো ডিলা, কোলের ওপর সাব-মেশিনগান, একটা আঙুল দিয়ে ট্রিগার নাড়াচাড়া করছে।

আবার যখন খোঁচা দিল পারকার, ছোট্ট করে মাথা নাড়ল রানা। না, এখন নয়।

খুব দ্রুত ছুটছে ওদের লঞ্চ। সব কিছু স্বাভাবিক, শুধু এঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজটা অসহ্য। খানিকপর একটা হাত তুলে সামনেটা দেখাল নিকো ডিলা।

মুখ তুলল রানা। বড়সড় একটা ইয়ট, লম্বা ঢেউয়ের সাথে সাবলীল ভঙ্গিতে দুলছে। লঞ্চ আর ইয়টের ব্যবধান দ্রুত কমে এল, ইয়টের গায়ের লেখাটা এতক্ষণে পড়তে পারল রানা—ক্লডিয়া।

রঙচঙে ডোরা কাটা জার্সি পরা দু'জন নাবিক রেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রশি। ইয়টের পাশে ভিড়ল লঞ্চ। নিকো ডিলার সাথে নাবিকদের সঙ্কেত বিনিময় হলো। ছোট লঞ্চটা তুলে ফেলা হলো ইয়টে।

'কি সুন্দর ব্যবস্থাপনা—স্মুদ অ্যান্ড ইজি!' রানার দিকে ফিরে হাসল নিকো ডিলা। তারপর নিজের লোকদের উদ্দেশে হুঙ্কার ছেড়ে একটা নির্দেশ দিল।

মুখোশ খুলে নদীতে ফেলে দিল রানা। পারকারও খুলল, তবে ধীরে ধীরে। ওদের সাথে একজন নিগ্রো রয়েছে দেখে দপ্ করে নিভে গেল নিকো ডিলার হাসি। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকাল সে।

'কেউ আমাকে বলেনি ঘাড়ে একটা নিগ্রোকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে…!'

'মানিয়ে নিতে হবে তোমার,' বলল রানা। 'সব কিছুর পেছনে কারণ থাকে—এখানে টাকা। এসো, হুইস্কি খাই।'

কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল নিকো ডিলা। নাবিকদের একজনকে ডেকে বোতল আর গ্লাস আনতে বলল সে। ইতোমধ্যে নোঙর তোলা হয়েছে, দ্রুতবেগে পুব দিকে ছুটছে ইয়ট। গেরিলারা সবাই তাদের দাড়ি আর জাংগল ক্যামোফ্লেজ খুলে ফেলেছে, বেরিয়ে এসেছে ডোরা কাটা জার্সি আর সাদা শর্টস। হুইলের কাছে অদৃশ্য নাবিকটাকে ধরে হিসেব করল রানা, ছয় জন ক্রু রয়েছে ক্লডিয়ায়।

এখানে সেখানে থেমে, কারও মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি না করে, টমি গানধারী একজন লোকের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কিংসটন পারকার, তারপর রানার দিকে তাকাল। আবার মাথা নাড়ল রানা।

দাড়ি আর চশমা খুলে ফেলায় নিকো ডিলার বয়স আন্দাজ করা সহজ হলো, ত্রিশের বেশি নয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল তামাটে, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুলে জন্মের পর থেকে তেল-পানি পড়েছে কিনা সন্দেহ। সে খুব ফুর্তিতে আছে, নিজের হাতে হুইস্কি ঢেলে পরিবেশন করল সবাইকে। শুধু নিগ্রো ট্রেজারি অফিসারকে দিল না, ভাব দেখাল তার কথা খেয়াল নেই।

হাইড্রোফয়েল থেকে লাগেজ কন্টেইনারগুলো নামানো হচ্ছে, সরে গিয়ে এমন

এক জায়গায় দাঁড়াল রানা যেখানে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। পামেলার দেয়া চিরকুটটার ভাঁজ খুলল ও।

পামেলা লিখেছে, 'মি. রানা, ডাইনীটা গোমেজকে নির্দেশ দিল, আপনাকে যেন খুন করা হয়।'

কাগজটা ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দিল রানা। আবার নতুন করে পুরানো সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বন্ধু হয়ে যাচ্ছে শত্রু, শত্রু হয়ে যাচ্ছে বন্ধু। জুলি হপার পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলেছিল গোমেজের সাথে। কিন্তু পামেলা যে সত্যি কথা বলছে তা বোঝার উপায় কি?

আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ল নিকো ডিলা। দুটো লাগেজ কন্টেইনার থেকেই ট্রাংক, সুটকেস আর ব্যাগ নামিয়ে দু'একটা করে খোলা হয়েছে। ধীর পায়ে সেদিকে এগোল রানা, কাঁধ দুটো শিথিল করল।

'কিছু হয়েছে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল ও।

'হয়নি মানে? সোনা নেই কেন?'

'সোনা নেই তার আমি কি জানি! দেখে মনে হলো পলিটিকাল ব্যাপার, সবাই মাতব্বরি করছে, প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে, এখন আবার একি শুনি! আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না তো! আমার সাথে চুক্তি হয়েছে পাঁচ হাজার ডলারে, বিনা পয়সায় যাতায়াতের সুযোগ দেয়া হবে। নগদের চেয়ে বাহন এখন বেশি দরকার আমার...।'

'ফস্টার,' হাঁক ছাড়ল নিকো ডিলা।

'কি হে? কিছু বলবে নাকি, দোস্ত?'

'এক মিনিট,' হঠাৎ বলল রানা। 'বলছ, সোনা ছিল। কোথায় ছিল জানো? লাগেজ কন্টেইনারগুলোর একটায় কি?'

লম্বা ছুরি দিয়ে একটা ব্যাগের গা কাটল একজন নাবিক, ভেতর থেকে মেয়েদের বেসিয়ার, ব্লাউজ আর প্যান্টি বেরল এক গাদা, সোনার চিহ্ন মাত্র নেই।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল নিকো ডিলা।

'প্লেনে চড়ার খানিক পরই লাগেজ কমপার্টমেন্টে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল,' বলল রানা। 'মনে আছে, ফস্টার? তারপর উপকূল এলাকার ওপর এসে প্লেন কয়েকটা ঝাঁকি খায়, মানে খাওয়ানো হয়। বুঝতেই পারছ—হুঁশিয়ার!'

নাবিকের রেখে দেয়া লম্বা ছুরিটা ছোঁ দিয়ে ডেক থেকে তুলে নিল নুক গোমেজ, নাচের ভঙ্গিতে দু'পা সামনে বাড়ল, পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করছে। নির্দেশটা বোধহয় তালগোল পাকিয়ে গেছে মাথায়। রানার বদলে পারকারের বুকে ছুরি গাঁথার চেষ্টা করল সে।

চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ফরটি-ফাইভ, তার মাথায় গুলি করল রানা। পারকারের বগল আর পাঁজরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল ছুরির ফলা, তাল সামলাতে না পেরে আরও এক পা সামনে বাড়ল নুক গোমেজ, রেইলের ওপর পড়ল তলপেট, ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিনারা থেকে।

মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে সব স্থির ও নিস্তব্ধ। রিকয়েলের ধাক্কা সামলে

নিয়েছে রানা, কিন্তু নিকো ডিলা ওর চেয়ে কম ক্ষিপ্র নয়। এরইমধ্যে তার টমি গানের ব্যারেল উঠে এসেছে, রানার দিকে মাজ্‌ল্। পিছন থেকেও আরেকটা টমি গান রানার দিকে তাক করা।

'যা পছন্দ করি না, আবার সেই অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'কি নিয়ে এত হাঙ্গামা বলবে কেউ?'

টমি গান বাগিয়ে ধরে সাবধানে সামনে বাড়ল নিকো ডিলা, রানার হাত থেকে ফরটি-ফাইভটা নিয়ে নিল। আরেকজন নাবিক নিরস্ত্র করল পারকারকে।

'ভেতরে ঢোকো,' কর্কশ হুকুম করল নিকো ডিলা।

'আমি কারও কোন কাজে লাগতে পারি?' আমুদে সুরে জিজ্ঞেস করল ফস্টার।

'ভেতরে ঢোকো!' আবার গর্জে উঠল নিকো ডিলা। 'সব্বাই!'

পিঠে টমি গানের হুমকি নিয়ে প্লেনের তিন আরোহী সেলুনের ভেতর ঢুকল।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল পারকার, 'আর দু'একটা আছে নাকি, মি. রানা—সিরিঞ্জ?'

দাঁতে দাঁত চাপল নিকো ডিলা। 'কোন কথা নয়! আমি সবাইকে আলাদাভাবে জেরা করব।'

দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল সে। হেড-এ তালা দিয়ে রাখা হলো ফস্টারকে। পারকারকে ঢোকানো হলো বেডরুমে, পাহারায় থাকল সশস্ত্র একজন নাবিক। কামরাটা ছায়াছবির সেটের আদলে সাজানো, লামা-র চামড়া দিয়ে বানানো কার্পেট, পিকাসোর একটা ছবি ঝুলছে দেয়ালে, এক কোণে প্রচুর ভরা বোতল সহ সুদৃশ্য বার।

টমি গান কাঁধে ঝুলিয়ে রানাকে সার্চ করল নিকো ডিলা, বের করে নিল মানিব্যাগ। কাগজ-পত্র চেক করে অশ্লীল একটা খিস্তি করল, সম্ভবত নিজেকেই; কাঁচ ঢাকা টেবিলে ছুঁড়ে দিল মানিব্যাগটা। 'ইনভেস্টিগেটর! তাই তো বলি! একেই বলে সর্ষের মধ্যে ভূত! হাঁউ মাঁউ খাঁউ, পুলিসের গন্ধ পাঁউ। আপনাকেই বলতে হবে, আসলে কি ঘটেছিল প্লেনে! সাবধান, মি. রানা, সাবধান! মিথ্যে বললে বেঘোরে প্রাণ হারাবেন!' উত্তেজনায় একটু হাঁপাচ্ছে সে, সিলভার কেটলি থেকে কাপে গরম কফি ঢেলে চুমুক দিল সে।

রানা নির্লিপ্ত।

'বুঝতেই পারছেন, এখন স্রেফ আমার দয়ায় বেঁচে আছেন আপনি, মি. রানা,' আবার বলল নিকো ডিলা। 'সোনা সম্পর্কে সত্যি কথা বলুন, আমার দয়াটুকু স্থায়ী হয়েও যেতে পারে।'

'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, এ-সব আমার জানা নেই,' বলে বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে পড়ল রানা। 'সেন্ট আলবানস ক্যাসিনোর বাইরে হ্যারিসের সাথে আমার মারামারি হয়, আমি জিতি। মানে, মারা যায় সে। দলে একজন লোক কমে গেল, আমিও খুনের অপরাধে জেলে যেতে চাইলাম না—মহিলা বলল, পাঁচ হাজার ডলার পেলে আমি নাম লেখাব কিনা।'

'কোন্ মহিলা?'

'না জানার ভান করলে শুধু সময় নষ্ট করা হবে,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'তুমি জানতে চাও সেন্ট আলবানসে আমি ছিলাম কেন। শোনো তাহলে, কস্টারকে অনুসরণ করছিলাম, বুঝলে? একটা সূত্র থেকে খবর পাই, লা গুয়ারডিয়ার সোনা চুরির সাথে সে জড়িত ছিল। জানি, কথাটা বলে তোমাদের শত্রু হয়ে গেলাম। কিন্তু, থামো, এখুনি গুলি কোরো না। প্লেনে সত্যি সত্যি একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল। তুমি হয়তো চেক করে দেখবে, কিংবা দেখবে না, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু কথাটা সত্যি—কেউ তোমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেছিল। তার পরিচয় না জানা পর্যন্ত একটু সাবধানে চলো। তার প্ল্যানটা ছিল···খুব তাড়াতাড়ি বলছি?'

'আরও তাড়াতাড়ি বলো। প্ল্যানটা ছিল?'

'দরজা উড়িয়ে দেয়া, তারপর প্লেন কাত করে কন্টেইনারটা ফেলে দেয়া, এমন এক জায়গায় যেখান থেকে পরে সেটা উদ্ধার করা যায়···।'

'খ্রিস্ট!'

'আমাকে তোমার দরকার, নিকো ডিলা, কারণ কন্টেইনারটা কোথায় ফেলা হয়েছে আমি জানি,' বলে চলেছে রানা। 'একটা নদীর মুখে, কিনারায় জঙ্গল ওখানে ত্রিভুজ আকৃতি নিয়ে আছে। প্লেনে করে যেতে পারো, অনায়াসে চিনতে পারবে জায়গাটা।'

কাপে চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে কফি নাড়তে লাগল নিকো ডিলা। 'কে চালাচ্ছিল প্লেন?'

'ডিক নিক্সন। তিনটে অভিযোগে প্যান অ্যাম থেকে চাকরি যায় তার—মাতাল, জুয়াড়ি, মেয়ে পাগল। বেকার, বেআইনী কাজ করতে একপায়ে খাড়া ছিল, অন্তত মদের টাকাও তো দরকার···।'

কথাগুলো বিবেচনা করছে নিকো ডিলা, হঠাৎ একপাশে আরও একটু কাত হলো তার প্রকাণ্ড মাথা। 'ও কিসের শব্দ? হেলিকপ্টারের?'

এক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'মনে হচ্ছে।'

নাবিকদের দ্রুত নির্দেশ দিল নিকো ডিলা, ছুটে বেরিয়ে এল ডেকে। নাবিকরা তাড়াহুড়ো করে লাগেজ কন্টেইনারগুলো সরিয়ে ফেলল। একটু পরই ইয়টের ওপর চলে এল হেলিকপ্টার, কিন্তু ডেক এখন সম্পূর্ণ খালি।

সেলুনে বসে একটা ইঙ্গিত করল রানা, নাবিকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বারের দিকে তাকাল। নিঃশব্দে ঘন ঘন মাথা নাড়ল নাবিক। তিন সেকেন্ড বসে থাকল রানা, তারপর অনুমতি না নিয়েই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। জুতোর খটাখট আওয়াজ তুলে নড়ে উঠল নাবিক। বারের দিকে না গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল রানা, একটা কাপে কফি ঢালল।

আবার দূরে সরে গেল হেলিকপ্টার, কিন্তু ফিরে এল একটু পরই। সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও, রানা ভাবল, কাজটা গিলটি মিয়ার হতে পারে। সে হয়তো ভেনিজুয়েলিয়ান পুলিসকে হেলিকপ্টার নিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে। এক সেকেন্ড পর সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল রানা। ব্যাডম্যানের ইয়ট আছে কিনা গিলটি মিয়া জানে না। জানে না কোথায় নামতে পারে ডিসি-এইট। অথচ এটুকু পরিষ্কার যে

হেলিকপ্টারের লোকেরা ক্রুডিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী।

ইয়ট কোর্স বদল করল, সাথে লেগে থাকল হেলিকপ্টার। কয়েকশো ফিট পিছনে শূন্যে ঝুলে আছে সেটা, কখনও বাঁ দিক ঘেঁষে, কখনও ডান দিকে।

নাবিকের শ্যেনদৃষ্টি অগ্রাহ্য করে কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা। চিন্তা করছে, কিভাবে হেলিকপ্টারের লোকজনকে জানানো যায় ক্রুডিয়ায় ওরা বন্দী হয়ে রয়েছে। টেবিলে নিজের মানিব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে বিদ্যুৎচমকের মত একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। ভোলেনি, আরও সিরিঞ্জ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল পারকার। আইডিয়াটা একই সুতোয় গাঁথা। চ্যাভেসি মাত্র দুটো সিরিঞ্জ দিয়েছিল ওকে, দুটোই ব্যবহার হয়ে গেছে। টেবিলে ছড়ানো কাগজ-পত্রগুলো গুছাতে গিয়ে মনটা লাফ দিয়ে ফিরে গেল ছত্রিশ ঘন্টা পিছনে।

দুই রাত আগের ঘটনা, অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক জাঁ পল বুভেরাঁর মানিব্যাগে চৌকো একটা ব্লটিং পেপার রোপণ করেছিল। পরিষ্কার বোঝা যায়, উদ্দেশ্য ছিল পুলিসকে এই ভুল ধারণা করতে দেয়া যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বুভেরাঁকে খুন করেছে রানা। তাহলে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করার স্বার্থে, নিশ্চয়ই ব্লটিং পেপারের টুকরোটায়...। ব্যস্ত হাতে কার্ড ও কাগজগুলো নাড়াচাড়া করল রানা, কিন্তু কিছুই পেল না। মানিব্যাগের অন্যান্য কমপার্টমেন্টও খুঁজল। নেই। প্রায় যখন মেনে নিয়েছে ধারণাটা বাস্তব নয়, এই সময় ড্রাইভিং লাইসেন্সের ভাঁজ থেকে চৌকো ব্লটিং পেপারটা মেঝেতে পড়ে গেল।

স্মাইযারধারী নাবিক কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল, তার ভুরু কুঁচকে উঠল। বয়সে ছোকরা, শক্ত চেহারা। তার দিকে ফিরে হাসল রানা, পকেটে ভরল মানিব্যাগ, তারপর ঝুঁকে ব্লটিং পেপারটা তুলে নিল। কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাল ও। 'ধ্যেৎ, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!'

শরীর ঘুরিয়ে হাতের কাজ আড়াল করল রানা, ব্লটিং পেপারটা কাপের ভেতর ফেলল। এবারও অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে কেটলিটা স্টোভে চড়াল, নব ঘুরিয়ে বাড়িয়ে দিল আগুনের শিখা, কাপের কফিটুকু ঢালল কেটলিতে।

এক মিনিট পর দুটো কাপে কফি ঢালল রানা। কাপ দুটো নিয়ে নাবিকের সামনে চলে এল ও। 'এসো, বন্ধু হই আমরা। সব মিটমাট হয়ে গেলে আমরা সবাই ধনী হয়ে যাব।' একটা কাপ বাড়িয়ে দিল।

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নাবিক। মনে হলো কি যেন চিন্তা করছে। তারপর হাত বাড়িয়ে নিল কাপটা। একটা চোখ টিপে তাকে উৎসাহ দিল রানা।

'টেনশন দূর করতে কফির তুলনা হয় না। জানি, হেলিকপ্টারটা সবাইকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু একটু পরই চলে যাবে ওরা। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো।'

রানার ওপর চোখ রেখে ঘুরপথে টেবিলের দিকে এগোল নাবিক, পট থেকে চিনি নিল কাপে।

'গ্রীস,' বলল রানা। 'আমার কাছে স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়। এক লাখ লোকের ভেতর থেকে একজন গ্রীককে খুঁজে নেয়া যায়, চেহারায় দেবতাসুলভ কি

যেন একটা আছে বোধহয়। এই যেমন তোমার চেহারা…আবার ভেব না কোন কুমতলবে তেল মারছি। খাও, কফিটা ভাল।' নিজের কাপে চুমুক দিল ও।

দেখাদেখি নাবিকও দিল। তার চোখজোড়া সন্দেহে অঙ্গারের মত জ্যান্ত হয়ে আছে। বুভেরাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। বোকা বোকা একটা ভাব এসে গিয়েছিল চেহারায়। ব্যাপারটা হঠাৎ করে ঘটেছিল, যেন শরীরের ভেতর কোথাও একটা বোতামে চাপ দেয়া হয়েছে।

নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগছে, তা না হলে তিন ঢোকে সবটুকু খেয়ে ফেলল কেন? মাথার ওপর আবার ফিরে এসেছে হেলিকপ্টারটা। রানার ওপর চোখ রেখে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল নাবিক।

সময় বয়ে চলেছে, অথচ নাবিকের চেহারায় বোকা বোকা কোন ভাব দেখা গেল না। রানা ভাবল, তাহলে ভাগ্য কি আমাকেই বোকা বানাল? নাকি কেটলির কফি যথেষ্ট সময় পায়নি দূষিত হবার? অকস্মাৎ চেয়ার থেকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হলো নাবিক, অবিকল বুভেরাঁর মত ভাব চেহারায়। দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল সে, তারপর ছাড়তে শুরু করার সাথে সাথে শিথিল হয়ে গেল সবগুলো পেশী।

'নাইস গান,' বলল রানা, মূক অভিনয়ের সাহায্যে ভান করল যেন ওর কাঁধেও একটা স্মাইযার আছে। 'দেখি তো,' বলে হাত বাড়াল।

সেফটি ক্যাচ বন্ধ করে নির্দ্বিধায় রানার বাড়ানো হাতে স্মাইযারটা ধরিয়ে দিল নাবিক।

ক্লিপ বের করে চেম্বার খালি করল রানা। পঁয়তাল্লিশটা রাউন্ড, টেবিলের দেরাজে রেখে দিল। স্মাইযারে ভরল খালি ক্লিপ। আবার মূকাভিনয় করল ও, অদৃশ্য শত্রু নিধনে মত্ত। কেটলির ঢাকনি খুলে ব্যারেল ঢোকাল ভেতরে, গরম কফি নাড়ল কিছুক্ষণ। বোকা বোকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল ছোকরা, আধবোজা চোখে হাসছে। টমি গানটা তাকে ফিরিয়ে দিল রানা, ব্যারেল থেকে কফি ঝরছে।

পিছিয়ে পড়েছে হেলিকপ্টার, তবে দূর থেকে আসা রোটরের শব্দ এখনও পাচ্ছে রানা। নিকো ডিলা যখন ঢুকল ভেতরে, ছোকরা হাসছে তখনও।

'মিটি মিটি হাসি আপনাকে বাঁচাতে পারবে না,' কঠিন সুরে রানাকে বলল নিকো ডিলা। 'ভেবেছেন এত লোকের সামনে খুন করতে দ্বিধা বোধ করব আমি? জেনে রাখুন, এরা সবাই আমার আত্মীয়। ও আমার ভাইপো চিকো। বলতে যা দেরি, আপনাকে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে পানিতে। ভয় দেখাচ্ছি না, যা সত্যি তাই বলছি।'

রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, কেটলি থেকে কফি ঢালল কাপে।

তেরো

কাপে দু'চামচ চিনি নিল নিকো ডিলা, দাঁড়িয়ে থেকেই চুমুক দিল। 'এই

হেলিকপ্টারের জন্যে কে দায়ী?'

'ব্যাডম্যান, আবার কে। তুমি ভাল করেই জানো।'

কপালের কিনার থেকে নিকোর ভুরু নেমে এল। 'আচ্ছা! আপনি তাহলে ওর হয়ে কাজ করছেন?'

'আমি ফ্রী-ল্যান্সার। তবে এ-ধরনের পরিস্থিতির সন্ধানে থাকি। মারামারি কাটাকাটি থেমে যাবার পর, সাধারণত আমার ভাগ্যে কিছু জোটেই।'

'তারমানে আগের গল্পটা ফস্টারকে ফলো করছিলেন, মিথ্যে? আমি আপনাকে মিথ্যে বলতে মানা করেছিলাম, মনে আছে? এর জন্যে আপনাকে ভুগতে হবে। ব্যাডম্যান সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'তেমন বেশি কিছু না,' বলল রানা। 'তবে আন্দাজ করতে পারি, তুমি একা নিজের দায়িত্বে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ক্লডিয়াকে এখানে আনোনি। সে আশপাশেই কোথাও আছে। তার প্ল্যান ছিল সোনাগুলো হেলিকপ্টারে তুলে লাগুয়াইরা-য় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেটা সবার মাথায় কুমতলব ঢোকার আগের ঘটনা। ল্যান্ড করার আগে মারকুয়েতিয়ায় রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছি আমরা। হাইজ্যাকিঙের ঘটনা শোনা মাত্র, জানা কথা, হেলিকপ্টার নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে সে। অবশ্যই সে তার নিজের বোট চিনতে পারবে!'

ঠোঁটে জিভের ডগা বুলাল নিকো ডিলা, লুকাবার চেষ্টা করলেও চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' তাকে আশ্বাস দেয়ার সুরে বলল রানা। 'এখনও বাঁচতে পারো তুমি।'

কিভাবে, জিজ্ঞেস করল না নিকো ডিলা, শুধু তাকিয়ে থাকল।

'লাগেজ ফেলে দিয়ে যেখানে তার সাথে দেখা করার কথা সেখানে চলে যাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'বলবে, এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলে। তা না হলে আরেক কাজ করতে পারো, রাতটা উপকূলের কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকো, সকালে ডুবুরিদের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার কোরো সোনা। কিন্তু মনে রেখো, ব্যাডম্যানের সাথে চালাকি করে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। তার সম্পর্কে নতুন করে কি আর বলব তোমাকে, সবই তো তুমি জানো। গেলবার গরমের সময় ভাল দাঁওই তো মেরেছ, ফের লোভ না করলেই তো পারতে।'

কাপে চুমুক দিল নিকো ডিলা, রানার মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি। চোটপাটের অভাব দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ওষুধ ধরছে।

বলেই চলেছে রানা, 'খবর-টবরও আজকাল তেমন রাখো না তুমি। কেউ তোমাকে বলেনি, পল বুভেরা মারা গেছে?'

'কি! মারা গেছে? কিভাবে মারা গেল?'

'খুন,' বলল রানা। 'সবচেয়ে ভাল করবে তুমি, যদি আমাদের দলে যোগ দাও। এসো, সবাই মিলে চোরাচালানের অভিযোগে আটক করি ব্যাডম্যানকে। আমার দৃষ্টিতে, আর কোনভাবে তুমি বাঁচবে না। ব্যাডম্যানের সাথে কথা বলে চিঁড়ে ভেজাতে পারবে, সে আশা দুরাশা।'

একটা ঢোক গিলল নিকো ডিলা। তার প্রকাণ্ড শরীরটা আগের চেয়ে একটু

যেন ছোট বলে মনে হলো রানার।

'তোমাকে সে আগে থেকেই সন্দেহ করে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি বিশ্বস্ত কিনা, একটা টোপ ফেলে সে হয়তো পরীক্ষা করছে তোমাকে।'

একটা চেয়ারে বসল নিকো ডিলা। নরম সুরে বলল, 'নতুন একটা কথা শোনালে। সত্যি হতেও পারে।'

'তাহলে এসো, বুদ্ধি করি। কিন্তু তার আগে দু'ঢোক হুইস্কি লাগবে আমার। তোমাকে কিছু দেব, নাকি কফিই ভাল লাগছে?'

'কফিই ভাল লাগছে।'

ছোট একটা গ্লাসে খানিকটা কনিয়্যাক ঢালল রানা। 'গত বছর তোমাদের ভাগ্য ভাল গেছে, তাই না?'

'ভাগ্য মানে, ওই ঝড়টা, বুঝলেন! ক্রুডিয়া নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলাম, চুপিচুপি গিয়ে সোনা লোড করে আবার আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসি। বুভেরাঁর সাথে সব ঠিক করা ছিল, সেই সব ব্যবস্থা করে, ফলে সুয়েজ রেকর্ডে ক্রুডিয়ার নাম ওঠেনি। তাহলে শালা ইংরেজ ওটার সাথে আমাকে জড়ায় কিভাবে?'

'দেখতে পাচ্ছি তাকে তুমি ভাল করে চেনো না!'

'তা ঠিক।' চেয়ারে হেলান দিল নিকো ডিলা। 'ক্রুডিয়ায় অতিথিদের পাঠায়, নিজে খুব কম আসে সে। টাকা বানাতে ব্যস্ত, সময় কোথায়! আঠারো মাসে মাত্র একবার! তাও চারদিনের জন্যে, শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ছিল। এ-ধরনের একটা বোট আছে যার, ব্যবহার না করা তো রীতিমত ক্রাইম···।'

'সোনা নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে গেলে, তারপর? কোথায় ছিলে তারপর?'

'মেডিটারেনিয়ানে। গ্রীক আইল্যান্ড, অড্রিয়াটিক···।'

স্মাইযারধারী ছোকরা নাবিক লাফিয়ে উঠল, কাঁধ থেকে স্লিং খুলে অস্ত্রটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। তারপর, প্রায় নিঃশব্দে পাহাড়ী নাচ নাচতে শুরু করল। বন বন করে ঘুরল, দুই হাঁটু পরস্পরের সাথে ঠুকল, বসা অবস্থায় লাফ দিয়ে চলে গেল এক দিক থেকে আরেক দিকে।

ইউ. এস. মেইল ব্যাগটা খুলল রানা, প্লেন আরোহীদের ছিনিয়ে নেয়া জিনিস-পত্রের ভেতর থেকে খুঁজে-পেতে বের করল পাসপোর্টগুলো। কাজ করতে করতেই, না তাকিয়ে, ডাকল ও, 'ছটফটে ডিলা, কেমন বোধ করছ?'

কফির কাপ দু'হাতে ধরে আছে নিকো ডিলা, মুখ তুলে তাকাল সে।

'তুমি যদি আমার দলে থাকতে চাও,' বলল রানা, 'তাহলে যা বলব শুনতে হবে। সেলুন থেকে মাথা বের করলে তোমার লোকেরা যদি গুলি করে আমাকে? তারচেয়ে ওদের ভেতরে ডেকে কফি খেতে বলো না।'

'আমার নাবিকরা কাজের সময় ড্রিঙ্ক করে না—কফি, হ্যাঁ, তা চলতে পারে। আমিও আরেকটু খাব।'

'খাও না, যত খুশি খাও। কেটলি তো এখনও প্রায় ভরা।'

ভাইপোর উদ্দেশে গর্জে উঠল নিকো ডিলা, সাথে সাথে তার নাচ থেমে গেল। কি করতে হবে চাচার মুখে শুনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেরিয়ে গেল ছোকরা।

'তোমার যা পেশা, তাতে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা করে মেয়েমানুষ, নাকি ভুল বললাম?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওদের তুমি সামলাও কিভাবে? ওদের তো আর কোন কাজ নেই, সারাদিন বিকিনি পরে শুয়ে থাকে, মদ আর সিগারেট খায়, মাথার ভেতর কিলবিল করে সেক্স...।' নিকোর নাকের সামনে পামেলা ব্রাউনের পাসপোর্টটা মেলে ধরল ও। 'ছবিটা ভাল করে দেখো, তারপর বলো। এই মেয়েটা বিছানায় কেমন?'

ফটো দেখে হেঁড়ে গলায় হাসল নিকো ডিলা। 'এটাকে ন্যাংটো করতে পারলে জীবন সার্থক হত। কিন্তু একে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

এরপর হিলডার ফটো দেখাল রানা, এবারও মাথা নাড়ল নিকো ডিলা।

এরপর জুলি হপার।

'ব্যাপারটা সম্ভব, ভাবিনি—বিশ্বাস করুন!' বলল নিকো। 'সুন্দরী মেয়ে সব সময় পাচ্ছিলাম। ওরা একটু বোকা হয়, কিন্তু তাতে কি, আমি তো আর বুদ্ধি খাই না, খাই রূপ আর যৌবন। তাই এটাকে দেখে প্রথমে আমার ঘেন্নাই হয়েছিল। কিন্তু তারপর,' চোখ আগুা আগুা করল সে। 'কি খেল দেয় না, মাইরি! অদ্ভুত, অদ্ভুত! বয়স্কাদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেল!'

'আইডিয়াটা কার ছিল? বুভেরাঁর?'

'প্রথমটা, হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্ল্যানটা আমার যৌনদেবীর। প্ল্যান তৈরি করাই অন্য লোককে দিয়ে, কাজটা নিজে করি। আমার লেখাপড়া খুব বেশি নয়।'

'সোনাগুলো এখন আছে কোথায়?'

নিকোর গলা থেকে তবলার বোল বেরিয়ে এল। 'কার সাধ্য আন্দাজ করে! চোখের আড়াল করিনি...।'

তিনজন নাবিক ঢুকল সেলুনে। গ্রীক ভাষায় দ্রুত তাদের সাথে কথা বলল নিকো ডিলা। তারপর রানাকে আলিঙ্গন করল সে। বলল, 'এ থেকেই বুঝে নাও পরিস্থিতি কতটা বদলেছে।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সবাইকে কফি পরিবেশন করল রানা। ডিলাকে বলল, 'বেডরুমে আরেকজন রয়েছে, তুমি বললে ওকেও ডাকি।'

'না, থাক—কেলেভূতটা ঘামছে ঘামুক।'

'ভাই ছটফটে ডিলা,' আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা, 'বলতে যাচ্ছিলে সোনা দিয়ে কি করেছ...।'

'হা সোনা, হা সোনা করেই মরল মানুষ। এত যে টাকা, তা থেকে কি লাভ পায় ব্যাডম্যান? দ্বীপে বেড়াবার কথা বলে বিখ্যাত একজন অভিনেত্রীকে দাওয়াত দেয়, সব আয়োজন শেষ হবার পর টেলিগ্রাম পাঠায়—জরুরী ব্যবসার কাজে ব্যস্ত, পৌঁছুতে দেরি হবে। রক্ত-মাংসের শরীর, নিকো ডিলার কাছে ধরা না দিয়ে বেচারি অভিনেত্রীর উপায় থাকে না। আপনার নামটা আমার মনে আছে, মি. রানা, কিন্তু কেন আপনার ওপর রাগ হয়েছিল ভুলে গেছি। বুভেরাঁ মারা গেছে। মরব আমরা সবাই। কিন্তু এই একটা লোক, এত মেয়ে পেয়েও জীবনে কখনও সন্তুষ্ট হতে দেখিনি। আরও অনেক সাফল্য দরকার ছিল তার। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত একজন মানুষ। আপনি বলছেন, মারা গেছে।' হঠাৎ ছুটে গেল রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে।

'সঙ্গীত আয়ু বাড়ায়!'

রেকর্ড প্লেয়ারে আমেরিকান জাজ বেজে উঠল। প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সেলুনের ভেতর নেচে কুদে অস্থির হলো নিকো ডিলা। নাবিকরা চেহারায় বোকা বোকা হাসি আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

হঠাৎ নাচ থামিয়ে স্থির হলো নিকো ডিলা, চেহারায় চিন্তার ভাব নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল কার্পেটের ওপর। তার কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগান নামিয়ে নিল রানা। বেডরূমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। চরকির মত আধ পাক ঘুরে গেল গার্ড।

'ও ইংরেজী জানে বলে মনে হয় না,' কিংসটন পারকারকে বলল রানা।

'একটা শব্দও জানে না।'

'তাহলে ওকে কাবু করার দরকার হতে পারে।'

ডাবল বেডে শুয়ে আছে পারকার, মাথার পিছনে হাত দিয়ে। ধীরে ধীরে, শান্তভাবে বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল সে। দোরগোড়া থেকে সরে দাঁড়াল রানা, গার্ড যাতে সেলুনের দৃশ্যটা দেখতে পায়। নিকোর ভাইপোর মতই গার্ডের বয়সও বেশি নয়, তবে চেহারায় রূগচটা ভাব আছে, মুখে বসন্তের দাগ।

হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'হেলিকপ্টারে ওরা আপনার বন্ধু, তাই না?'

'সম্ভবত,' বলল পারকার। 'ওদের বলেছিলাম বিপদ হতে পারে। কিন্তু দেখে মনে হলো ওরা জানে না কি খুঁজতে হবে।'

সেলুনের দৃশ্য দেখে মুখটা হাঁ হয়ে গেছে গার্ডের। কার্পেটে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে নিকো ডিলা, জাজের সাথে সাথে পেটে ঢেউ খেলাচ্ছে। একজন নাবিক আরেকজনকে ধাওয়া করে ডেকে বেরিয়ে গেল। অপর একজন হুইস্কির বোতল লোফালুফি করছে।

এক পা সামনে বাড়ল পারকার, সাথে সাথে স্যাঁৎ করে তার দিকে টমিগান তাক করল গার্ড, চিৎকার করে নড়তে নিষেধ করল।

'ওকে হয়তো আপনার খুন করতে হবে,' বলল পারকার।

'আর পারব না। এরইমধ্যে লিমিটের বাইরে চলে গেছি।'

সেলুনে ফিরে এল রানা, বার থেকে হুইস্কির দুটো খালি বোতল নিল হাতে। শূন্যে ছুঁড়ল, ডিগবাজি খেয়ে ওগুলো ফিরে এল আবার হাতে। বিরতিহীন চলল এই খেলা। অপর লোকটা, সে-ও এই একই খেলা খেলছে, রানার খেলা দেখতে গিয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলল—পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেল তার বোতল দুটো, ভেঙে গেল। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে রানার সাথে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো সে।

তাকে নিয়ে নাচতে নাচতে বেডরূমের দিকে এগোল রানা। পারকারের গার্ড পিছিয়ে যেতে শুরু করল, চিৎকার করে নিকো ডিলার সাহায্য চাইছে। নাচের সঙ্গীকে বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা, এক গ্রীক আরেক গ্রীকের গায়ে বাড়ি খেল, পড়ে গেল দু'জনেই।

পড়ে গিয়ে টমিগানধারী ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল সঙ্গীকে, এক পা এগিয়ে এসে তার মাথার পাশে জোরসে লাথি মারল রানা। জ্ঞান হারাল ছোকরা। কিন্তু প্রথম গ্রীক, যার নেশা হয়েছে, হঠাৎ মেঝে থেকে উঠেই রানার দিকে ধেয়ে এল

ভাঙা বোতল হাতে। পিছু হটছে রানা, সঙ্গীর পায়ের সাথে পা বেধে পড়ে গেল আবার ছোকরা, কাঁধের স্নাইযার আর হাতের বোতল দুটোই হারাল সে। মেঝেতে খটাখট আওয়াজ তুলে দেয়ালে গিয়ে লাগল স্নাইযার, আওয়াজটা জাজ সঙ্গীতের সাথে তাল মেলাতে পারল না।

স্নাইযারের দিকে এগোচ্ছে পারকার, সেদিকে তাকিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করল রানা। ভাঙা বোতল নিয়ে ঝট করে আবার সিধে হলো গ্রীক নাবিক, রানার মুখ লক্ষ্য করে হাত চালাল।

শেষ মুহূর্তে ঝাঁকি দিয়ে পিছোবার চেষ্টা করল রানা, ধরতে চেষ্টা করল বোতলটা, ধারাল কাঁচ বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। নাবিককে বুকে নিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও, ছিটকে দূরে সরে গেল হাতের স্নাইযার।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা স্নাইযারটা তুলে নিল পারকার।

ঠিক এই সময় রেকর্ড প্লেয়ারে শেষ হলো জাজ, গ্রীক নাবিকের গলা ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো রানা। সিধে পারকারও হলো, তার অপর হাতে রানার স্নাইযার। দুটো অস্ত্রই এখন তার কাছে।

এ-ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, রানা আশা করেনি। নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে সেলুনে ঢুকল ও, রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করল। নিকো ডিলা দাঁড়াবার চেষ্টা করছে দেখে পা ধরে টানতে টানতে বেডরুমে নিয়ে এল তাকে, সেলুনে দাঁড়িয়ে তালা লাগাল দরজায়।

সেলুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে নিগ্রো ট্রেজারি অফিসার।

'এখন কি করবে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'গুলি করবে, নাকি খালি কলসির মত ঠনঠন করবে খানিক?'

চোদ্দ

'এসো, আগে একটু হুইস্কি খাই,' বলল কিংসটন পারকার। 'ধরে নিচ্ছি, তুমি জানো আমি কে?'

বারের দিকে এগোল রানা। 'আমি বলব, তুমি স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, ভূত সেজেছ। এত বড় সম্মানজনক টাইটেলটা বাগালে কিভাবে?'

'কোন্ জিনিসটা কেনা যায় না, বলো? কিন্তু··· একি কাণ্ড বলো দেখি, কোন ব্যাপারেই তোমাকে অবাক করতে পারলাম না! ভেবেছিলাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে তুমি।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢালল রানা। 'গোমেজকে আমি গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে তার ছুরির ফলা তোমার জ্যাকেট আর শার্ট চিরে ফেলে। উচিত ছিল দেহটাও রঙ করা।'

'কে জানত ছুরির সামনে দাঁড়াতে হবে আমাকে? তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা

এসে যাচ্ছে, রানা, মেরে ফেলতে হবে বলে দুঃখও হচ্ছে। এত ঝক্কি ঝামেলা পোহানোর পিছনে মূল উদ্দেশ্যই ছিল সেটা, এত দেরি হয়ে গেছে যে এখন আর প্ল্যান বদল করা সম্ভব নয়।'

তোয়ালে দিয়ে বাঁ হাতের ক্ষতটা জড়াল রানা, ভাঙা কাঁচ লেগে বেশ একটু কেটে গেছে। সাদা একটা সোফায় বসল ও। গ্লাসের হুইস্কি বারকয়েক নাড়ল, তারপর ছোট্ট একটা চুমুক দিল। 'এখনও মনে করি, তোমাকে ধরা সম্ভব।'

'একটু দম্ভোক্তির মত হয়ে গেল না?' সকৌতুকে হাসল ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান।

'তোমার সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং কিছু কথা বলেছিল বুড়োরা। সবগুলোই দেখলাম সত্যি। রোমাঞ্চকর ব্যাপার না হলে তুমি কোন ব্যবসায়ে নিজেকে জড়াও না। সব কাজের শেষটা নিজ হাতে করতে চাও। তুমি আসবে, সেজন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। একবার মনে হয়েছিল, গেরিলাদের একজন হতে পারো। পুরো গল্পটা না শুনিয়ে তুমি আমাকে খুন করবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। যত ইচ্ছে বকবক করো, আমার আপত্তি নেই। হয়তো গল্প শোনাবার ইচ্ছেটাই তোমার জন্যে কাল হবে, আর আমার জন্যে হবে আশীর্বাদ। কে বলতে পারে? কত কিছুই তো ঘটতে পারে।'

হাতলহীন একটা চেয়ার টেনে বসল ব্র্যাডম্যান। দুটো অস্ত্রের একটা থাকল কোলের ওপর, অপরটা রানার দিকে তাক করা অবস্থায় হাতে। দুটোর একটা লোড করা, অপরটা খালি। একই চেহারার একজোড়া জার্মান স্মাইযার। কোন্টা যে ওর দিকে তাক করা রয়েছে রানা জানে না, খালিটা নাকি লোড করাটা? ওজনে পার্থক্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু গান সম্পর্কে ব্র্যাডম্যানের যে তেমন অভিজ্ঞতা নেই আগেই সেটা প্রমাণিত হয়েছে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, ওজনের পার্থক্য নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না।

'তোমার ওই কথাটা স্বীকার করি, রানা,' সহাস্যে বলল ব্র্যাডম্যান। 'কাজের শেষটুকু সুচারুভাবে সারতে চাই, তাই নিজে হাত না লাগিয়ে পারি না। তবে, একদম পাথর হয়ে থাকো, তা না হলে তোমাকে কয়েক মিনিট আগেই মেরে ফেলতে হবে, গল্প শোনাবার ইচ্ছেটা পূরণ হবে না আমার।'

স্মাইযারের ফ্ল্যাপ বন্ধ করল সে। 'সেফটি অন করা হলো। ঠিক?' রানার দিকে ভাল করে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর ট্রিগার টানার চেষ্টা করল। 'ঠিক।' ফ্ল্যাপটা আবার খুলল সে। 'দেখতেই পাচ্ছ, সেফটি এখন অফ। আমার দিকে লাফ দেয়ার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা কোরো।'

'ফস্টারকে হেড থেকে বের করে আনলে হত না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সে-ও হয়তো শুনতে মজা পেত।'

'না। এ শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার, রানা। এই ক'দিন যথেষ্ট উত্তেজনা হলো, সত্যি বলতে কি, ওভারডোজ হয়ে গেছে, আপাতত আর দরকার নেই। শেষ দৃশ্যটা কুডিয়ায় অভিনীত হবে ধারণা করিনি। ভাগ্যিস নিকো ডিলা আমাকে চিনতে পারেনি, পারলে সাথে সাথে খুন করত। রামছাগলটা শুধু আমার রঙটাই দেখল। রানা, এখন তুমি জানো, গত দু'দিন ধরে কার হয়ে কাজ করলে?'

'তোমার?'

'ঠিক তাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম গত গ্রীষ্মে আমার তিন টন সোনা কে বা কারা চুরি করেছে। জানতে চেয়েছিলাম, আমার গোপন তথ্য কে পাচার করছে ইন্টারপোলে। আমার হয়ে উত্তরগুলো বের করেছ তুমি।'

'সেজন্যেই কি বুভেরাঁকে খুন করাও?'

'খুনটা কি আমি করিয়েছি? তুমি যদি বলো তো করিয়েছি। মোটকথা মায়ামি থেকে তোমাকে প্লেনে তোলার কঠিন কাজে আমি সফল হয়েছিলাম। তোমার ওপর আমার আস্থা এবং ভরসা ছিল, তুমি তার মর্যাদা রেখেছ। আমি জানতাম, শত বাধার মুখেও তুমি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, থেকেছ। শুধু একটা কাজে তুমি সফল হতে পারোনি। চুরি যাওয়া সোনার হদিস বের করতে পারোনি।'

'সবটা নয়, তবে বেশিরভাগটা এই বোটেই কোথাও আছে,' বলল রানা।

বিস্ময়ে সামান্য একটু বড় হলো ব্যাডম্যানের চোখ। 'এই বোটের কোথাও! গত গ্রীষ্মে চুরি যাওয়া সোনা?'

'হ্যাঁ। সম্ভবত খোলের তলায় কোনভাবে রাখা হয়েছে। ছটফটে ডিলার সাথে আমার কি কথা হয়েছে তুমি শোনোনি। আয়োজনটা করেছিল বুভেরাঁ। জুলি হপার আর হ্যারি ব্রাউন সোনা চুরি করে। পরিবহনের দায়িত্বে ছিল ডিলা।'

'কি নাম বললে? জুলি হপার?'

'হ্যাঁ। অনেকটা তোমার মতই এক মেয়েলোক। স্বাভাবিক, একঘেয়ে জীবনের প্রতি তারও খুব ঘৃণা। আমি তার পাসপোর্ট চেক করেছি। পুব মেডিটারেনিয়ানের সবগুলো দেশের ভিসা নেয়া আছে তার। গরমের সময়ে আমেরিকান একজন স্কুল মাস্টারনী হাতে ক্যামেরা নিয়ে যদি ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যে যায়, কে তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে? হাজার হাজার ট্যুরিস্টের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া পানির মত সহজ।'

'তুমি ঠিক জানো ক্লডিয়া...।'

'তুমি সুয়েজ খালের রেকর্ড চেক করেছ, এই তো? ঘুষ দিয়ে ক্লডিয়ার নামটা রেকর্ডে উঠতে দেয়নি বুভেরাঁ। তারপর থেকে মেডিটারেনিয়ানেই ছিল তোমার বোট। সোনা সরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়নি ওরা, জানত সোনা রাখার জন্যে এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হতে পারে না। যখন টাকার দরকার, কিছু কিছু করে ওখান থেকে বিক্রি করা হয়। তিন টন চোরাই সোনা তো এমনিতেও একসাথে বিক্রি করা সম্ভব ছিল না।'

'চারদিকে নজর রাখছিলাম, অথচ বাজারে খুব বেশি পরিমাণে চোরাই সোনা দেখছিলাম না বলে উদ্বেগ বোধ করছিলাম।' হঠাৎ গম্ভীর হলো ব্যাডম্যান। 'কি স্পর্ধা, ভাবা যায় না! আমার সোনা চুরি করে আমারই বোটে রাখা!'

'বুদ্ধিটা সম্ভবত বুভেরাঁর,' মন্তব্য করল রানা।

'সেই বুদ্ধিই সেরা, যে বুদ্ধিতে প্রাণ বাঁচে। তাহলে কি দাঁড়াল, পুরো অ্যাসাইনমেন্টেই সফল হয়েছ তুমি। মার্ভেলাস, ম্যাগনিফিসেন্ট। তোমাকে কাজের মধ্যে দেখা একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। এখন তাহলে বলতে পারি, সব কিছুই ভালয় ভালয় চুকেছে।'

'হ্যাঁ, যদি আরও উত্তেজনা তোমার দরকার না হয়।'

'জানো, আগামী মাসে পঞ্চাশে পড়ব। এক-আধটু উত্তেজনা, ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে, বয়স বাড়ার গতিটাকে কমিয়ে দেয়।' হঠাৎ কঠিন হলো ব্যাডম্যানের চেহারা। 'এখন আমরা তোমার মৃত্যু নিয়ে কথা বলব।'

'কিন্তু আমি শুনতে চাই জীবনের কথা,' বলল রানা। 'প্রসঙ্গক্রমে বলছি, কাউকে কাউকে জিনিসটা তুমি দানও করো, তাই না?'

'গামাটের কথা বলছ। হ্যাঁ, তাকে আমি পালাতে দিয়েছি। প্রিয়পাত্র কিনা।'

রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু উত্তেজনা এখনও শেষ হয়নি যে! জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও।'

এক দিকে কাত হলো বোট, সিধে হতে গিয়ে আরেক দিকে আরও বেশি কাত হয়ে পড়ল। তীরবেগে আবার ফিরে আসছে হেলিকপ্টারটা, দেখতে দেখতে ইয়টের সরাসরি ওপরে চলে এল। নাবিকদের একজন দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল। ম্যাক্সিমাম স্পীডে ছুটছে ক্লডিয়া, দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়বে জেনেই এই গতিবেগ তোলা হয়।

কোল থেকে স্মাইযারটা তুলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল ব্যাডম্যান। রানার চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। তার সাথে সাথে হাতের স্মাইযারটাও নড়ল। সেটা সরাসরি রানার বুকের দিকে তাক করল সে। 'গুডবাই, রানা।'

'বাঁচার শেষ চেষ্টা করব না?' বলেই ডাইভ দিল রানা, গ্লাসের কনিয়্যাকটুকু ছিটকে গিয়ে ব্যাডম্যানের চোখে পড়ল। ট্রিগার টানল ব্যাডম্যান, সাড়া দিল না অস্ত্র।

ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে গেছে রানা।

খুব খারাপ ভাষায় যীশুর নিন্দা করে হাতের স্মাইযার ফেলে দিল ব্যাডম্যান। দ্বিতীয়টা মেঝে থেকে তুলে ফেলল সে, সবেগে ঘোরাল রানার দিকে।

কাঁধের নিচে বাহুতে ব্যারেলের বাড়ি খেল রানা, থেমে গিয়ে টলতে লাগল। স্মাইযারের সেফটি ফ্ল্যাপ খুলে পিছিয়ে গেল ব্যাডম্যান, তার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠেছে।

সরাসরি রানার দিকে তাক করে এক পশলা গুলি করল সে। টেবিল ধরে নিজেকে স্থির রাখল রানা, বোট কাত হয়ে যাওয়ায় দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে ব্যাডম্যান, সবগুলো বুলেট আরেকদিকের দেয়ালে লাগল। খোলা একটা জানালায় চোখ পড়ল রানার। জনারণ্যে প্রায় ঢাকা পড়া একটা সৈকতের দিকে ফুল স্পীডে ছুটছে ইয়ট। যে-কোন মুহূর্তে বালি আর মানুষজনের ওপর উঠে পড়বে ক্লডিয়া জানালা ঘেঁষে ছুটে গেল একজন নাবিক, উন্মত্তের মত নাচতে নাচতে।

সেলুনের ভেতর, র‍্যাক থেকে গ্লাস আর বোতল বৃষ্টি শুরু হলো। ভাঙা বোতল তুলে ব্যাডম্যানের দিকে ছুঁড়ছে রানা। আলুর মত ফুলে ওঠা কপালে হাত বুলাতে বুলাতে সিধে হলো ব্যাডম্যান, স্মাইযার ধরা হাতটা সামনে বাড়িয়ে ভাঙা বোতল ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

মেঝেতে ভাঁজ করা একটা হাঁটু ঠেকিয়ে রেখে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই

ছুঁড়ছে রানা, অপরহাতে ধরে আছে টেবিলের একটা পায়া। রেকর্ড প্লেয়ারের নিচের একটা কেবিনেট থেকে অনেকগুলো রেকর্ড বেরিয়ে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তারই একটা তুলে ব্র্যাডম্যানের দিকে ছুঁড়ল ও। ব্র্যাডম্যানের খাড়া নাকে এক সেকেন্ড গেঁথে থাকল সেটা।

ঠিক তখনই আবার গুলি করল ব্র্যাডম্যান, ক্লডিয়ার খোল ঘষা খেল বালির সাথে। ইয়টের মাথার ওপর অসহ্য হয়ে উঠেছে হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

টেবিলের তলায় সেঁধিয়ে গেল রানা, ওকে নিয়ে টেবিলটা ছুটে গেল দেয়ালের দিকে। ব্র্যাডম্যানও পড়ে গেছে, রেকর্ডটা আগেই খসে পড়েছে নাক থেকে। তার পিছনে, জানালা দিয়ে কি যেন একটা সগর্জনে ভেতরে ঢুকল।

একজন নাবিক, তারস্বরে চিৎকার করছে।

টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা। বড় দেরাজটা থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে স্নাইযারের পঁয়তাল্লিশটা রাউন্ড। দাঁড়াতে গিয়ে একটা বুলেটে পা হড়কে আবার আছাড় খেল রানা। ঠা ঠা করে এক পশলা বুলেট ছুটে গেল মাথা ঘেঁষে। ডাইভ দিয়ে খালি সাব-মেশিনগানটা খপ্ করে ধরল রানা। মুঠোর রাউন্ডটা চেম্বারে ভরেই গুলি করল।

ব্র্যাডম্যানের বাঁ কাঁধে লাগল বুলেট। ক্লডিয়ার হেলমসম্যান বালি থেকে বোট ছাড়িয়ে নিয়েছে, কোর্স সামান্য একটু বদলে সরাসরি একটা জেটির গায়ে ধাক্কা খেল ইয়ট।

বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো। মেঝেতে গড়াগড়ি খেল রানা, পিছন দিকে উড়ে গেল ব্র্যাডম্যান। সিলিংটা ভেঙে পড়ল মাথার ওপর, কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা।

শ্বাসকষ্ট, অসহ্য ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরল রানার। ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল নাকে। মনে হলো হেলিকপ্টারের রোটর ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে, এত কাছে। মাথার ওপর সিলিং নেই, সামনের দেয়ালটাও অদৃশ্য হয়েছে। রাইফেলধারী, ইউনিফর্ম পরা সৈনিকরা ছুটোছুটি করছে জেটিতে। জেটি ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ক্লডিয়া, আটকা পড়েছে মাঝখানে। ব্র্যাডম্যানকেও দেখল রানা, ছড়ানো জিনিস-পত্রের মাঝখানে হামাগুড়ি দিচ্ছে ডেকে। তার বাঁ হাতটা নড়ছে না, মরা সাপের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে। একটা পায়েও বোধহয় সাড় নেই।

হেলিকপ্টার থেকে একটা ক্যাবল ঝুলছে, ক্যাবলের শেষ মাথায় ঝুলছে একজন লোক। ডেকে নামল লোকটা, একটা টী বারের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধল ব্র্যাডম্যানকে।

শুধু যন্ত্রণায় নয়, আক্রোশেও চিৎকার করছে ব্র্যাডম্যান। রানার দিকে অক্ষত হাতটা তুলে দেখাল সে 'কিল হিম!'

রানার বুকে ভারী একটা কড়িকাঠ, সাদা কার্পেটের সাথে প্রায় গেঁথে রেখেছে ওকে লাফ দিয়ে বোটে চড়ল একজন সৈনিক, কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল। ব্র্যাডম্যানের লোকটা ডেক থেকে একটা সাব-মেশিনগান তুলে নিল, কথা বলল ব্র্যাডম্যানের সাথে। তারপর রানার দিকে ফিরে সাবধানে লক্ষ্য স্থির করল।

কিছুই ঘটল না। স্লাইডটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে অস্ত্রটা ফেলে দিল সে।

প্রায় পাঁচ-ছয়জন ভেনিজুয়েলিয়ান উঠে এল ইয়টে। টী বার থেকে নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল ব্র্যাডম্যান, তাকে কেবলের শেষ মাথায় নিয়ে রওনা হলো হেলিকপ্টার।

রাইফেলধারী সৈনিক এত বেশি দিশেহারা যে গুলি করার কথা একবারও ভাবল না। কেবলের শেষ মাথায় শেষবার ব্র্যাডম্যানকে দেখল রানা, মুহূর্তের জন্যে। যন্ত্রণায় আর আক্রোশে বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা, তর্জনী খাড়া করে রানাকে শাসাচ্ছে, দেখে নেবে। কেবল গুটিয়ে নেয়া হলো, হেলিকপ্টারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

পনেরো

মাইকুয়েতিয়া থেকে গিলটি মিয়া আর অন্যান্যরা না পৌছুনোর আগে কড়িকাঠটা সরাবার কথা ভাবলই না কেউ। ইতোমধ্যে আবার জ্ঞান হারিয়েছে রানা।

আবার যখন জ্ঞান ফিরতে শুরু করল, মনে হলো চোখের পাতায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। চোখ মেলার পর আলোটা সরে গিয়ে হাসপাতাল কেবিনের সাদা দেয়াল হয়ে গেল। ওর মাথা আর বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে, বিছানার পাশে স্ট্যান্ডে ঝুলছে একটা বোতল, সরু একটা টিউব নেমে এসে ঢুকেছে ডান হাতের শিরায়।

মনে হলো সাঁতার কেটে দৃষ্টি সীমায় উদয় হলো গিলটি মিয়া। 'মেলা তদবির করেচি, সার, কিচুই হলো না। মিকচারের সাথে কনিয়্যাক দেয়া যাবে না, আইনে নাকি মানা আচে।'

'হেলিকপ্টার?' প্রথম প্রশ্ন রানার।

'কিরতিত্ব আপনার এই সাকরেদের, সার। এসেই শুনি হেলিকপ্টার পালিয়েচে। ব্যারাক থেকে ওয়ায়েরলেচে বিমান বাহিনীর হেডকোয়াটারে খবর পাটাবার ব্যবস্থা করলুম। খানিক পর খবর পেলুম, ব্র্যাডম্যান ধরা পড়েচে। কিন্তু সার, ধরা তো পড়েচে, এটকে রাকা যাবে তো?'

'তার লোকই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, সে ব্যবস্থা করতে পারব আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু ব্যারাক মানে?'

'ওমা, বলাই হয়নি! ইয়টটা জেটিতে ধাক্কা খায় সৈনিকদের ব্যারাক থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরে, সার। কতা বলার শক্তি পাচ্ছেন কি? বিচ্ছু বিল তসরিফ এনেচেন।'

'পল বিলসন থাকলে কথা বলার মত সুস্থ নই আমি।'

'জানতাম এ-কতা বলতে পারেন। টেজারি ডিপ্পারমেন থেকে রিকো ফার্নান্দেজ নামে আরাকজন আচে একানে। কি বলব তাকে? সুস্থ হলে বাৎ-চিৎ হবে?'

বিছানার ওপর বসতে চেষ্টা করল রানা।

'সাবদান, বুজেশুনে···।'

'ইয়টে গার্ডের ব্যবস্থা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, বালিশে হেলান দিল।

'সব ব্যবস্তাই হয়েচে, সার। বোট ডুবেচে মাত্র পাঁচ ফুট পানিতে। এখন জোয়ার নেই, বালির ওপর চুপচাপ বসে তা দিচ্ছে ডিমে। হ্যাঁ, সার, আপনি যা ভাবছেন—সোনার ডিম। থান ইঁট বলাই ভাল। ফ্লোরবোডের নিচে ছিল, সার···।'

'হ্যাঁ, ওগুলোর কথাই ভাবছি···।'

'খোল দু'ফাঁক হয়ে গেচে, সেই সাতে পানিতে পড়ে গেচে সোনা। জোয়ার না থাকায়, ইয়ট থেকে উঁকি দিয়ে তাকালেই দেকতে পাবেন, কি সুন্দর জ্বলজ্বল করচে।'

'দেখো ডাক্তারকে পাও কিনা। হাত থেকে এটা খুলতে চাই।'

আধ ঘণ্টা পর। তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছে রানা। বিছানার পাশে টুলে বসে রয়েছে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের রিকো ফার্নান্দেজ। রানার অনুরোধে ওর পরিচিত ওয়াশিংটনের এক লোকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল ফোনে, রিকো ফার্নান্দেজের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মায়ামি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা অফিসার পল বিলসন কেবিনে ঢুকল।

'নিঃশ্বাস ফেলছেন,' বলল সে। 'জানতাম, শকুনের আয়ু আপনার।'

'আরে, এখানে আপনি কি করছেন, মি. বিলসন? মায়ামিতে ফিরে গিয়ে বুভেরাঁর খুনীকে খুঁজে বের করা উচিত আপনার।'

'বুভেরাঁকে কে খুন করেছে তার মোটামুটি একটা ধারণা এরইমধ্যে পেয়ে গেছি আমি। আপনি, মি. রানা। অপেক্ষা করছি মোটিভটা কখন ব্যাখ্যা করবেন।'

ডিসি-এইটের ক্রু আর আরোহীদের ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পুয়ের্টো স্যাও লুইজে। গিলটি মিয়াকে একটা তালিকা দিয়েছে রানা, এদের সবার সাথে দেখা করতে চায় ও—তালিকায় কোন পুরুষের নাম নেই। তাদেরকে ডেকে আনতে গেছে গিলটি মিয়া।

পল বিলসন কেবিনে ঢোকার আগেই রিকো ফার্নান্দেজের সাথে দর কষাকষির কাজটা সেরে ফেলেছে রানা। পারশিয়ান গালফে চুরি যাওয়া সোনা এরইমধ্যে ট্রেজারির দখলে চলে গেছে, কিন্তু ডিসি-এইটে করে যে সোনা চালান দেয়া হয় তার হদিস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল রিকো ফার্নান্দেজ। অবশেষে উদ্ধার করা সমুদয় সোনার পাঁচ ভাগ সরকারী পুরস্কার হিসেবে রানা এজেন্সিকে দিতে রাজি হয়েছে সে। তাকে দিয়ে কাগজে সব লিখিয়ে নিয়েছে রানা।

চারপাশে রমণীদের ভিড় নিয়ে কেবিনে ঢুকল গিলটি মিয়া।

রানাকে দেখে বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করল হিলডা বেকার, ছুটে এল বিছানার কিনারায়। 'রানা, মাই লাভ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি সুস্থ আছ!'

পামেলা ব্রাউন, ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা, চেয়ারে বসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। সবার শেষে ঢুকল জুলি হপার। ঢুকেই চোখে ক্যামেরা তুলল সে। একটা ফ্ল্যাশবালব জ্বলে উঠল।

'মি. মিয়ার আইডিয়া,' বলল সে। 'বিরাট একটা উপলক্ষ। সবাই নাকি চাইছে ছবি তোলা হোক।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ছবি তোলার অনেক সময় পাওয়া যাবে,' দুর্বল গলায় বলল রানা। 'প্রথম আপনার সাথেই কথা বলি। মনোযোগ দিন, মি. বিলসন। এক কথা আমি দু'বার বলতে পারব না।' অল্প কথায় এপর্যন্ত যা-যা ঘটেছে সব জানাল রানা বিলসনকে, তারপর ফিরল জুলির দিকে।

হাসি-খুশি জুলি হপারের চেহারা উত্তেজনায় লালচে হয়ে আছে, প্রায় সুন্দরীই দেখাচ্ছে তাকে। তার দিকে কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'নিকো ডিলাজর্জিসের সাথে অনেক কথা হয় আমার। সত্যি অবাক কাণ্ড। শুনলাম, কাকে যেন বলছিলেন, আপনি কুমারী?'

জুলি হপারের মুখের একটা পেশী একবার কেঁপে উঠল। 'কথাটা…একটু ঘুরিয়ে বা বাড়িয়ে বলা।'

'আপনি কিছু অতিরিক্ত লাগেজ দেখেছেন, সেটা চেপে যাবার জন্যে পামেলা আপনাকে ঘুষ দিতে চেয়েছে—এ-কথা কেন আমাকে বলেছিলেন?'

ঝট্ করে পামেলার দিকে তাকাল জুলি হপার, কিন্তু পামেলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'নিশ্চয় অস্বীকার করছে ও?' হিস হিস করে উঠল জুলি হপার।

'গিলটি মিয়া,' ডাকল রানা।

'প্রশ্নটা যেন কি, সার? কাল রাতে হ্যারি ব্রাউনের পেট খারাপ হওয়ার কারণ, এই তো? জে-আজ্ঞে, এই বান্দা তদন্ত চালিয়ে আসল সত্য জানতে পেরেচে।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে লাগল গিলটি মিয়া। 'মিসেস পামেলা ওয়েট্রেসকে জানান, তাঁর স্বামী হ্যারি ব্রাউন ইদানীং বিছানায় সুবিদে করতে পারচে না, তিনি চান স্বামীর খাবারে খানিকটা জোশের ওষুদ মেশানো হোক। ওয়েট্রেস মেয়েটা সাহায্য করতে রাজি হলো। বাট, সড়যন্ত্রের কালো হাত অ্যাকটিভ হয়ে উঠল। সেক্সের ওষুদ নয়, খাবারে মেশানো হলো এমেটিক সিরাপ বা ট্যাবলেট—ওটার কাজ পেটে যা আচে সব বমির সাতে বের করে দেয়া…।'

অস্পষ্ট সুরে বিড়বিড় করল পামেলা।

গোয়েন্দা অফিসার পল বিলসন বলল, 'কথাটা কি মনে রাখবেন, মি. রানা, এদের কাউকেই আমি চিনি না? আমি শুধু সবার নাম জানি।'

'কান খাড়া রাখুন,' বলল রানা। 'হ্যারি হলো পামেলার স্বামী। সুদর্শন, চটপটে যুবক। কিন্তু আমার ধারণা, বিয়ের এতদিন পর পামেলা বুঝতে পেরেছে হ্যারি আসলে অসৎ মানুষ। তবু স্বামী, সে চেষ্টা করল যদি সম্ভব হয় তাকে বিপদ-আপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। স্বামীকে বাঁচানো মানে নিজেকেও বাঁচানো, কারণ গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যদি কেঁচে যায়, কেউ বিশ্বাস করবে না স্বামীর সাথে সে-ও এ-কাজে জড়িত ছিল না। মানা করলে শুনবে না, তাই হ্যারির খাবারে কিছু মেশায় সে, হ্যারি যাতে অপারেশনে অংশ নিতে না পারে। তাতে সত্যি কাজ হয়েছে। হ্যারিস নামে এক লোক মারা গেল। নুক গোমেজ নামে আরেক লোক মারা গেল। মারা গেল একজন জাপানী খুনী। কিন্তু অসুস্থ হলেও, বেঁচে থাকল হ্যারি। এরপর পামেলা, শয়তানগুলো আসলে কি করতে যাচ্ছে জানার জন্যে তৎপর হলো। ঠিক করল, অতিরিক্ত লাগেজ

কন্টেইনারটা ফেলে দেবে সে। ওটা তো আর বগলদাবা করে সরাবার জিনিস নয়, কাজেই কারও কাছে বুদ্ধি ধার চাইল পামেলা। বলো তো, পামেলা, কে তোমাকে বুদ্ধি দেয়? কোত্থেকে তুমি বিস্ফোরক পেলে?'

'ক্যাসিনোর মালিক ইটুরি ব্যালেটার কাছ থেকে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি, কিন্তু ওকে তুমি পটালে কিভাবে?'

'পাঁচ ছ'টা গল্প বলি বানিয়ে, কিন্তু একটাও বিশ্বাস করেনি। সবশেষে বললাম,' ইতস্তত করল পামেলা, ঢোক গিলল, '—মানে, বললাম আপনি একটা গাড়ি ভাড়া করেছেন, বোমা জাতীয় কিছু পেলে গাড়িটায় রেখে আসতে পারি। শুনে সাহায্য করতে রাজি হলো সে।'

গলা ছেড়ে হাসতে গিয়ে ব্যথায় মুখ বিকৃত করল রানা।

জুলি হপার বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠল, 'তারমানে কমপার্টমেন্টের দরজা ও-ই উড়িয়েছে!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'দরজার ভেতর দিকে, তালার ওপর, টেপ দিয়ে আটকে দেয় সামান্য একটু প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। স্টুয়ার্ডেসের ইউনিফর্মও ধার করে পামেলা, ফলে এয়ারপোর্টে ঢুকতে বা প্লেনের কাছে যেতে কেউ তাকে বাধা দেয়নি। কিন্তু কন্টেইনারটা কোথাও আটকে যায়, বিস্ফোরণের সাথে সেটা প্লেন থেকে খসেনি। বেশ, এ-পর্যন্ত পৌঁছে আমরা তাহলে জানতে পারলাম যে পামেলা ব্রাউন স্মাগলিঙের সাথে জড়িত নয়, এবং জুলি হপার একটা মিথ্যুক।'

'কিন্তু রানা,' প্রতিবাদ জানাল হিলডা, 'তোমার মনে নেই? হ্যারির সাথে পামেলাকে প্ল্যান বদল নিয়ে কথা বলতে শুনেছি আমরা।'

'আমরা একটা নারীকণ্ঠ শুনেছি। সেটা পামেলার ছিল না। গলাটা ছিল জুলি হপারের।'

এমনভাবে হাসল জুলি হপার, যেন রানার জন্যে তার করুণা হচ্ছে। 'গলাটা যদি চিনতে পেরে না থাকো, তাহলে খুব বেশি কিছু শুনতে পেয়েছ বলে মনে হয় না।'

পল বিলসনের পেন্সিল দ্রুতবেগে দখল করে নিচ্ছে নোটবুকের সাদা কাগজ। অনুষ্ঠান মাত্র শুরু হয়েছে, কিন্তু রানা এরইমধ্যে ক্লান্ত। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কথা বলে গেল ও, ধীরে ধীরে, সবাধানে। জটিল আর বিপজ্জনক বিষয়ে কথা বলছে ও, সময়ের বা তালে হেরফের হলে সব ভেস্তে যাবে।

'দুটো দিন খুব কঠিন সময় গেছে আমার জন্যে। প্লেনের প্রায় সবাই নিজের আসল পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করছিল। সবার পরিচয় জানতে পেরেছি, এ-কথা বলা এখনও সম্ভব নয়। দুটো গল্প সাজিয়ে আমাকে বোকা বানাল ব্যাডম্যান। শুরুতে জানাল, সে একজন পাদরী। আমার যখন সন্দেহ হতে শুরু করেছে, পরিচয় বদলে বলল আসলে সে ট্রেজারির এজেন্ট। ছোটখাট যে-সব ভুল করেছিল সে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

'আমাদের সাথে একজন ব্যাংক ইন্সপেক্টর ছিল, একজন ট্র্যাভেল এজেন্ট ছিল, ছিল দু'জন ভুয়া গেরিলা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জুলি হপার, নিজের সম্পর্কে আপনি যেটা দাবি করেছেন সেটা মিথ্যে নয়। সত্যিই একজন স্কুল-মাস্টারনী,

স্কুলমাস্টারনীর ছদ্মবেশে কোন প্রফেশনাল ক্রিমিনাল নন।'

'ঠিক বলেছ তুমি। আমি স্কুলে পড়াই প্রমাণ করতে পারব।'

'আপনি নোংরা এবং আনাড়ী,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'পুরুষ ধরার প্রচণ্ড ইচ্ছে, কিন্তু কাউকে আকৃষ্ট করতে পারেন না। বেঢপ চেহারার একটা বয়স্ক মেয়েমানুষ, ফ্যান্টাসির জগতে বাস, থিয়েটার আর টিভি দেখে একঘেয়ে সময় কাটে, স্বপ্ন দেখে দারুণ উত্তেজনাকর কিছু একটা ঘটবে জীবনে। গত গ্রীষ্মে, মধ্যপ্রাচ্যে, ঘটনা একটা ঘটল বটে।

'নিকো ডিলার সাথে আপনার পরিচয় হলো। সে আপনার প্রেমে পড়ার ভান করে…!'

'অসম্ভব! নিকো আমাকে সত্যি সত্যি…!'

'বিছানায় আপনাকে তার ভাল লাগে, সেটা পরের ঘটনা। তার আগে সে আপনার সাথে অভিনয় করে দলে ভেড়ায়। কারণ আপনার মত একটা মেয়েলোক দরকার ছিল তাদের, যে কারও মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না করে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতে পারবে।

'কিন্তু প্রথম চুরিটা তেমন রোমান্টিক কাজ ছিল না। কাঠের কিছু বাক্স বদলাবদলি করা, ব্যস। তবে মঞ্চটা ছিল রাজকীয়। কোটিপতির ইয়টে সুদর্শন গ্রীক ক্যাপটেনের রক্ষিতা হয়ে থাকা, আপনার জন্যে খুবই উত্তেজনাকর। এরপর আপনি নিজের শহরে ফিরে গিয়ে স্কুলে পড়াতে শুরু করেন।

'কিন্তু বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর কি শান্ত হতে পারে? আপনার উর্বর মাথায় বুদ্ধি গজাল। একবার চোরের ওপর বাটপারি করে পার পাওয়া গেছে, আরেকবার করতে অসুবিধে কোথায়? প্রস্তাবটা নিয়ে আবার আপনি ছুটে এলেন। এবার ব্যাপারটা সত্যি উত্তেজনাকর হলো—চারদিকে বুলেট ছুটছে, টপাটপ লাশ পড়ছে। নিজেকে আপনি অ্যামেচার বিজিবডি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি বিশ্বাস করলাম, কারণ সত্যের প্রায় কাছাকাছি ছিল ব্যাপারটা। কয়েকটা তথ্য দিলেন আমাকে—লা গুয়াইরা সম্পর্কে আমি জানলে কি ক্ষতিই বা হতে পারে? জানতেন, অত দূর পৌঁছুবে না সোনা। আপনি যখন কিডন্যাপড হবার ভান করলেন, স্বভাবতই আপনার পিছনে ছুটলাম আমি।

'ঘটনাটা সাজিয়েছিলেন ভাল। পার্কিং লট থেকে হর্নের শব্দ, পাহাড়ে পালানো। আমার লাশ দেখতে চেয়েছিল ব্র্যাডম্যান, কিন্তু তখুনি নয়। ঝামেলা মিটে যাবার পর প্লেনে লুকিয়ে থাকলাম আমি। ছোট্ট একটা ঘটনা—আমি যখন বাঘের মুখোশ পরে রয়েছি, পামেলা পয়েন্ট টু-টু বের করল। নিজেদের বাঘকে কেন পামেলা গুলি করতে চাইবে? নুক গোমেজ সবাইকে নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে থাকতে বলেছিল, কিন্তু তার নির্দেশ আপনার বেলায় প্রযোজ্য ছিল না, ঠিক? গোমেজকে আমি কাবু করি, আপনি সেটা দেখে ফেলেন। সেজন্যেই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে।'

একসাথে অনেকে কথা বলে উঠল। একটা হাত তুলে চুপ করতে বলল রানা। 'ব্যাপারটা সংক্ষেপ করা দরকার, আমি ক্লান্ত বোধ করছি…।'

রিকো ফার্নান্দেজ ভিড় ঠেলে একটু সামনে এগিয়ে এল।

'জানি, সোনা সম্পর্কে জানতে চান আপনি,' বলল রানা। 'লোকেশনটা বলতে পারি আমি, আপনি চাইবেন ডুবুরি পাঠিয়ে উদ্ধার করতে। কিন্তু লাগেজ কন্টেইনারে সোনা আপনি পাবেন না। সোনার বারগুলো নামিয়ে সব আমি রেখে দিয়েছি প্লেনের টেইল কোনে। ওয়েট!' রিকো ফার্নান্দেজের চেহারায় অস্থিরতা লক্ষ করে হাসল রানা। 'ওখান থেকে ওগুলো চুরি হলেও কিছু যায় আসে না। ব্র্যাডম্যান জানে প্লেন থেকে কন্টেইনারটা পড়ে গেছে, কিন্তু কোথায় জানার জন্যে সে কোন আগ্রহ দেখায়নি। একমাত্র ব্যাখ্যা কি হতে পারে?'

'চকচক করলেই সোনা হয় না গো!' মন্তব্য করল গিলটি মিয়া।

'ব্র্যাডম্যানের উদ্দেশ্য ছিল তিনটে। নিজের সংগঠনের বেঈমানদের পরিচয় জানা। গত বছর চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধার করা। এবং আমাকে মায়ামি থেকে বের করে আনা যাতে খুন করতে পারে। কিন্তু কোথাও যদি কোন গোলমাল দেখা দেয়? দু'বার লোকসান দিতে চায়নি সে। টেইল কোনের সোনাগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, আমার বিশ্বাস, সোনালি রঙ করা সীসা বা অন্য কোন ধাতু।'

'তারমানে সব জেনেও আপনি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, মি. রানা…।' তীব্র প্রতিবাদের সুরে শুরু করল রিকো ফার্নান্দেজ।

'আরও বেশি হলে ভাল হত, কিন্তু যা উদ্ধার করা গেছে তাও কম নয়,' বলল রানা। বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ও।

'তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনতে চাও না, চাও কি, রানা?' জিজ্ঞেস করল জুলি হপার। 'তুমিও জানো, কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'আপনি তিনজনকে খুন করেছেন, জুলি হপার।'

'অসম্ভব, কি বলছ!'

'লঞ্চের আরব ক্রুদের,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা দিল রানা। 'ওদের বোটে টাইম বোমা ফিট করেন আপনি। তারা সবাই ডুবে মারা যায়।'

'কিন্তু ওরা তো স্রেফ…,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে চারদিকে দ্রুত তাকাল জুলি হপার, চেহারা থেকে নেমে গেছে রক্ত।

'এবং হত্যা ষড়যন্ত্র ও প্লেন হাইজ্যাকিঙের সাথেও জড়িত আপনি।'

পল বিলসন জানতে চাইল, 'উনি কি পল বুভেরাঁকেও খুন করেন, মি. রানা? এই হত্যাকাণ্ডের একটা ব্যাখ্যা চাই আমি।'

'বুভেরাঁকে খুন করেছে হিলডা,' বলল রানা।

চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল হিলডা বেকার। 'রানা, তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'একটু হয়েছি,' বলল রানা, 'রাগে। পল বুভেরাঁ খুন হয়েছে কোন মেয়ের হাতে। শুধু এইটুকুই পরিষ্কার জানি আমি। বুভেরাঁ তাকে স্বইচ্ছায় কামরায় ঢুকতে দেয়। মেয়েদের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। রাত আরও গভীর হলে স্ট্রিপটিজ দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল তার, সাথে ছিল কন্ট্রাসেপটিভ। দরজা খুলে যদি দেখত জুলি হপার দাঁড়িয়ে আছে, সাথে সাথে আবার তার মুখের ওপর বন্ধ করে দিত কবাট। কিন্তু তোমাকে দেখে, ডিয়ার হিলডা…।'

'তুমি প্রলাপ বকছ, রানা!'

কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল রানা, কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'তুমি ব্র্যাডম্যানের দলের একজন, হিল্ডা। তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল আমার সাথে এক কামরায় থাকা! ব্র্যাডম্যান আমাকে দিয়ে যে কাজটা করাতে চেয়েছিল, আমি সেটা করার পর তুমি আমাকে খুন করতে। তুমি বুভেরাঁর কামরায় ছিলে, পল বিলসন সেটা প্রমাণ করবেন। ভদ্রলোককে একা ছেড়ে দিলে কোন্ দিকে যাবেন ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন, কিন্তু যদি দিক নির্দেশ করে দেয়া হয়, তাঁর মত যোগ্য গোয়েন্দা অফিসার আর হয় না।'

পল বিলসন গোঁফে মোচড় দিল। 'থ্যাঙ্কস ফর নাথিং,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে। 'এই ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। বুভেরাঁ এক জনের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, এটার ওপর ভিত্তি করে আরেকজনকে খুনী বলে অভিযুক্ত করা—হাস্যকর!'

'বুভেরাঁর মেয়েমানুষ দরকার ছিল,' বলল রানা। 'সোনা নয়, সেক্স নিয়ে ভাবছিল সে। ধরুন, নক শুনে দরজা খুলল, দেখল জুলি হপার দাঁড়িয়ে আছে। বুভেরাঁ বলেছিল, যত দূর মনে আছে আমার—''বাহ্, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে''। ফর গডস সেক, ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন!'

জুলি হপার বলল, 'তুমি একটা ইতর। ইতর এবং ছোটলোক! বুভেরাঁ আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেনি। দরজা বন্ধই ছিল না···।'

'না,' তাকে বাধা দিয়ে জোর দিয়ে বলল রানা, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আপনাকে সে ঘৃণা করত।'

'কিছুই জানো না তুমি! না আমার সম্পর্কে, না বুভেরাঁ সম্পর্কে! আমার যৌন-অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও তোমার কোন ধারণা নেই···।'

'ওকে বের করে নিয়ে যান, তা না হলে সব স্বীকার করে বসবে,' পল বিলসনকে বলল রানা।

'করবই তো স্বীকার,' চেঁচিয়ে উঠল জুলি হপার। 'তোমার কি ধারণা, শুধু প্লেবয় আর ভোগ মডেলদের নিয়ে বিছানায় যায় পুরুষরা? সত্যিকার পুরুষরা? ভুল জানো তুমি। বুভেরাঁ অনেক বার স্বীকার করেছে, বিছানায় আমার মত ভাল আর কাউকে লাগেনি তার। একই কথা নিকো ডিলাও বলেছে। জানো, গেল বছর কাজটার জন্যে কত টাকা দিয়েছিল ওরা আমাকে? এক পয়সাও না! ওদের ধারণা ছিল, দেহের খিদে মিটলেই আমার আর কিছুর দরকার নেই। কাজেই দেখো, সব ব্যাপারেই ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছ তুমি।'

'আপনি ড্রাগস ম্যানেজ করলেন কিভাবে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছিল আমার কাছে! বারবার বলছি না, আমার সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না! সাপ্তাহিক ছুটিতে শিকাগোয় যেতাম আমি। গরমের ছুটিতে সত্যি আমি ছটফট করতাম। ছটফটানি থামাবার জন্যে ড্রাগস ধরতে হয় আমাকে। চাইলে দেবে না, তাই ঠিক করি বুভেরাঁর কাছ থেকে টাকা চুরি করব। তার কেভিয়ারে ড্রাগস মিশিয়ে রাখি। তখন কি জানতাম, তুমিও ওখানে হাজির হবে! গিয়ে দেখি দরজা ভেড়ানো, ভেতরে ঢুকে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে রয়েছে বুভেরাঁ। তোমার হুঁশ ছিল না···।'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'হিলডা বুভেরাঁকে খুন করার পর আরেক মেয়ে ওখানে গিয়েছিল জানতাম, এখন জানা গেল আপনি গিয়েছিলেন।'

'আবার প্রলাপ বকছ তুমি, রানা,' প্রতিবাদ জানাল হিলডা বেকার। 'বুভেরাঁকে আমি খুন করিনি। করলেও তোমার জানার কথা নয়, কারণ তোমার হুঁশ ছিল না...'

'ছিল, একটু একটু। তোমাকে পরিষ্কার দেখেছিলাম, এক পলকের জন্যে। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'কোন প্রমাণ নেই!' চিৎকার করে বলল হিলডা। 'শুধু কারও মুখের কথায়...।'

'আছে, প্রমাণও আছে,' বলল রানা। 'পল বিলসনের সাথে আমার বনিবনা হয় না বটে, কিন্তু তার প্রাপ্য প্রশংসাটুকু করবই আমি। সত্যি, পল বিলসন যোগ্য অফিসার। বুভেরাঁর নখ থেকে নিশ্চয়ই তিনি ময়লা সংগ্রহ করে রেখেছেন। সেই ময়লায় কি আছে জানো, হিলডা? তোমার গায়ের চামড়া।'

চমকে উঠে, ডান কাঁধের দিকে ঝট্ করে তাকাল হিলডা।

ব্যথা হবে, মনে থাকলেও হেসে উঠল রানা। বলল, 'ব্লাউজটা কাঁধ থেকে একটু নামালেই, মি. বিলসন, আঁচড়ানোর দাগটা দেখতে পাবেন আপনি।'

'ভেব না আমাকে ধরে রাখতে পারবে!' হঠাৎ হিংস্র ডাইনীর মূর্তি ধারণ করল হিলডা বেকার। 'ব্যাডম্যানকে তোমরা চেনো না, সে আমাকে ঠিকই ছিনিয়ে নিতে আসবে...!'

'না-গো, মা জননী!' মন্তব্য করল গিলটি মিয়া। 'সে আর এয়েচে! এতক্ষণ দেকো গিয়ে ভরে ফেলা হয়েচে চোদ্দ শিকের ভেতর।'

'এবার ব্যাডম্যান প্রসঙ্গ,' বলল পল বিলসন। 'ধরা নাহয় পড়ল, কিন্তু আটকে রাখা যাবে তো?'

'তার আসল পরিচয় আমি জানি,' বলল রানা। 'আর ওষুধ দিলে হিলডার কাছ থেকে তার অপরাধের তালিকা পেয়ে যাবেন—কেস সাজাতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

কথাবার্তা আরও হলো, কিন্তু ইতোমধ্যে ঘুম এসে গেছে রানার চোখে।

সবাইকে খেদিয়ে বাইরে নিয়ে গেল পল বিলসন, তাকে সাহায্য করল গিলটি মিয়া আর কয়েকজন ভেনিজুয়েলিয়ান পুলিস। কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলে কেস দাঁড় করাতে হবে, তার একটা ছক এরইমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে মায়ামির গোয়েন্দা প্রধান।

আবার সে রানার কেবিনে ফিরে এল দেখল কামরায় রানার সাথে একা শুধু পামেলা রয়েছে।

'মি. রানা!' পল বিলসন ডাকল।

ঘুমজড়ানো চোখ মেলে তাকাল রানা। 'আবার কি!'

'ধন্যবাদ, মি. রানা!' বলে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে নিজের টুপিতে হাত ছোঁয়াল পল বিলসন, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে হাসি মুখে।

চোখ পিট পিট করে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।